বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

CPP 50th ANNIVERSARY

সিপিপি - সুবর্ণজয়ন্তী

মুজিববর্ষের প্রতিশ্রুতি জোরদার করি দুর্যোগ প্রস্তুতি

# দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সিপিপির ৫০ বছর

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

# দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সিপিপির ৫০ বছর

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

# 50 years of CPP in Disaster Management

Cyclone Preparedness Programm (CPP)
Ministry of Disaster Management and Relief
Government of the People's Republic of Bangladesh

# দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সিপিপির ৫০ বছর
50 Years of CPP in Disaster Management

**প্রকাশকাল:**
অক্টোবর ২০২১

**Published in:**
October 2021

**গ্রন্থস্বত্ব:**

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

**Copyright:**

Cyclone Preparedness Programme (CPP)
Ministry of Disaster Management & Relief

**প্রকাশনায়:**
ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

**Published by:**
Cyclone Preparedness Programme (CPP), Ministry of Disaster Management & Relief

**Website:** www.cpp.gov.bd

**E-mail:** info@cpp.gov.bd

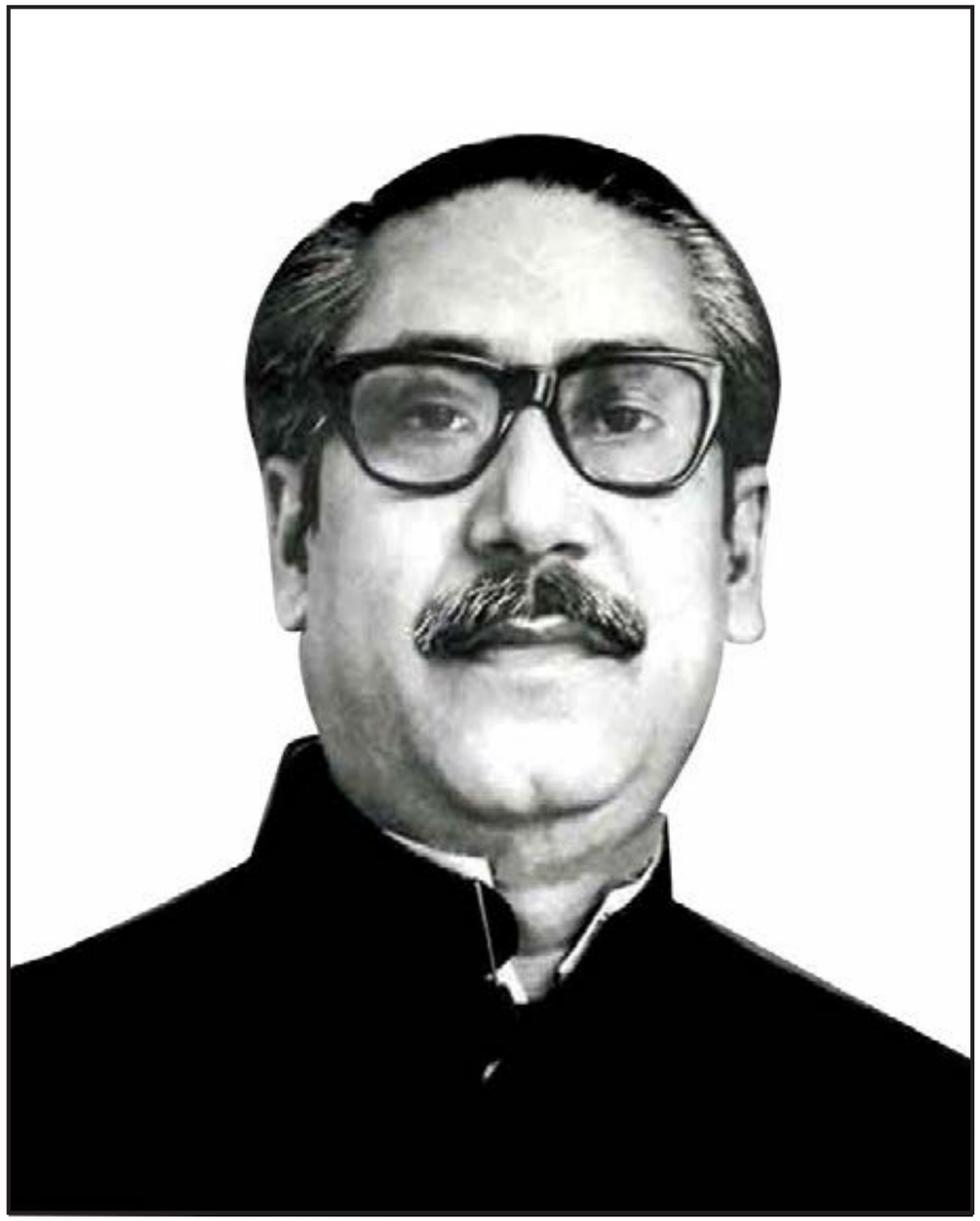

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

# উৎসর্গ

**সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি,**
**স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি**
**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-**
**এর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে**

# Dedication

**To the sacred memory of the greatest Bangalee of all times,**
**the great Architect of Independent Bangladesh,**
**the Father of the Nation**
**Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman**

# রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

## বাণী

২৮ আশ্বিন ১৪২৮
১৩ অক্টোবর ২০২১

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)'র ৫০ বছর পূর্তি উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষ্যে আমি সিপিপি'র সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও স্বেচ্ছাসেবকদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

১৯৭০ সালের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে ১০ লক্ষেরও অধিক মানুষের মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) গ্রহণ করেন। সেই থেকে সিপিপি বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। এ কর্মসূচি বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড় থেকে মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

ভৌগোলিক অবস্থান এবং ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, পাহাড়ি ঢল, টর্নেডো, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও বজ্রপাতের মতো পৌনঃপুনিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং দুর্যোগের প্রতিটি ঘটনার পর ক্ষতিগ্রস্তদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, করোনা মহামারির এ সময়ে সরকার ত্রাণ সহায়তা এবং সেক্টর-ভিত্তিক নগদ প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে মানুষের জীবন ও জীবিকা রক্ষায় সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে। কোভিড পরিস্থিতির মধ্যেই ঘূর্ণিঝড় আম্ফান এবং সাম্প্রতিক বন্যা মোকাবিলায় সরকারের প্রচেষ্টার ফলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।

সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে বাংলাদেশ এখন দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষম দেশ হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছে। আমি আশা করি, দুর্যোগকালীন ক্ষয়ক্ষতি প্রশমনে সকল সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, গণমাধ্যম ও জনগণের সমন্বিত প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

আমি সিপিপি এর ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

# PRESIDENT
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
BANGABHABAN, DHAKA

28 Ashwin 1428
13 October 2021

## Message

I welcome the initiative of the Ministry of Disaster Management and Relief to celebrate the 50th founding anniversary of the Cyclone Preparedness Program (CPP). On this occasion, I express my sincere thanks and felicitation to all the officers and employees of the CPP and its volunteers.

The Greatest Bangalee of all time Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman initiated the Cyclone Preparedness Program following the devastating cyclone of 1970 that killed more than one million people. Since then CPP has become an integral part of disaster management system in Bangladesh. The program is making an invaluable contribution to protect the lives and resources of the people, especially in case of Cyclonic disaster.

Because of its peculiar geographical location and experience of recurrent disasters such as cyclones, floods, landslides, tornadoes, tidal surges and thunderstorms, Bangladesh is known as one of the most disaster prone countries in the world. The government is ceaselessly working to ensure the safety of lives and properties of people and to provide necessary support to the affected people following every event of disasters. It is worth- mentioning here that at this moment of Corona pandemic, the government is working its utmost to defend the lives and livelihoods of the people by providing relief assistance as well as sector-wise cash incentives. In this COVID-19 period, the efforts undertaken by the government yielded significant reduction of damages in recent cyclone Amphan and floods.

As a result of the steps taken by the government, Bangladesh is now known in the world as a country capable of dealing with disasters. I hope that the concerted efforts of all government and non-government organizations, the media and the people will continue in mitigating the damage caused by the disaster.

I wish the observance of 50th founding anniversary of CPP a success.

Joi Bangla.

May Bangladesh Live Forever.

**Md. Abdul Hamid**

**প্রধানমন্ত্রী**
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৮ আশ্বিন ১৪২৮
১৩ অক্টোবর ২০২১

# বাণী

'ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)'- এর ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন এবং এ উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এই অনুষ্ঠান ও স্মরণিকা প্রকাশনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আওয়ামী লীগ সরকার গত কয়েক বছরে প্রাকৃতিক এবং মানবসৃষ্ট দুর্যোগ জনিতকারণে জনগণের জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি রোধে উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছে। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি হালনাগাদ করা হয়েছে। দুর্যোগকে অন্তর্ভুক্ত করে 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' গ্রহণ করা হয়েছে। দুর্যোগ জীবন ও সম্পদের ঝুঁকি হ্রাসের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বর্তমানে বিশ্বে 'রোল মডেল' হিসেবে স্বীকৃত। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নানাবিধ কার্যক্রম ও কর্মসূচিতে অনুপ্রাণিত বাংলাদেশের মানুষ যে কোন দুর্যোগে নিজেদের জীবন ও সম্পদ সুরক্ষায় সচেষ্ট ও প্রস্তুত থাকার মনোবল অর্জন করেছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচি প্রণয়নের পথিকৃৎ। তিনি ঘূর্ণিঝড় থেকে জানমাল রক্ষায় 'মুজিব কিল্লা' নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বেচ্ছাসেবক নিয়োজনের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসেবে 'ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)' প্রতিষ্ঠা করেন। 'সিপিপি'- এর আওতায় নারী ও পুরুষ স্বেচ্ছাসেবকগণ সমানভাবে দুর্যোগ মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন।

দুর্যোগ মোকাবিলায় জনপ্রতিনিধি, জনপ্রশাসন, সমাজকর্মী, গণমাধ্যমকর্মীসহ সমাজের সকলকে একসঙ্গে কাজ করে যেতে হবে। যথাযথ কর্মসূচি গ্রহণের মধ্য দিয়ে আধুনিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্ঠায় ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে আমরা সক্ষম হবো, ইনশাআল্লাহ।

'সিপিপি'র ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান ও স্মরণিকা প্রকাশ- এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

**PRIME MINISTER**
GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

28 Ashwin 1428
13 October 2021

# Message

I am happy to know that the 50th anniversary of the 'Cyclone Preparedness Programme (CPP)' is being celebrated and a souvenir is published. On this occasion, I convey my greetings to all involved in the program and the publication of the souvenir.

In the last few years, the Awami League government has shown remarkable success in preventing the loss of life and property of the people due to natural and man-made disasters. Standing Orders on Disaster have been updated. The 'Delta Plan 2100' has been adopted considering disasters. In reducing the risk of life and peroperty in a disaster, Bangladesh is now recognized as a 'Role Model' at disaster risk management in the world. Inspired by the various activities and programs of the Ministry of Disaster Management and Relief, the people of Bangladesh have attained the confidence to be dilligent and prepared to protect their lives and properties in any disaster.

The greatest Bangalee of all time, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman is the pioneer to formulate disaster risk reduction programs. He constructed 'Mujib Killa' to protect life and property from the cyclone. Bangabandhu Sheikh Mujib established the 'Cyclone Preparedness Programme (CPP)' as an institutional arrangement for the deployment of volunteers. Under the CPP, women and men volunteers continue to make significant contributions to disaster response.

All the members of the society including public representatives, public administration, social workers, media people have to work together to deal with the disaster. We have tirelessly been working to establish Bangladesh as a developed-properous country by 2041 ensuring modern disaster management through appropriate programs. With the combined efforts of all, we will be able to build a hunger-povertyfree Golden Bangladesh as dreamt by the Bangabandhu, InshaAllah.

I wish the 50th anniversary program of the 'CPP' and the publication of the souvenir a grand success.

Joi Bangla , Joi Bangabandhu
May Bangladesh Live Forever.

Sheikh Hasina

প্রতিমন্ত্রী
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
২৮ আশ্বিন ১৪২৮
১৩ অক্টোবর ২০২১

## বাণী

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর এবং মুজিব বর্ষে বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সার্বিক আনুকূল্যে সমৃদ্ধিপ্রাপ্ত ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)'র গৌরবময় ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান যথাযথভাবে পালনের আয়োজন করেছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি আরো আনন্দিত।

বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত নানা দুর্যোগ যেমন বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খরা, জলোচ্ছ্বাস, বজ্রপাত, টর্নেডো, ভূমিকম্প, নদীভাঙ্গন, অগ্নিকান্ড, ভবনধস, আর্সেনিকসহ বিভিন্ন ধরণের দূষণ ও দুর্যোগ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত কাটিয়ে উঠার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে দুর্যোগে জীবন ও সম্পদের ঝুঁকি হ্রাসকল্পে নিয়ম বা বিধিবিধানের আলোকে অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি দুর্যোগ মোকাবিলায় জনপ্রশাসনের সকল কর্মকান্ডে হাতে হাত রেখে মিলে মিশে কাজ করছে জননেতৃত্ব, জনপ্রতিনিধি, সমাজকর্মী, গণমাধ্যমকর্মীসহ সমাজের সকল শ্রেণী পেশার মানুষ।

বাংলাদেশে সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য বঙ্গবন্ধুর সূচনাকৃত 'ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি' এর আওতায় সমুদ্র উপকূলীয় ১৯ টি জেলায় সিপিপি ও রেড ক্রিসেন্ট-এর স্বেচ্ছাসেবকরা নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। উল্লেখ্য যে, ১৯৭০ সালে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত এলাকায় পরিদর্শন করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিচলিত হন এবং ভবিষ্যতে এরূপ ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে পরবর্তীতে তিনি এ কর্মসূচির সূচনা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং সাড়াদানে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। এর ফলে সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি ও মানুষের মৃত্যুহার অনেক কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

আমি সিপিপির ৫০ বছরপূর্তিতে এরকম কর্মকান্ডের আরও ব্যাপক প্রচার, প্রসার ও কর্মপরিধির বিস্তার কামনা করি। একইসাথে এ উপলক্ষ্যে প্রকাশিতব্য স্মরণিকার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

**ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান, এমপি**

**State Minister**
Ministry of Disaster
Management and Relief

28 Ashwin 1428
13 October 2021

## Message

I am glad to know that the Ministry of Disaster Management and Relief is going to celebrate 50th anniversary of the Cyclone Preparedness Program (CPP) which was created by Bangabandhu and with the overall support of the Hon'ble Prime Minister in the Mujib Centenary and Golden Jubilee of Bangladesh. I am even happier to know that a souvenir is going to be published on this occasion.

Various disasters such as floods, cyclones, droughts, tidal surges, lightning, tornadoes, earthquakes, river erosion, fires, building collapses, arsenic and other types of pollution and disasters have become a daily occurrence in Bangladesh. Various measures and projects are being taken to quickly recover from the catastrophic damage caused by the disasters. With this goal in mind, infrastructure is being built in the light of rules and regulations to reduce the risk of life and property in disasters to ensure social security. Besides, people from all walks of life including public leadership, people's representatives, social workers, media workers are working hand in hand in all the activities of public administration to deal with the disasters.

The volunteers of CPP are working tirelessly in 19 coastal districts under Bangabandhu's "Cyclone Preparedness Program" to reduce the loss of life and property in cyclones in the coastal areas of Bangladesh. It may be recalled that Father of the Nation **Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman** got concerned while visiting the devastated cyclone-hit areas in 1970 and later initiated this program with the aim of reducing the damage to be caused by such cyclones in future. Following this, the government of Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina has taken a comprehensive program to reduce disaster risk and respond to disasters. This has made it possible to reduce loss of property and human mortality in disasters.

On the occasion of the 50th anniversary of the CPP, I wish more such activities, widespread publicity, expansion and scope of work. At the same time, I would like to extend my sincere greetings to all those associated with the souvenir to be published on this occasion.

Joy Bangla, Joy Bangabandhu

May Bangladesh live forever.

**Dr. Md. Enamur Rahman, MP**

সভাপতি
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

# বাণী

বাংলাদেশে সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর হাতে গড়া 'ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি' (সিপিপি)'র ৫০ বছরপূর্তি পালনের আয়োজন করা হয়েছে এবং এ উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাপী ভূমিকম্প, সাইক্লোন, বন্যাসহ একাধিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে যা বাংলাদেশ সরকার এবং এ দেশের জনগণ সাহসিকতার সাথে মোকাবেলা করে আসছে। এর পাশাপাশি সারাবিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও কোভিড-১৯ ভাইরাস এর প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ধরে রেখে কোভিড-১৯ ভাইরাসজনিত উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা একটি বিশাল চ্যালেঞ্জ। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিভিন্ন সাহসী ও সময় উপযোগী পদক্ষেপসমূহ অনুসরণ করে বাংলাদেশ এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা সফলতার সাথে করে যাচ্ছে।

সিপিপি'র আওতায় সমুদ্র উপকূলীয় ১৩ টি জেলায় সিপিপি ও রেড ক্রিসেন্ট এর স্বেচ্ছাসেবকরা কাজ করে যাচ্ছেন। উল্লেখ্য যে, ১৯৭০ সালে প্রয়লংকরী ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনের পর করণীয় হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভবিষ্যতে এরূপ ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে এ কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং সাড়াদানে এ কর্মসূচিকে আরও জোরদার করেছেন। এটি অত্যন্ত আনন্দের যে, জাতির পিতার নিজ হাতে গড়া কর্মসূচি পঞ্চাশ বছরে পদার্পন করেছে ।

আমি সিপিপি'র ৫০ বছরপূর্তিতে এর কর্মকান্ডে আরও গতি সঞ্চার এবং স্মরণিকা প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের মঙ্গল কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

ক্যাপ্টেন এ বি তাজুল ইসলাম (অব.), এমপি

**Chairman**
Parliamentary Standing Committee
Ministry of Disaster Management & Relief

# Message

I am delighted to celebrate the 50th anniversary of the 'Cyclone Preparedness Programme' (CPP), designed by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the great architect of Independence; Father of the Nation and the greatest Bengali of all time, to reduce the loss of life and property caused by cyclones in coastal areas of Bangladesh. I am very happy to know that a souvenir is being published on this occasion.

Due to the increase in temperature and climate change, there are multiple natural disasters including earthquakes, cyclones, floods all over the world; but the government of Bangladesh and the people of this country have been bravely dealing with those. In addition to this, there has been an outbreak of Covid-19 virus in Bangladesh as well as all over the world. Dealing with the emergence of the Covid-19 virus is a huge challenge for the country's economic development. Bangladesh is successfully tackling this challenge by following the bold and timely steps taken by Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina, the worthy daughter of the Father of the Nation.

Under CPP and Red Crescent volunteers are working in 13 coastal districts. It may be recalled that after visiting the devastated cyclone-hit areas in 1970, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman undertook this program with the aim of reducing the damage to be caused by such cyclones in future. In continuation of this, the government of Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina has further strengthened this program in disaster risk reduction and response. It is a matter of great joy that the Father of the Nation's self-made program reached its 50th year this year.

On the occasion of the 50th anniversary of the CPP, I wish all those involved in speeding up its activities and publication of the souvenir well.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu
May Bangladesh live forever.

Capt. A B Tajul Islam (Retd.), MP

# সচিব

**দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়**
**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**

## বাণী

**২৮ আশ্বিন ১৪২৮**
**১৩ অক্টোবর ২০২১**

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার অব্যবহিত পরই ত্রাণ নির্ভর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে উপকূলীয় এলাকার মানুষের ঘূর্ণিঝড়ে প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গবন্ধু দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকারি কোষাগার থেকে স্থায়ী অর্থায়ন নিশ্চিত করে সিপিপিকে একটি সুদৃঢ় কাঠামোতে রূপ দেন।

বিশ হাজার স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে সিপিপি'র যাত্রা শুরু হয়। এ গৌরবময় যাত্রার সূচনালগ্ন থেকে সিপিপি বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড়ের আগাম সতর্কবার্তা প্রচার, আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা, সন্ধান ও উদ্ধার, প্রাথমিক চিকিৎসা, ত্রাণ বিতরণ এবং পুনর্বাসন কার্যক্রমে সহায়তা দিয়ে আসছে। নিবেদিতপ্রাণ স্বেচ্ছাসেবকগণের মাধ্যমে সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের জন্য প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত ও সমাদৃত হয়েছে।

জাতির পিতার এ উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক সংখ্যা বর্তমানে ৭৬ হাজারে উন্নীত হয়েছে যাদের ৫০% নারী। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নারীর ক্ষমতায়ন-সংক্রান্ত দৃঢ় অঙ্গীকার বাস্তবায়নের ফলে নারীরা এখন লিঙ্গ বৈষম্যহীন দুর্যোগ-সহনীয় সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম শক্তি হিসেবে পরিগণিত। তারা দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ুজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় 'পরিবর্তনের দূত' হিসেবে কর্মক্ষেত্রে ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। সিপিপির স্বেচ্ছাসেবক কাঠামোর সকল পর্যায়ে নারী নেতৃত্বের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর শুভক্ষণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান সিপিপি'র দীপ্তিময় পথচলার ৫০ বছর পূর্তি তথা সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন করা হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে সরকারের নীতি-পরিকল্পনায় ইতোমধ্যে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কৌশল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় 'Whole of Society Approach' অনুসরণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ মোহসীন

# Secretary

**Ministry of Disaster Management and Relief**

## Message

28 Ashwin 1428
13 October 2021

The greatest Bangali of all time, the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman initiated disaster risk reduction activities instead of relief-based disaster management right after independence. He established the Cyclone Preparedness Programme (CPP) in 1972 with a view to reducing the loss of lives and properties due to cyclone in coastal areas. Bangabandhu ensured a strong foundation for CPP making provision of permanent budget from government treasury in order to enhance disaster management capacity.

The CPP started its journey with twenty thousand volunteers. From the glorious outset of this expedition, CPP has been playing conspicuous role in early warning dissemination, shelter management, search and rescue, first aid, relief distribution and rehabilitation activities. The organization has been recognized and applauded globally for its community-based disaster management activities by dedicated volunteers.

Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina, the worthy daughter of the Father of the Nation, has expanded the activities of the organization. The number of volunteers has been increased to 76 thousand and 50% of them are women. Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina is committed to implement the promise of women empowerment and thus the women have become one of the driving forces to build a disaster resilient society and country. The women are the agent of change in disaster risk reduction and climatic risk management. The women leadership has been developed in all the stages of the CPP volunteer structure. In the auspicious occasions of the Mujib Year and the Golden Jubilee of Independence, the fifty (50) year anniversary of the CPP is being celebrated.

The disaster risk reduction strategy, under the firm leadership of Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina, has been included in the policies and plans of the government. We all have been working together in disaster risk management adopting the 'Whole of Society Approach' to develop Bangladesh by the year 2041 as the Golden Bengal dreamed by the Father of the Nation.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu

May Bangladesh Live Forever.

Md. Mohsin

**চেয়ারম্যান**
বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি
১৩ অক্টোবর, ২০২১

# বাণী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সহায়ক সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, রেড ক্রস এন্ড রেড ক্রিসেন্ট মুভমেন্ট পার্টনারদের সহযোগিতায় দেশের সকল জেলায় অবস্থিত রেড ক্রিসেন্ট কার্যালয়গুলো স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠির দুর্যোগ ঝুঁকি কমিয়ে আনতে ও স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ প্রস্তুতি এবং সাড়াদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। সোসাইটি বর্তমানে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি এবং সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থদের স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। মূলতঃ স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে ৭টি মূলনীতি অনুসরণ করে সোসাইটি সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। তাই সোসাইটি প্রদত্ত সকল সেবা কার্যক্রম সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এবং পক্ষপাতহীন।

সোসাইটির যুব রেড ক্রিসেন্ট এর নিবেদিতপ্রাণ প্রায় ০৫ লক্ষাধিক স্বেচ্ছাসেবক দেশের দুর্যোগপ্রবণ জেলাগুলোতে আবহাওয়ার সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি প্রচারে সহায়তা, যে কোন দুর্যোগে আক্রান্তদের খোঁজ ও উদ্ধার, আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে আসা, প্রাথমিক চিকিৎসা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম অত্যন্ত সুনামের সাথে পরিচালনা এবং বাস্তবায়ন করে থাকে।

১৯৭০ সালের প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় 'ভোলা সাইক্লোন' পরবর্তী তৎকালীন লীগ অব রেড ক্রসের সহায়তায় বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটির উদ্যোগে ১৯৭২ সালে উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠির ঝুঁকি কমাতে নবগঠিত 'ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)' এর দীর্ঘমেয়াদী টেকসই স্থায়ীত্বের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর অনুমোদনক্রমে এবং তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ১৯৭৩ সাল থেকে নতুন আঙ্গিকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি'র একটি যৌথ কর্মসূচি হিসেবে আনুষ্ঠানিক পথচলা শুরু করে।

১৯৭৩ সাল থেকে জাতির পিতার হাতে নতুন রূপ পাওয়া কর্মসূচিটি নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে তাঁর সুযোগ্যা কন্যা মানবতার জননী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার সুদক্ষ পরিচালনা ও নির্দেশনায় আজ ৫০ বছরে পর্দাপন করেছে। বিগত ৫০ বছরে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) সমগ্র পৃথিবীর সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার 'রোল মডেল' হিসেবে পরিণত হয়েছে। এই সাফল্যের পিছনে রয়েছে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার অনন্য অবদান ও মানব দরদী সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা। কর্মসূচিটির ৭৬,০২০ জনস্বেচ্ছাসেবকের নিঃস্বার্থ সেবা, আন্তরিকতা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ডাইনামিক নেতৃত্বে বিগত ঘূর্ণিঝড়গুলোতে মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা সিঙ্গেল ডিজিটে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। যার সুনাম আজ বাংলাদেশের সীমানা পেরিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট ঝুঁকি মোকাবিলার লক্ষ্যে সিপিপি'র কর্মএলাকা বিস্তারের অংশ হিসেবে বর্তমানে সিপিপি'র ৪২ তম উপজেলা হিসেবে খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলাতে ২,০০০ জন স্বেচ্ছাসেবকের নিয়োগদান, সকল স্বেচ্ছাসেবকের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী, প্রাথমিক চিকিৎসা, উদ্ধার, আগাম সতর্ক সংকেত প্রচার সরঞ্জামাদি ক্রয় ও মজুদ এবং তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে বাস্তবায়ন করছে।

সিপিপি'র ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় গৃহিত কর্মসূচিগুলোতে অংশিদার হতে পেরে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি অত্যন্ত গর্বিত। উল্লেখ্য যে, বিগত বছরগুলোতে সিপিপি'র সাংগাঠনিক দক্ষতা উন্নয়ন, রেডিও নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন, স্বেচ্ছাসেবকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন ধরণের সরঞ্জামাদি প্রদান প্রক্রিয়ায় সোসাইটিকে সার্বিক সহায়তার জন্য আইএফআরসি, আমেরিকান রেড ক্রস ও অন্যান্য মুভমেন্ট পার্টনারদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

জলবায়ু পরিবর্তন ও স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমকে আরোও গতিশীল করতে বর্তমানের চাহিদার প্রেক্ষিতে সিপিপি কর্তৃক নবগঠিত ০৩ টি বিশেষায়িত দল (Rapid Response, Water Rescue and High Tide Monitoring and Response) এর জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং সরঞ্জামাদি প্রদান প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি তার সক্ষমতা অনুযায়ী যথাসম্ভব পাশে থাকবে।

আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি সিপিপি উপকূল জুড়ে বিস্তৃত স্বেচ্ছাসেবক নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় যথাযথ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির সচেতনতা বৃদ্ধি, জীবন-সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি ও নিহতের সংখ্যা কমিয়ে আনতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে সিপিপি পলিসি কমিটি ও বাস্তবায়ন বোর্ডকে আরোও সক্রিয় ভূমিকা পালন করার জন্য সোসাইটি একান্ত অনুরোধ করছে।

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)'র ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানটি সফল ও সার্থক হোক এবং স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে এই মানবিক কার্যক্রম অনন্তকাল চলমান থাকুক এই কামনা করছি।

**মেজর জেনারেল (অবঃ) এ. টি. এম. আবদুল ওয়াহ্হাব**
প্রাক্তন সংসদ সদস্য, মাগুরা-১

**Mami Mizutori**
*UN Special Representative of the Secretary-General for Disaster Risk Reduction and Head of UN Office for Disaster Risk Reduction*

13 October 2021

# Congratulatory Message

Bangladesh as a nation is the living embodiment of resilience. And nowhere is this recognised more clearly than in the worldwide acclaim for its Cyclone Preparedness Programme (CPP) which is a role model for many other climate vulnerable nations seeking to cope with the climate emergency and extreme weather events.

Comprising over 76,000 volunteers today, it came into being 50 years ago as the country was reeling from the effects of a brutal war of independence and the Bhola cyclone of November 1970 that may have killed up to one million people.

Under the leadership of the Government of Bangladesh, and with the support of the Bangladesh Red Crescent Society, the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), UN and other humanitarian partners, it has become a model of how inclusive early warning and early action can save lives.

Bangladesh has 5,500 cyclone shelters – including 1,500 multi-purpose centres - and a long tragic history when it comes to cyclones. In 1991, 138,000 lost their lives and cyclone Sidr claimed 10,000 or more lives in 2007. The downward trend in mortality has continued with two major cyclones in 2019, Cyclone Bulbul, and in 2020, Cyclone Amphan, 2020, each resulting in less than 30 lives lost.

Despite rising seas and coastal erosion, mortality has been coming down thanks in great part to the efforts of the CPP volunteers, 27 of whom have lost their lives since 1971.

Another milestone was reached in the development of the programme in recent years when, in the spirit of inclusion advocated by the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, thousands of Rohingya refugee volunteers were trained in the camps around Cox's Bazaar which are vulnerable to fires, landslides, high winds and heavy rainfall.

A multi-hazard approach of CPP is being fully embraced and this expansion in its range of activities is leading to more effective implementation of the Sendai Framework.

In coastal areas where localities are threatened by sea-level rise and tidal surges, "High tide" volunteers are being trained to monitor the high tides and to provide early warnings on possible localized flooding.

Over 30 million people were displaced last year by extreme weather events around the world and Bangladesh regularly experiences this phenomenon which drives poor people ever deeper into poverty. I have no doubt that the CPP programme will deepen our understanding of climate-related disasters and their impact on the growth of informal settlements in distant cities and towns.

The need for a multi-hazard approach is one of the key lessons of the COVID-19 pandemic, and one that UNDRR advocates for all to follow as an important building block not only to save lives but to reduce the percentage of GDP that low- and middle-income countries lose to disasters. In the absence of such an approach and without widespread use of multi-hazard early warning systems, it will be challenging to eradicate poverty and to achieve many other SDGs.

The focus of this year's International Day for Disaster Risk Reduction is on enhancing international cooperation to developing countries. Bangladesh and the CPP deserve all the support they need to ensure that growing climate risks do not impair Bangladesh's graduation to middle-income status.

I congratulate the Government of Bangladesh, the Cyclone Preparedness Programme staff, and their dedicated volunteers on this 50th anniversary and wish you all continued success in the challenging years ahead.

**Mami Mizutori**

United Nations

**Mia Seppo**
*UN Resident Coordinator*
*Bangladesh*
United Nations in Bangladesh

13 October 2021

## Message

I am pleased to send warm greetings and congratulations to the Government and the people of Bangladesh on the 50th anniversary of the Cyclone Preparedness Programme (CPP). After the devastating cyclone of 1970 that resulted in the loss of half a million lives, the Government of Bangladesh worked tirelessly with the support of the Bangladesh Red Crescent Society, the International Federation of the Red Cross and the United Nations to ensure that a tragedy of this scale never happens again.

The Government and the people of Bangladesh have made tremendous strides over the past five decades to minimize the loss of lives and property in cyclonic disasters. In addition, Bangladesh has strengthened its capacity for disaster management to protect the lives and assets of Bangladesh's coastal people. The Humanitarian Coordination Task Team (HCTT) has worked as a coordination platform to strengthen the collective capacity of government, national and international actors to ensure effective humanitarian preparedness for, and response to the impacts of climate-related disasters in Bangladesh.

The CPP is a globally unique institutional arrangement for community preparedness and it was created to mitigate the challenges of catastrophic cyclones that frequently hit the Bangladesh coast. CPP has proven effective in reducing the loss of lives from cyclonic storms despite their increased frequency and intensity due to climate change. Bangladesh remains at the forefront of innovation, planning and action on climate change, setting an example for the rest of the world to follow.

The UN is supportive of the CPP efforts and encourages investment in local systems and volunteer networks to ensure that early warnings are acted on and that the people are risk-informed.

I send you my best wishes on the 50th anniversary of the CPP.

Thank you.

Mia Seppo

IFRC

**Jagan Chapagain**
*Secretary General*
International Federation of
Red Cross and Red Crescent
Societies
Geneva

13 October 2021

## Congratulatory Message

It gives me immense pleasure and pride to congratulate Bangladesh's Cyclone Preparedness Programme (CPP) and it's over 76,000 volunteers for 50 years of saving lives in the coastal belt of Bangladesh.

CPP, founded in 1971 as a joint initiative of the Government of Bangladesh and the Bangladesh Red Crescent Society, is an internationally recognized flagship programme that has been taken as a model for replication in multiple countries and communities.

CPP was born out of necessity for an early warning system following the deadly Bhola cyclone in late 1970, which resulted in the tragic loss of more than one million lives and caused massive destruction of livestock and property.

The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) is proud to have stood in solidarity with Bangladesh by supporting the emergency response to the Bhola cyclone and sharing technical expertise and resources to reduce adverse impacts of future disasters.

Since then, CPP, a people-centered disaster risk reduction system, has become a proven platform for successful disaster risk governance initiatives of Bangladesh.

The relentless work of the CPP volunteers, their persistent determination and spirit of volunteerism in preparing and protecting vulnerable people in their own communities through the dissemination of early warning information, knowledge and lifesaving anticipatory action has significantly reduced the number of casualties caused by cyclone disasters.

Today, in the face of rising impacts of the climate crisis, CPP volunteers are preparing for and responding to multiple hazards by supporting their communities during tidal floods, landslides and wildfires.

IFRC, as a global champion for disaster risk governance and management, remains committed to support the Bangladesh Red Crescent Society in reducing risks of vulnerable populations and building resilient communities. We commend and continue to support the Bangladesh Red Crescent Society in enhancing institutional and volunteer capacities of the CPP to provide humanitarian services in its auxiliary role to the Government of Bangladesh.

I express my heartfelt appreciation and felicitations to all current and former volunteers, officials, and partners on this momentous occasion of the CPP's Golden Jubilee celebration.

# দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সিপিপির ৫০ বছর
50 Years of CPP in Disaster Management

## সূচিপত্র
**Table of Contents**


| ক্রমিক নং | বিবরণ | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১ | ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির ইতিহাস<br>History of Cyclone Preparedness Programme (CPP) | ২৩-২৬<br>23-26 |
| ২ | ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির ৫০ বছরের যাত্রা ও এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়<br>Lessons from 50 Years of the Cyclone Preparedness Programme and the Way Forward | ২৭-৪৪<br>27-44 |
| ৩ | সিপিপির নারী ক্ষমতায়ন<br>Women Empowerment of CPP | ৪৫-৪৮<br>45-48 |
| ৪ | দুর্যোগ মোকাবিলায় সিপিপির নতুন দিগন্ত<br>New horizon of CPP in Disaster Management | ৪৯-৫০<br>49-50 |
| ৫ | সিপিপির আত্মত্যাগকারী ২৭ জন স্বেচ্ছাসেবক<br>CPP's 27 life sacrificed volunteers | ৫১-৫৮<br>51-58 |
| ৬ | সিপিপির ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে<br>আজীবন সম্মাননাপ্রাপ্ত সংগঠকগণের সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত<br>Short Biography of Lifetime Achievement Awardees | ৫৯-৬২<br>59-62 |
| ৭ | সিপিপি আর্কাইভ ও ফটো গ্যালারি<br>CPP Archive and Photo Gallery | ৬৩-৮৮<br>63-88 |






# ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির ইতিহাস

**অবতরণিকা**

আবহমান কাল থেকেই বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী দেশসমূহে উষ্ণমন্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় আঘাত হেনে চলেছে। মোঘল আমলে আবুল ফজল রচিত আইন-ই-আকবরী-তে ১৫৮৪ সালে একটি ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় বরিশাল জেলার উপকূলবর্তী এলাকায় আঘাত হানার কথা উল্লেখ আছে। ১৮৭৬ সালে যে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়টি বরিশাল, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলার উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল তাতে প্রায় দুই লক্ষ লোকের প্রাণহানি হয়েছিল। বাংলাদেশে সংঘটিত অসংখ্য ঘূর্ণিঝড়ের ধারাবাহিকতায় ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বরে একটি প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ২০ থেকে ৩৫ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাস সহকারে পটুয়াখালী, ভোলা ও নোয়াখালী জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার উপর আছড়ে পড়েছিল। এই ঝড়ে ১০ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটে।

**বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড় এবং নির্বাচন**

যখন ঘূর্ণিঝড়টি আঘাত হানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখন নির্বাচনী প্রচারণা চালাচ্ছিলেন। ঘূর্ণিঝড়ের পরপরই তিনি নির্বাচনী কার্যক্রম বন্ধ রেখে প্রায় দুই সপ্তাহ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন ও জনগণের পাশে দাঁড়ান। সে সময় তিনি ঘূর্ণিঝড় থেকে মানুষকে রক্ষায় পাকিস্তানী সরকারের অবজ্ঞা ও অবহেলার অসংখ্য প্রমাণ পান। ২৭ নভেম্বর ঢাকায় ফিরে পুরো বিষয়টি তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে তুলে ধরেন। এতে প্রতিভাত হয় যে, প্রতিটি বাঙালি তখন একটি সত্যিকারের জীবন সংকটের মধ্যে ছিল। ঐ ঘূর্ণিঝড়ে ১০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু, আরও তিন লক্ষ মানুষের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বেঁচে থাকার লড়াইয়ের চিত্র তুলে ধরে তিনি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে এক মিলিয়ন বাঙালি হত্যার অভিযোগ আনেন। তাঁর সেই বিবৃতি ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ও অবহেলিত জাতির মানসিকতাকে আরো সুদৃঢ় করে এবং নির্বাচনে পূর্ব বাংলার মানুষের সিদ্ধান্তকে গুরুতরভাবে প্রভাবিত করে।

এটি প্রমাণিত যে, ১৯৭০ এর সাইক্লোনে এতো অধিক সংখ্যক প্রাণহানির অন্যতম কারণগুলো ছিল- স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকার কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানে উপকূলীয় ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার তালিকায় না রাখা, আগাম সতর্ক সংকেত প্রচারের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা এবং ঘূর্ণিঝড় সতর্ক সংকেত বিষয়ে জনগণকে সচেতন করার বিষয়ে অবহেলা।

# History of Cyclone Preparedness Programme (CPP)

Tropical cyclones have been hitting the countries bordering the Bay of Bengal since ancient time. Ain-i-Akbari, written by Abul Fazl during the Mughal period, mentions that a terrible cyclone struck the coastal area of Barishal district in 1584. The devastating cyclone that swept through Barishal, Noakhali and Chattogram districts in 1876 killed about two lakh people. In a series of cyclones in Bangladesh, on 12 November 1970, a catastrophic cyclone with a speed of 225 km per hour and a tidal wave of 20 to 35 feet high hit large areas of Patuakhali, Bhola and Noakhali districts. The calamity, known as 'Cyclone 1970', caused more than a million human deaths.

**Bangabandhu, 1970 cyclone and the Election**

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was campaigning when the cyclone hit the country. Shortly after the cyclone, he stopped campaigning and traveled extensively in the affected areas for about two weeks and stands behind the people. At that time, he found numerous proofs of the Pakistani government's negligence in protecting people from the cyclone. Returning to Dhaka on 27 November, he covered the whole matter in the national and international media. This showed that every Bengali was in a real life crisis at that time. He blamed the central government of Pakistan for killing one million Bengalis, depicting the death of one million people in that cyclone and the struggle for survival among the wreckage of another three million people. His statement further strengthened the mentality of the besieged people and neglected nation and seriously affected the decision of the people of East Bengal in the election.

It was evident that the reasons for the high death toll in the Cyclone 1970 was the failure of the dictatorial Pakistani government to prioritize coastal risk mitigation activities in East Pakistan, institutional weaknesses in early warning and public awareness.

The great leader Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman vividly portrayed the true picture of that time as well as devoted himself to the service of the distressed people in different parts of Bhola

মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সে সময়কার প্রকৃত চিত্র সোচ্চারভাবে তুলে ধরার পাশাপাশি ভোলা ও নোয়াখালীর বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থান করে দুর্গত মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ, সাধ্যানুসারে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ ও সান্ত্বনা প্রদান করেন। তিনি দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ব্যবস্থাপনাকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের গুরুত্ব সম্যকভাবে উপলব্ধি করেন।

বঙ্গবন্ধুর তৎপরতার কারণে 'সাইক্লোন ১৯৭০' এর সংবাদ শুনে বিশ্বের মানুষ হতবাক হয়ে যায়। একটি ঘূর্ণিঝড়ে এতো অধিক সংখ্যক মানুষের প্রাণহানির খবর মানুষের অন্তরকে নাড়িয়ে দেয়। বিশ্ব বিবেক ক্ষণিকের জন্য হলেও স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। এই মর্মান্তিক ঘটনার পর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ একটি বিশেষ অধিবেশন আহবান করে এবং সর্বসম্মতিক্রমে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়ক্ষতি কমানোর কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য লীগ অব রেড ক্রস এন্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিকে দায়িত্ব অর্পণ করে।

**ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ**

'ভোলা সাইক্লোনের' পর ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে সহায়তার জন্য লীগ অব রেড ক্রস এন্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির বেশ কয়েকজন ডেলিগেট তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে আসেন। এদের মধ্যে সুইডেনের একজন নাগরিক মিঃ ক্ল্যাস হেগস্ট্রম রিলিফ ডেলিগেট হিসাবে ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকায় আসেন এবং ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি বিষয়ক কার্যক্রম শুরু করেন।

মিঃ হেগস্ট্রম পটুয়াখালী, বরিশাল ও ভোলা জেলার ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত এলাকায় সর্বস্তরের মানুষের সাথে নিবিড়ভাবে আলাপ আলোচনা ও মত বিনিময় করেন। দীর্ঘ দুই মাসের অধিক সময়কাল উপকূলীয় অঞ্চল পরিদর্শনের পর মিঃ হেগস্ট্রম 'ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির' রূপরেখা প্রণয়ন করেন।

**প্রাথমিক কাঠামো**

তদানীন্তন বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা, নোয়াখালী জেলা, বাকেরগঞ্জ (বরিশাল) জেলা ও পটুয়াখালী জেলার মোট ২৩ টি থানায় (টেকনাফ, কক্সবাজার, মহেশখালী, চকোরিয়া, কুতুবদিয়া, সন্দীপ, সীতাকুন্ড, মিরসরাই, সোনাগাজী, কোম্পানীগঞ্জ, সুধারাম, হাতিয়া, রামগতি, মনপুরা, দৌলতখান, লালমোহন, তজুমদ্দিন, চরফ্যাশন, গলাচিপা, কলাপাড়া, আমতলী, বরগুনা ও পাথরঘাটা) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কার্যক্রম শুরু হয়।

and Noakhali, distributed relief materials as much as possible and provided consolation to the people. In that time he felt the importance of institutionalizing disaster risk reduction.

Due to Bangabandhu's initiative, the people of the world were shocked to hear the news of ' Cyclone 1970'. The news of the loss of so many lives in a cyclone shook people's hearts. The world conscience was stunned even for a moment. Following the tragedy, the UN General Assembly convened a special session and unanimously assigned the League of Red Cross and Red Crescent Society to take effective measures to reduce the damage caused by the cyclone in the coastal areas of the then East Pakistan.

**Taking action on cyclone preparedness**

After the Bhola cyclone, several delegates from the League of Red Cross and Red Crescent Society came to the country to assist in relief and rehabilitation work. One of them, Mr. Clase Hagstroem, a Swedish citizen, came to Dhaka in September 1971 as a relief delegate and started cyclone preparedness activities.

Mr. Hagstroem interacted with people of all walks of life in the cyclone-hit areas of Patuakhali, Barishal and Bhola districts. After a two-month visit to the coastal region, Mr. Hagstroem outlined the 'Cyclone Preparedness Programme'.

**Primary Set-up**

Cyclone preparedness activities initially started in the then greater Chattogram, Noakhali, Bakerganj (Barishal) districts (in 23 thanas, named Teknaf, Cox's Bazar, Maheshkhali, Chakoria, Kutubdia, Sandeep, Sitakunda, Mirsarai, Sonagazi, Companiganj, Sudharam, Hatiya, Ramgati, Monpura, Doulotkhan, Lalmohan, Tajumuddin, Char Fashion, Galachipa, Kalapara, Amtali, Barguna and Patharghata)

By August 1972, a total of 19,270 volunteers from 1,927 units under 186 unions of 23 thanas were selected.

Wireless communication of Dhaka and regional offices has been established with all the coastal thanas to ensure a reliable and electrification system for early warning of cyclones. At the same time, wireless communication at the thana level was established with distant unions and isolated islands. A radio workshop was set up in Dhaka and two repair workshops were set up in Chattogram



১৯৭২ সালের আগস্ট মাসের মধ্যে ২৩ টি থানার ১৮৬ টি ইউনিয়নের আওতাধীন ১,৯২৭ টি ইউনিটের মোট ১৯,২৭০ জন স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন কাজ সম্পন্ন হয়।

ঘূর্ণিঝড়ের আগাম সতর্ক সংকেত প্রচারে নির্ভরযোগ্য ও তড়িৎ যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপকূলীয় সবকটি থানার সাথে ঢাকা ও আঞ্চলিক দপ্তরগুলোর বেতার যোগাযোগ স্থাপিত হয়। একই সাথে দূরবর্তী ইউনিয়ন ও বিচ্ছিন্ন দ্বীপসমূহের সাথে থানা পর্যায়ের বেতার যোগাযোগ স্থাপিত হয়। শতাধিক ওয়্যারলেস সেটসহ বিপুল পরিমান সাংকেতিক যন্ত্রাদি সর্বদা সচল রাখার জন্য ঢাকায় একটি রেডিও ওয়ার্কসপ এবং চট্টগ্রাম ও বরিশালে দুইটি সাংকেতিক যন্ত্রাদি মেরামত ওয়ার্কসপ স্থাপন করা হয়।

**মুজিব কিল্লা নির্মাণ**

১৯৭২ সালের ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনে হাতিয়ার মৌলভীর চরে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রথম কিল্লা নির্মাণের কাজ শুরু হয় এবং একমাস পর কিল্লা নির্মাণ সমাপ্ত হয়। ২০ এপ্রিল কিল্লাটির শুভ উদ্বোধন করা হয় এবং 'মুজিব কিল্লা' নামকরণ করা হয়।

উল্লেখ্য যে, মুজিব কিল্লার প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতার পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু উপকূলব্যাপী দুই শতাধিক কিল্লা নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ দেন। ঐ বরাদ্দের ভিত্তিতে ১৯৭৩-৭৪ সালে সিপিপি উপকূলের বিভিন্ন এলাকায় ১৩৭ টি মুজিব কিল্লা নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়।

**বঙ্গবন্ধুর হাতে সিপিপির দীর্ঘস্থায়িত্বের ব্যবস্থা**

লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষার্থে নিয়োজিত সিপিপির মতো একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সংগঠনের দীর্ঘ স্থায়িত্বের বিষয়টি যখন বঙ্গবন্ধুর কাছে উপস্থাপন করা হলো, তখনই তিনি উপলব্ধি করলেন যে, উপকূলবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী কোটি মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষার্থে যে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করছে, সে প্রতিষ্ঠানের বিদেশী কোন সংস্থার অনিশ্চিত আর্থিক সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল থাকা উচিৎ নয়।

১৯৭৩ সালের ২৮ জুলাই তারিখে বঙ্গবন্ধু এই মর্মে একটি যুগান্তকারী অনুমোদন দিলেন যে, সাইক্লোন প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রামের যাবতীয় খরচ বাংলাদেশ সরকার বহন করবে এবং এই প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটির যৌথ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হবে। কর্মসূচি পরিচালনার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুমোদনক্রমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে পলিসি কমিটি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে ইমপ্লিমেন্টেশন বোর্ড গঠিত হয়।

and Barishal to keep a large number of signaling devices with more than a hundred wireless sets in operation.

**Construction of Mujib Killa (Earthen Fort)**

On 17 March 1972, on the birthday of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the construction of the first earthen fort officially started at Maulvir Char of Hatiya and the construction was completed a month later. The fort was inaugurated on 20th April and was renamed as 'Mujib Killa'.

It may be mentioned that in view of the necessity and effectiveness of the fort, Bangabandhu allocated funds for the construction of more than two hundred forts along the coast. On the basis of that allocation, in 1973-74, the CPP completed the construction of 137 Mujib forts in different areas of the coast.

**Bangabandhu's approval confirmed CPP's sustainability**

In that period a question was raised about the sustainability of a much-needed organization like the CPP. When the matter was presented to Bangabandhu, he realized that the organization working to save the lives and property of millions of people living in the coastal areas should not be dependent on the uncertain financial support of any foreign organization.

On 28 July 1973, Bangabandhu in a groundbreaking proposal gave written approval to the effect that all costs of the Cyclone Preparedness Program would be borne by the Government of Bangladesh and the organization would be jointly managed by the Government of Bangladesh and the Bangladesh Red Cross Society.

With the approval of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, a policy committee headed by the Minister of Disaster Management and Relief was formed and an Implementation Board headed by the Secretary of the Ministry of Disaster Management and Relief was formed to conduct the program.

Mentionable that the said Policy Committee and Implementation Board was constituted with the approval of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and its sections and sub-sections were continuously included in the Standing Orders on Disaster.

উল্লেখ্য যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুমোদনক্রমে গঠিত উক্ত পলিসি কমিটি ও বাস্তবায়ন বোর্ড এবং এর ধারা ও উপধারাসমূহ পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলিতে সন্নিবেশিত হয়।

**বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্দীপ্তকরণ**

১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ওয়ারলেসের মাধ্যমে সিপিপির স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে কথা বলেন। তাদের মানবসেবায় উদ্দীপ্ত করেন, স্বেচ্ছাসেবার মূলমন্ত্র তাদের হৃদয়ে গেঁথে দেন। বেইলি রোডে অবস্থিত প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী কার্যালয়ে (রমনা পার্কের পূর্বদিকের গেইটটির সম্মুখে) সিপিপির সিঙ্গেল সাইড ব্যান্ড ওয়্যারলেস সেট স্থাপন করা হয়। অপর দিকে মাঠ পর্যায়ে সিপিপির সকল অফিসে ওয়্যারলেসের সাথে বড় বড় লাউড স্পিকার সংযোগ দেওয়া হয়। অফিসের সামনে উপস্থিত ছিল হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক। বঙ্গবন্ধু প্রায় ১০/১২ মিনিট স্বতঃস্ফূর্তভাবে বক্তব্য দেন। স্বেচ্ছাসেবকগণ এবং উপস্থিত লোকজন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে মহান নেতার অমীয় বাণী সরাসরি শোনেন। আজও অনেক প্রবীণ স্বেচ্ছাসেবকের কাছে বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণের স্মৃতিচারণ শোনা যায়। সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের কোন আর্থিক প্রতিদান ছাড়া বিনাস্বার্থে মানবসেবার ধারা দেখে মনে করা হয় যে, বঙ্গবন্ধুর সেই অনুপ্রেরণাই প্রজন্মান্তরে সিপিপির স্বেচ্ছাসেবকেরা আজও হৃদয়ে ধারণ করে চলেছে।

**উপসংহার**

প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ যাবৎকাল সিপিপি ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে এবং দেশ ও বিদেশে বহুল প্রশংসিত হয়েছে। ১৯৭০ সালে ঘূর্ণিঝড়ে প্রাণহানির সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ, এখন জীবনহানী নেমে এসেছে এক অঙ্কে।

সিপিপির ৫০ বছর পূর্তির এই সন্ধিক্ষণে এসে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ১৯৭৩ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ সরকারের কোষাগার থেকে সিপিপির স্থায়ী অর্থায়ন ও এটিকে সুদৃঢ় কাঠামোর উপর সুবিন্যস্ত করার যে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন, পরবর্তীতে তার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংগঠনটির উন্নয়ন ও বিস্তারে যে অবদান রেখেছেন, তারই ফসল আজকের এই টেকসই ও সক্ষম সিপিপি। বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ইতিহাসে সিপিপির আত্মপ্রকাশ এবং ক্রমবিকাশ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসাবে পরিগণিত হবে যুগযুগ ধরে।

স্বেচ্ছাসেবকেরাই সিপিপির শেষ কথা। কোন প্রকার লোভ লালসার বশবর্তী না হয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের এই অবারিত সেবার সম্পূর্ণটাই অকৃত্রিম তবে আত্মতৃপ্তিতে ভরা নিশ্চয়ই, যার মর্মার্থ শুধু স্বেচ্ছাসেবকেরাই উপলব্ধি করতে পারেন।

**Bangabandhu's Inspiration to the volunteers**

In 1973, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman spoke to CPP volunteers via wireless. Encouraged them in humanitarian work, embedded the motto of volunteerism in their hearts. The CPP's single-sided band wireless set was installed at the Prime Minister's temporary office on Bailey Road (opposite the east gate of Ramna Park). At the field level, all the offices of the CPP were connected to large loudspeakers with wireless. Thousands of volunteers were present in front of the office. Bangabandhu spoke spontaneously for about 10/12 minutes. The volunteers and the people present were mesmerized by the great leader's eloquent speech. Even today, many senior volunteers can be heard reminiscing about Bangabandhu's speech. Looking at the selfless service of CPP volunteers without any financial return, it is believed that the inspiration of Bangabandhu is still in the hearts of CPP volunteers for generations to come.

**Conclusion**

Since its inception, the CPP has gained wide popularity and has been widely acclaimed at home and abroad. The death toll from the cyclone in 1970 was one million, in 1991 it was one hundred and thirty-eight thousand, in Sidr in 2007 it was three thousand four hundred, in 2020 the number of deaths in the super cyclone Amphan was nine, meaning the death toll has now come down to single figure.

On the juncture of the 50th anniversary of the CPP, it can be said without hesitation that in 1973, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman made a landmark decision to provide sustainable funding to the CPP from the exchequer of the Government of Bangladesh and to streamline it. Later, his worthy daughter, Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina, has contributed to the development and expansion of the organization, the results of which are today's sustainable and capable CPP. The emergence and development of the CPP in the history of disaster management in Bangladesh will be considered as an example for centuries to come in the national and international arena

Volunteers are the last word in the CPP. This unrestricted service of the volunteers without any kind of benefits is completely genuine but full of self-satisfaction, the meaning of which can only be realized by the volunteers.





# ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির ৫০ বছরের যাত্রা এবং এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়

**ঘূর্ণিঝড় সহনীয়তা অর্জনের এক অনন্য নজির- ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি**

আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশ ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর জন্য এক 'রোল মডেল' হয়ে উঠেছে, যার অন্যতম প্রধান অবদান ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির (সিপিপি)। সিপিপির ৫০ বছরের সফল পথচলা এবং সময়ের সাথে খাপ খাইয়ে আরও এগিয়ে যাওয়ার কথা এই লেখায় তুলে ধরা হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর অন্তর্নিহিত শক্তি ব্যবহার করার মাধ্যমে তাদের সংগঠিত করে ঘূর্ণিঝড় হতে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করাই সিপিপির মূলমন্ত্র। স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও ক্ষমতায়নের দ্বারা ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকাগুলোর জনসমাজকে নিজে থেকে সাড়া দেওয়ায় সক্ষম করে সামাজিক অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলেছে সিপিপি। জনগণকে দুর্যোগ তথ্য ও জ্ঞান, আগাম প্রস্তুতি কৌশল জ্ঞাত করার মাধ্যমে দুর্যোগ সহনীয় দেশ ও সমাজ গঠনে সিপিপি আজ ৫০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সমগ্র বিশ্বে আজ বাংলাদেশ এক আদর্শ হিসেবে পরিগণিত, সেই সাফল্যের এক অন্যতম অংশীদার এই 'সিপিপি'।

**পটভূমি**

বাংলাদেশের বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থান প্রায় প্রতি বছর একে ঘূর্ণিঝড় এবং বন্যার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ করে রেখেছে। দেশটি প্রায়শই বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন: ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, খরা, টর্নেডো, নদীভাঙন, বজ্রপাত, ভূমিধস এবং ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগে দরিদ্র এবং সুবিধাবঞ্চিত মানুষের একটি বড় অংশের বিপদাপন্নতা বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য একটি গুরুতর চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

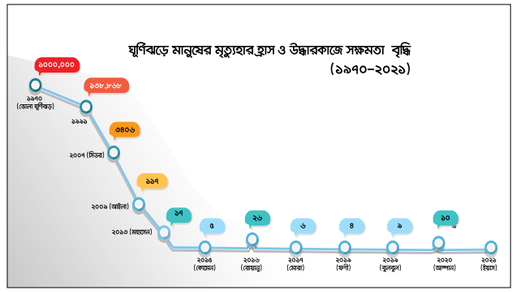


# Lessons from 50 Years of the Cyclone Preparedness Programme and the Way Forward

**A lesson of resilience – The Cyclone Preparedness Programme**

Since becoming an independent nation, Bangladesh has emerged as an international role model for hazard prone countries over the years. One of the major contributors to this journey has been the Cyclone Preparedness Programme (CPP). In this article, the lessons learned that have propelled the CPP to the forefront of global acclaim are discussed while highlighting the plans for the future in a rapidly evolving world.

What better way to create change than to inspire and foster positive change from within the vulnerable community, by and for the community itself. This is the core essence of the CPP, which is dedicated to reducing the losses of life and property from cyclones in Bangladesh by bringing out and organizing the strength of at-risk communities. By recruiting, training and equipping volunteers from the region's most vulnerable to cyclones, the CPP is able to mobilize the community itself in order to respond quickly to early warnings. This allows the CPP to achieve swift and efficient evacuations that significantly reduce the loss of life and property in the event of cyclones. Through its efforts in preparing and training the population in advance, the CPP is also able to nurture resilience that has now become a tradition and an inseparable and priceless social capital of the people of Bangladesh.

**Background**

Bangladesh lies in the north-eastern part of South Asia and is surrounded by India from three sides with a small part in the east bordering Myanmar and Bay of Bengal in the south. Approximately the area of the country is 147,570 sq. km. It is geographically a part of the Bengal Basin which occupies a remnant of the seaway that was closed some eight million years ago as the Indian Continental plateau drifted to Asia. Bangladesh's particular geo-physical location makes it susceptible to cyclones and flooding almost every year.

Bangladesh is among the most disaster prone countries of the world. The country is frequently hit by various natural disasters such as cyclones and associated storm-surges, floods, droughts, tornadoes, riverbank erosion and earthquakes

| সাল | নাম ও তারিখ | বাতাসের সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা) | জলোচ্ছ্বাসের সর্বোচ্চ উচ্চতা (মিটার) | মানুষের মৃত্যু | সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জেলাসমূহ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৯৬৫ | ১১ মে | ১৬১ | ৩.৭-৭.৬ | ১৯,২৭৯ | বরিশাল |
| ১৯৬৫ | ১৫ ডিসেম্বর | ২১৭ | ২.৪-৩.৬ | ৮৭৩ | কক্সবাজার |
| ১৯৬৬ | ১ অক্টোবর | ১৩৯ | ৬.০-৭.০ | ৮৫০ | নোয়াখালী |
| ১৯৭০ | ১২ নভেম্বর | ২২৪ | ৬.০-১০.০ | ১০,০০,০০০ | ভোলা |
| ১৯৮৫ | ২৫ মে | ১৫৪ | ৩-০-৪.৬ | ১১,০৬৯ | নোয়াখালী |
| ১৯৯১ | ২৯ এপ্রিল | ২২৫ | ৬.০-৭.৬ | ১,৩৮,৮৮২ | চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার |
| ১৯৯৭ | ১৯ মে | ২৩২ | ৩.১-৪.৬ | ১৫৫ | চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার |
| ২০০৭ | সিডর ১৫ নভেম্বর | ২২৩ | ৬ | ৩৩৬৩ | বাগেরহাট, বরগুনা, পিরোজপুর, পটুয়াখালী |
| ২০০৯ | আইলা ২৫ মে | ৯২ | ৬.৫ | ১৯০ | সাতক্ষীরা ও খুলনা |
| ২০১৩ | মহাসেন ১৬ মে | ৮৫ | ১.০-১.৫ | ১৭ | বরগুনা, ভোলা , পটুয়াখালী |
| ২০১৫ | কোমেন ৩০ জুলাই | ৮৫ | ১.৫ | ৭ | চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী, ফেণী, ভোলা |
| ২০১৬ | রোয়ানু ২১ মে | ১০০ | ২.৭ | ২৬ | চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বরগুনা, ভোলা , লক্মীপুর, নোয়াখালী, পটুয়াখালী |
| ২০১৭ | মোরা ২৮ মে | ১১০ | ১.২-১.৫ | ৫ | কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, সন্দ্বীপ |
| ২০১৯ | ফণি ২ মে | ২১৫ | ০.৫ | ৪ | খুলনা, বাগেরহাট, বরগুনা, পটুয়াখালী |
| ২০১৯ | বুলবুল ৯ নভেম্বর | ১৪০ | ১.৫ | ৯ | সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট |
| ২০২০ | আম্পান ১৮ মে | ২৪৯ | ৩.৪ | ১০ | খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, সাতক্ষীরা |

১ নং সারণীতে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘূর্ণিঝড় দেখানো হয়েছে। ভারত মহাসাগরে বায়ুমন্ডলীয় নিম্নচাপের কারণে সৃষ্ট মৌসুমী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের জন্য বাংলাদেশ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

and is also affected by anthropogenic disasters. In Bangladesh, as in most other developing countries, the vulnerability of a large section of poor and socially disadvantaged groups of people to natural hazards poses a serious challenge to development. In a multi-disaster-prone country, with a high population density, practically no natural hazard occurs without adversely affecting a large number of people and their assets.

| Year | Name/ Date | Maximum wind speed (km/hr) | Storm surge height (metres) | Number of dead | Main afflicted districts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 11-May | 161 | 3.7-7.6 | 19,279 | Barisal |
| 1965 | 15-Dec | 217 | 2.4 -3.6 | 873 | Cox's Bazar |
| 1966 | 01-Oct | 139 | 6.0-6.7 | 850 | Noakhali |
| 1970 | 12-Nov | 224 | 6.0-10.0 | 1,000,000 | Bhola |
| 1985 | 25-May | 154 | 3.0-4.6 | 11,069 | Noakhali |
| 1991 | 29-Apr | 225 | 6.0-7.6 | 138,882 | Cox's Bazar, Chittagong |
| 1997 | 19-May | 232 | 3.1-4.6 | 155 | Cox's Bazar, Chittagong |
| 2007 | Sidr 15-Nov | 223 | 6 | 3363 | Bagherhat, Barguna, Pirojpur, Patuakhali |
| 2009 | Aila 25-May | 92 | 6.5 | 190 | Satkhira, Khulna |
| 2013 | Mahasen 16-May | 85 | 1.0-1.5 | 17 | Barguna, Bhola, Patuakhali |
| 2015 | Komen 30-Jul | 85 | 0.91-1.5 | 7 | Cox's Bazar, Chittagong, Bandarban, Noakhali, Feni, Bhola |
| 2016 | Roanu 21-May | 100 | 2.7 | 26 | Cox's Bazar, Chittagong, Barguna, Bhola, Lakhshmipur, Noakhali, Patuakhali |
| 2017 | Mora 28-May | 110 | 1.2-1.5 | 05 | Cox's Bazar, Chittagong, Sandwip, Rangamati |
| 2019 | Fani 02-May | 215 | 0-0.5 | 04 | Bhola, Noakhali, Bagherhat, Barguna, Patuakhali, Lakhshmipur |
| 2019 | Bulbul 09-Nov | 140 | 0.5-1.5 | 09 | Satkhira, Khulna, Bagerhat |
| 2020 | Amphan 18-May | 249 | 3-5 | 10 | Khulna, Barishal, Patuakhali, Cox's Bazar, Noakhali, Sathkhira, |

Table 1 shows some of the more notable cyclones that have been recorded. Bangladesh is highly vulnerable to cyclone and storm surge seasonally



বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় এলাকা এবং সংলগ্ন অঞ্চলগুলিকে 'ফানেল' বা ভৌগোলিক 'মৃত্যুফাঁদ' বলা হয়। ঝড়ের কারণে বিশ্বব্যাপী মৃত্যুর প্রায় ৬০ শতাংশ ঘটেছে বঙ্গোপসাগর এবং আন্দামান সাগরের নিকটবর্তী দেশগুলির নিঁচু উপকূলীয় এলাকায়। আংশিকভাবে ফানেল আকৃতির উপকূলের কারণে বাংলাদেশ বছরে গড়ে দুই থেকে তিনবার বিভিন্ন তীব্রতার ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে। বঙ্গোপসাগরে সাধারণত ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয় এপ্রিল-মে এবং মধ্য-সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য-ডিসেম্বর পর্যন্ত।

**১৯৭০ এর ঘূর্ণিঝড় এবং ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় বঙ্গবন্ধুর দূরদৃষ্টি**

বাংলাদেশে সবচেয়ে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় আঘাত হেনেছিল ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর, যা 'ভোলা সাইক্লোন' নামে পরিচিত। এই ঘূর্ণিঝড়ে দশ লাখেরও বেশি মানুষ মারা গেছে। প্রায় ৯০% সামুদ্রিক জেলে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ঘূর্ণিঝড় প্রভাবিত অঞ্চলে কাজ করা প্রায় ৪৬,০০০ জেলে তাদের জীবন হারিয়েছে। প্রায় ৯,০০০ মাছ ধরার নৌকা ধ্বংস হয়েছে; সম্পত্তি এবং ফসলের ক্ষতি ছিল বিশাল। ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ের সর্বাধিক বাতাসের গতি রেকর্ড করা হয়েছিল প্রায় ২২৩ কিমি/ঘন্টা, এবং জলোচ্ছ্বাসের সর্বাধিক উচ্চতা ছিল প্রায় ১০ মিটার। তখন এ দেশ পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত ছিলো।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের স্বাধীনতার জন্য বাঙালি জাতিকে নিয়ে আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বাঙালির মুক্তির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী কাজে ব্যস্ত বঙ্গবন্ধু সেই মুহূর্তে কালবিলম্ব না করে দুর্গত মানুষের কাছে ছুটে যান। সে সময় বাংলার জনগণকে দুর্যোগ সম্পর্কে প্রস্তুত করার জন্য একটি পরিকল্পিত কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন, যা পরবর্তীতে প্রয়োগ করেছিলেন।

ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত এলাকা পরিদর্শনের পর বঙ্গবন্ধু ২৭ নভেম্বর ঢাকায় ফিরে এসে পাকিস্তান সরকারের চরম অবহেলায় ১০ লক্ষ বাঙালির মৃত্যু ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির কঠোর নিন্দা জানান। বঙ্গবন্ধু দাবি করেছিলেন যে, তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানি সরকারের বাঙালিদের প্রতি বিমাতাসূলভ আচরণ পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি নাগরিকের জীবন হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে। এটি তাঁর নির্বাচনী প্রচারণায় বিশেষ প্রভাব ফেলে। যার ফলে তিনি পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ এবং ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের জন্য উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করতে সক্ষম হন।

বঙ্গবন্ধুর পবিত্র হাতে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির যৌথ কর্মসূচি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন থেকে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে সিপিপি বাংলাদেশকে

generated by atmospheric depressions far out in the Indian Ocean. The coastal areas bordering the Bay of Bengal and the adjoining areas are often termed as a 'funnel' or a geographical 'death trap'. About 60 per cent of the global fatalities due to storm surges have occurred in the low-lying arable coastal areas of the countries bordering the Bay of Bengal and the Andaman Sea. Bangladesh is hit by cyclones of varying severity two to three times a year on an average, partly due to the funnel shaped coast. In the Bay of Bengal, cyclonic storms are generally formed in the months of April - May and mid-September to mid-December periods.

**The 1970 Cyclone and Bangabandhu's Vision of Cyclone Preparedness**

The deadliest cyclone that caused the highest number of casualties in Bangladesh was that of 12 November, 1970 known as the Bhola Cyclone. Over one million people died in this cyclone. Nearly 90% of the marine fishermen suffered heavy losses. It was estimated that some 46,000 inland fishermen operating in the cyclone-affected region lost their lives. Some 9,000 fishing boats were destroyed; the damage to property and crops was colossal. The maximum wind speed of the 1970 cyclone was about 223 km/hr, and the maximum storm surge height was about 10 metres. The cyclone occurred during high tide and this resulted in the huge surge height. At this point, the need for a comprehensive programme to prepare and protect the people of Bengal was felt most deeply, and articulated strongly by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman during his election campaign. At the time, Bangladesh did not exist and we were known as East Pakistan. We were ruled by the West Pakistani government who neglected to protect the people of Bengal properly, Bangabandhu pointed out.

Bangabandhu Sheikh Mujib was campaigning in the affected areas when the cyclone struck and he travelled extensively throughout the area during the two following weeks, issuing numerous condemnations of government neglect. When he returned to Dhaka on 27 November, he issued a major condemnation of the government which summarized his position. Bangabandhu proclaimed that the "criminal negligence" of the then West Pakistani government was to blame, and that the life of every citizen of East Pakistan was threatened. This went on to become a prominent symbol in his election campaign, allowing him to unite a nation against their oppressors and rally them to form the independent country of Bangladesh in 1971.

ঘূর্ণিঝড় সহনীয়তা অর্জনের দীর্ঘ পথে এগিয়ে নেয়।

**সহনীয়তা অর্জনের পথে**

সময়ের সাথে সাথে, সিপিপি সক্ষমতা ও সামর্থে এগিয়ে যেতে থাকে। পূর্বে বিপদগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর পক্ষে দুর্যোগ প্রস্তুতির চ্যালেঞ্জগুলি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব ছিল না, বিশেষতঃ তখন জনগণ বেশিরভাগই ঘূর্ণিঝড়ের সময় কী করতে হবে তা সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলো। অবকাঠামো, দুর্যোগ প্রতিরোধে ব্যবহৃত উপকরণ এবং আইনি কাঠামোর ব্যাপক ঘাটতি ছিল। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু ঘাটতি কাটিয়ে ওঠার প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই দেশ ও জাতির, কুচক্রীদের কারণে ১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু নির্মমভাবে সপরিবারে নিহত হওয়ার পরে সবকিছু স্থবির হয়ে যায়। দুই দশকের অধিক ধুসর সময় পার করে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার দেশের দায়িত্ব গ্রহণের পর দৃঢ় সংকল্প এবং অনন্য অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে সিপিপি দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই সহনীয়তা আনতে সক্ষম হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, এটি এমনভাবে দেখা যায় যে, সময়ের সাথে সাথে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় ঘূর্ণিঝড় থেকে মৃত্যুর হার এবং সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমান ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় অগ্রাধিকার প্রদানে প্রতিশ্রুতি ও আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া এটি সম্ভব ছিল না। বর্তমানে বাজেটের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস এবং সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ নাগরিকদের প্রস্তুতিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে ১৯৭০ সালে দুর্যোগ বিধ্বস্ত দেশ থেকে বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়ে এসেছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে দিক-নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (এনডিএমসি) গঠন করা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটি ও আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমন্বয় করছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার মধ্যে যথাযথ সমন্বয় বজায় রাখতে এবং জরুরি অবস্থার সময় তাদের কার্যকারিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি (এসওডি) ১৯৯৭ প্রণয়ন করা হয়। এসওডি প্রতিটি সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপরেখা দিয়েছে, বিশেষ করে স্বাভাবিক সময়ে, সতর্কতা

The Cyclone Preparedness Programme came into being as a joint programme of the Government of Bangladesh and the Bangladesh Red Crescent Society (BDRCS) in 1973. Since then, it has led Bangladesh on the long road of cyclone resilience. Bangladesh on the long road of cyclone resilience.

**The Road to Resilience**

With time, however, the CPP managed to grow in scope and success. Overcoming the challenges of preparing a massive vulnerable population was not an easy task, especially when there is weak governance and the population is mostly unaware of what to do during a cyclone - not to mention the infrastructural and legal frameworks which were non-existent. However, through determination and the unique participatory system that it introduced, the CPP was able to bring about a lasting, sustainable resilience. Indeed, this is seen in the way that the death rate from cyclones have fallen drastically as the number of CPP volunteers have risen with time.

This would not be possible without a wholehearted commitment from the Bangladesh government led by H.E. Sheikh Hasina to disaster risk management and disaster resilience. Dedicating a significant portion of its budget and attention to disaster risk reduction and the preparedness of its most vulnerable citizens, Bangladesh has come a long way from the disaster ravaged country it was in 1970. Battling through numerous challenges, the Cyclone Preparedness Programme was supported by increasingly improving governance, through the establishment of various governing bodies at the National, sub-national and local levels for disaster management. The apex body at the national level is National Disaster Management Council (NMDC) headed by the Prime Minister for formulation of policies and guidelines on disaster management. It is aided by a National Disaster Management Advisory Committee composed of disaster management specialists. The Inter-Ministerial Disaster Management Coordination Committees coordinates the disaster management activities of the government agencies; reviews and scrutinizes the disaster preparedness plans of different ministries and agencies. The government has also prepared the Standing Orders on Disaster (SoD) with the aim to maintain proper coordination among the concerned ministries and government agencies and ensure their proper functioning during emergencies. The SoD outlines the activities of each government agency for an efficient response, specifically during the normal



পর্যায়, পূর্বাভাস পর্যায়, দুর্যোগের সময় এবং পুনর্বাসন পর্যায়ে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন (২০১২) এর মাধ্যমে বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য একটি আইনি কাঠামো তৈরি হয়েছে। ২০১৯ সালে প্রকাশিত এসওডির সর্বশেষ সংস্করণ বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মান আরও উচ্চতর অবস্থানে নিয়ে গেছে, যা আন্তর্জাতিক মহলেও প্রশংসনীয় এবং অনুকরণীয় হয়ে উঠেছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়। এ মন্ত্রণালয় নীতি প্রণয়ন করে, পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও মানবিক সহায়তার সকল দিক সমন্বয় করে। এটি সরকার, আন্তর্জাতিক সংস্থা, এনজিও, কমিউনিটি গ্রুপ এবং অন্যান্যদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা এবং সহযোগিতা বৃদ্ধি করে। মন্ত্রণালয়ের আওতায় ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি কাজ করে। এটি তৃণমূল পর্যায়ের স্বেচ্ছাসেবকদের সরকারি ব্যবস্থাপনার সাথে সংযুক্ত করে।

বর্তমানে সিপিপি নিয়মিত জনবল ও স্বেচ্ছাসেবকের মাধ্যমে জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও ইউনিট (গ্রাম) পর্যায়ে জনগণের জন্য কাজ করছে। সিপিপি ৭টি জোনাল অফিস, ৪২টি উপজেলা অফিস, ৩৬৮টি ইউনিয়ন অফিস এবং উপকূলীয় এলাকার ১৩টি জেলার গ্রাম/ওয়ার্ডে ৩,৮০১টি স্থানীয় সিপিপি ইউনিটের মাধ্যমে জনসম্পৃক্ত দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় ন্যস্ত রয়েছে। সিপিপির উপকূলীয় এলাকা জুড়ে একটি বিস্তৃত অয়্যারলেস নেটওয়ার্ক রয়েছে, যার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রান্তিক এলাকায় উভয়মুখী সার্বক্ষণিক যোগাযোগ চালু রয়েছে। সিপিপির ৭৬,০২০ জন প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক, যাদের অর্ধেকই নারী, ঘূর্ণিঝড়ের কারণে জীবন ও সম্পদের ক্ষতি কমাতে সতর্ক বার্তা প্রচার, আশ্রয়, উদ্ধার, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং ত্রাণ সম্পর্কিত কার্যক্রমে নিঃস্বার্থভবে তাদের সেবা উৎসর্গ করে চলেছে।

**সিপিপি কীভাবে কাজ করে?**

এই কর্মসূচির মেরুদণ্ড হচ্ছে নিবেদিত প্রাণ প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবকগণ। বর্তমানে সিপিপির ৩৮০১টি ইউনিট রয়েছে, যার প্রত্যেকটিতে ১০ জন পুরুষ সদস্য এবং ১০ জন নারী সদস্য রয়েছে, নেতৃত্বে রয়েছে একজন করে টিম লিডার।

times, alert stages, warning stage, disaster and rehabilitation stage. The Disaster Management Act (2012) went even further in cementing a legal framework for disaster management in Bangladesh. With the latest reiteration of the SoD published in 2019, Bangladesh has set the standard even higher for its disaster governance framework.

The Ministry of Disaster Management and Relief (MoDMR) is the focal point of the government approach to disaster management in Bangladesh. It formulates policies, prepares plans and coordinates all aspects of disaster management and relief programmes. It maintains liaison with and fosters cooperation between all levels of government, international organizations, NGOs, community groups and others. It helps in the preparation of disaster action plans at local level, organizes public awareness campaigns and training on disaster preparedness; promotes local level risk reduction measures and develops post-disaster assistance strategies. The Cyclone Preparedness Programme functions under the purview of the Ministry. It connects the massive number of grassroot level volunteers to the well-planned governance framework that exists to manage disasters, making it a unique government entity that is also supported by the local volunteer wing of the Red Crescent movement, the BDRCS, and international partners.

Under the current administration, led by the Daughter of Bangabandhu, Prime Minister Sheikh Hasina, the CPP is flourishing. The CPP has shown its efficacy during cyclone Amphan in May 2020 when it faced the dual challenge of cyclone and COVID-19. Not only were the number of casualties from Cyclone Amphan in single digits, the CPP has also extended its expertise and organizing capacity to refugee camps and settlements of the Forcibly Displaced Myanmar Nationals (FDMN) in Cox's Bazar and Teknaf districts in order to foster resilience to the climatic hazards of the region.

Through its own expansive organogram, the CPP is able to provide support at district, upazila and union levels. CPP has 7 zonal offices, 42 upazila (sub-district) offices, 368 union offices and 3,801 local CPP units distributed throughout villages/ wards of 19 districts of the coastal area. CPP has an extensive wireless network along the coastal area through which various CPP offices of different levels communicate with one another at any time without disturbance. About 76,020 trained CPP volunteers, half of these being women, have

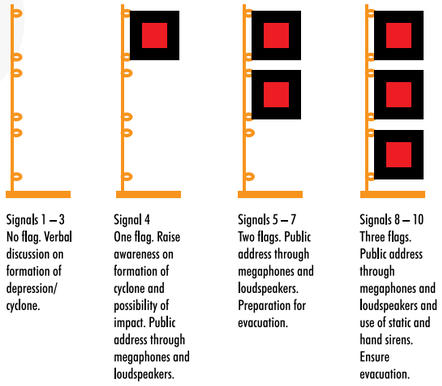


**চিত্র ১: আসন্ন বিপদের স্তরগুলো পতাকা দ্বারা সহজবোধ্য করা হয়**

প্রথম দায়িত্ব হিসেবে সিপিপি ইউনিটগুলো প্রাথমিক সাড়াদানকারী হিসেবে ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কতা সংকেত স্থানীয় জনগণের কাছে দ্রুততার সাথে ছড়িয়ে দেয় এবং এ সময়ে করণীয় ও বর্জনীয় সম্বন্ধে বিপদাপন্ন মানুষকে অবহিত করে।

সিপিপির দ্বিতীয় মূল কার্যক্রম শুরু হয় বিপদাপন্ন জনগণকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ জারির পর। স্বেচ্ছাসেবকরা মানুষকে নিরাপদ আশ্রয় নিতে উদ্বুদ্ধ করে এবং প্রয়োজনে সহায়তা করে। তারা বিপদাপন্ন মানুষ বিশেষ করে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বয়স্ক মানুষ, গর্ভবতী মা, শিশু এবং মহিলাদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সাহায্য করে।

ঘূর্ণিঝড় ভূমিতে আঘাত হানার পর স্বেচ্ছাসেবক দলের পরবর্তী কাজ হয় দুর্যোগে আটকে পড়া মানুষের সন্ধান ও উদ্ধার করা। সার্চ অ্যান্ড রেসকিউয়ে প্রশিক্ষিত সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের একটি দল আছে। তারা সন্ধান ও উদ্ধার (সার্চ এন্ড রেসকিউ) কাজে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত।

প্রাথমিক চিকিৎসা সহায়তা প্রদান- এটি সিপিপির চতুর্থ মূল কার্যক্রম। প্রাথমিক চিকিৎসায় প্রশিক্ষিত সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের একটি দল আছে, যারা দুর্যোগকালে আহতদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করে। তারা কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস (এআর) এবং কার্ডিওপালমোনারি রিসাসিটেশন (সিপিআর), রক্তপাত নিয়ন্ত্রণ, ক্ষত ড্রেসিং; অজ্ঞান, বিষে আক্রান্ত, পুড়ে যাওয়া, বৈদ্যুতিকভাবে আহত, জ্বর, হাড় ভাঙা ব্যক্তি এবং আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান এবং গুরুতর অসুস্থদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। দুর্যোগের পরে সিপিপির এই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রাথমিক চিকিৎসা দলের স্বেচ্ছাসেবকগণ আহত ব্যক্তিদের জীবন রক্ষায় dedicated their service to activities related to warning, shelter, rescue, first aid and relief in order to reduce the loss of lives and wealth due to cyclones.

**How does the CPP work?**

In order to meet the challenges of cyclones, the government has gone beyond the traditional approach to combat and stress on forewarning systems and community-based approach with involvement of local government.

The backbone of the Programme is its robust network of volunteers. There are 3,801 units, each consisting of 10 male members and 10 female members headed by a Team Leader. There are a total of over 76,000 volunteers currently, with the numbers rising over time. The Unit teams are the front line for the warning system. The mandate is to disseminate the cyclone warning signals to the villagers and to assist in evacuation. The teams are equipped with basic warning equipment, such as, hand siren, megaphone and one transistor radio to receive meteorological information and cyclone warning signal bulletin transmitted on air by Radio Bangladesh.

The most important core function of the CPP involves early warning dissemination, which is done through the use of signal flags that allow responders and the community to be alerted to the oncoming danger level and act accordingly.

The second core activity of the CPP begins following the orders from the authorities to evacuate. The volunteers evacuate the people and assist them to take shelter. They help the vulnerable people especially persons with disability, elderly people, expectant mothers, children and women.

Following landfall, cyclones usually cause different levels of devastation. Some unfortunate people are caught in the wreckage despite the efforts of the volunteer teams and need to be rescued. The third core function of the CPP is to search for and rescue survivors who are trapped and unable to seek shelter due to inaccessibility or injury or both. There is a group of trained Rescue CPP volunteers. They are well trained in search and rescue (SAR), especially conducting surveys, using stretchers, ladders, raft making, river/sea safety etc.

This brings us to the 4th core activity of the CPP – providing first aid support. There is a group of trained first aid CPP volunteers who provide first aid to those who have been injured. They are trained





গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

দুর্যোগকালে এবং দুর্যোগের পরপর মানবিক সহায়তা কাজে সিপিপি স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা দিয়ে থাকে।

সিপিপির প্রতিটি ইউনিট দুই থেকে তিন হাজার জনসংখ্যার একটি বা দুটি গ্রামকে সেবা দেয়। প্রতিটি ইউনিটে নারী-পুরুষ সমতায় বিশ জন করে স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে।

স্বাভাবিক সময়ে স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও মাঠ মহড়া পরিচালনা করা হয়। সিপিপি বর্তমানে মোট ১৪৬টি রেডিও স্টেশন পরিচালনা করছে। যার মধ্যে ৬৪টি স্টেশন উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় বিডিআরসিএস কর্তৃক নির্মিত সাইক্লোন শেল্টারসমূহে স্থাপিত। এই সমস্ত রেডিও স্টেশনগুলি স্টোরেজ ব্যাটারিসহ সৌর প্যানেল দ্বারা চালিত। এখন ২৬টি স্টেশন আছে, যেখানে এইচএফ এবং ভিএইচএফ রেডিও ট্রান্সসিভার উভয়ই কাজ করছে এবং ১০টি স্টেশন আছে যেখানে শুধুমাত্র এইচএফ রেডিও ট্রান্সসিভার কাজ করছে। বেতার বার্তা আদান প্রদান কাজে এখানে ১০৪টি ভিএইচএফ রেডিও ট্রান্সসিভার স্টেশন চালু আছে এবং ৪২টি এইচএফ রেডিও ট্রান্সসিভার বর্তমানে কাজ করছে।

**একটি অসাধারণ যাত্রা: সহনীয়তা অর্জন ও ঘূর্ণিঝড়ে মৃত্যুর হার হ্রাস**

কয়েক দশক ধরে ঘূর্ণিঝড়ে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার দিক দিয়ে বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। গত এক দশকে ঘূর্ণিঝড়ের মৃত্যুর হার যথেষ্ট কম ছিল, যার অধিকাংশই এক বা দুই অংকে। এই পরিবর্তনগুলি বাংলাদেশে দুর্যোগ সহনশীলতার 'মাইল স্টোন' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ক্রমান্বয়ে স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা বৃদ্ধি, দুর্যোগকালে সেবাদান ও কর্মপরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে এটি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। সারণী ২ এ দেখানো

in artificial respiration (AR) and cardiopulmonary resuscitation (CPR), control of bleeding, dressing of wounds; taking care of fainted, poisoned, burnt, electrically injured, fevered, bone fractured persons and the transportation of injured victims to hospitals. In the aftermath of disaster, these trained first aid responders of the CPP often mean the difference between life and death for injured people. The Cyclone Preparedness Programme is organized in 365 Unions of 42 Upazilas divided into 3801 units. Each unit serves one or two villages with a population size of two to three thousand, twenty volunteers are taken in each unit with the support of the villagers. According to the volunteer guideline of the Programme, fulfilment of several criteria by a person makes them eligible to be a volunteer of the Programme.

The activities of the volunteers are supported by full time Assistant Directors based in different Upazilas. Each Upazila has an office equipped with a transceiver radio. Prior to the cyclone seasons, the Assistant Directors conduct training for the Volunteers. The work of Upazila offices are assisted and supervised by the seven Zonal Deputy Directors. Each Zone has a permanent office situated at the district level. They maintain depression tracking in each unit.

The Cyclone Preparedness Programme operates an extensive network of Radio Communications facilities, in the coastal areas, linked to its Headquarters in Dhaka. During the visit of the research team to the HQs, the effectiveness of receiving forewarning messages and tracking of cyclones up to the Thana level was demonstrated. The purpose of this network is exclusively for disaster management tasks. The network consists of a combination of High Frequency (HF) and Very High Frequency (VHF) radios, which covers most of the high-risk cyclone areas.

The HF transceivers (Field Stations) of the CPP have been in operation from 1972 and the VHF (Field Sub-station) since 1990. By the end of 1995, the telecommunication network covered almost 80 per cent of the estimated needs of the coastal belt. During and after the cyclone of April 1991, the HF and VHF transceivers were the only means of communication from the coastal belt of Bangladesh and proved their effectiveness before, during and after the cyclone. The network has been an important asset for the post-cyclone relief operation to enable rapid collection of essential information from the affected areas and to transmit operational directives to the relief teams.

সংখ্যা থেকে তা চিত্র ৩ এ দেখানো হয়েছে।

| সাল | ঘূর্ণিঝড়ে মৃত্যু | সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১৯৭০ | ১০,০০,০০০ | ০ |
| ১৯৯১ | ১৩৮,৮৮২ | ২০০০০ |
| ২০০৭ | ৩৩৬৩ | ৩০০০০ |
| ২০০৯ | ১৯০ | ৩৫০০০ |
| ২০১৩ | ১৭ | ৫০০০০ |
| ২০১৫ | ৭ | ৫৪০০০ |
| ২০১৬ | ২৬ | ৫৫০০০ |
| ২০১৭ | ৫ | ৫৫০০০ |
| ২০১৯ | ৪ | ৫৬০০০ |
| ২০১৯ | ৯ | ৫৬৫০০ |
| ২০২০ | ১০ | ৭৬০০০ |

**সারণি ২: সাইক্লোনে হতাহত বনাম সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক সংখ্যা**

সরকারের সুশাসন ও ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ, আইনী ও নীতি কাঠামো, উন্নত অবকাঠামো নির্মাণ এবং সিপিপির অংশগ্রহণমূলক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমের কারণে ঘূর্ণিঝড়ে মৃত্যুর সংখ্যা হাসের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে এই আশ্চর্যজনক সফলতা অর্জন করেছে। স্বেচ্ছাসেবকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কমিউনিটিভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক সেবা পদ্ধতি ব্যবহার করে সিপিপি বাংলাদেশকে দুর্যোগ প্রতিরোধের নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। এটি কেবল কমিউনিটি নয়, সিপিপির সকল কার্যক্রমে সকল অংশীদারদের ধারাবাহিক অংশগ্রহণ এবং সমর্থন ছাড়া সম্ভব নয়।

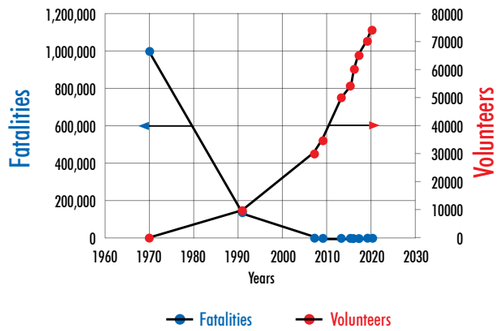


ঘূর্ণিঝড় সতর্কবার্তা দেওয়া হলে কী করা উচিত সে সম্পর্কে মানুষ এখন সচেতন। সিপিপির এই মূল কার্যক্রম মানুষের জীবন বাঁচাতে ব্যাপকভাবে অবদান রেখেছে এবং বাংলাদেশকে ঘূর্ণিঝড় সহনশীল করে তুলেছে। এই অগ্রসর হওয়ার পথে যথেষ্ট চ্যালেঞ্জ ছিল, যা সিপিপি অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে।

**প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ**

আবহমান কাল থেকে বাংলাদেশ নিয়মিত ঘূর্ণিঝড়ের সম্মুখীন হয়। ঘূর্ণিঝড়ের ফ্রিকোয়েন্সি এবং তীব্রতার ধরণ এমন যে,

CPP is now operating a total of 146 Radio stations, out of which, 64 stations are located in cyclone shelters, built by the BDRCS, in the high-risk cyclone prone areas. Almost all these Radio stations are powered by solar panels with storage batteries. There are now 26 stations where both HF and VHF Radio transceivers are operating, and there are 10 stations where only HF Radio transceivers are operating. There are 104 VHF Radio transceivers station operational, and 42 HF Radio transceivers currently functional.

**A Remarkable Journey: Rise of resilience and the fall of deaths from cyclones**

Over the course of the past decades, Bangladesh has come a long way as a land of vulnerability and widespread devastation due to cyclones. From the death rates of hundreds of thousands of people in the 1970 Bhola cyclone and the 1991 cyclone, the death rates of cyclones in the past decade have been considerably lower, with most of them in the single or double digits. These changes have established themselves as a turning point in the discourse surrounding disaster resilience in Bangladesh. This has been achieved through the successful implementation of the CPP by the growing number of volunteers, as demonstrated in Figure 1, from estimated numbers shown in

| Year | Casualties from Cyclones | No. of Volunteers (approx.) |
|---|---|---|
| 1970 | 1,000,000 | 0 |
| 1991 | 138,882 | 20,000 |
| 2007 | 3363 | 30000 |
| 2009 | 190 | 35000 |
| 2013 | 17 | 50000 |
| 2015 | 7 | 54000 |
| 2016 | 26 | 55000 |
| 2017 | 5 | 56000 |
| 2019 | 4 | 56000 |
| 2019 | 9 | 56500 |
| 2020 | 10 | 76000 |

Table 2: Cyclone Casualties vs Number of CPP Volunteers (approx.)

It can be seen that over the years, particularly due to good governance, a growing volunteer base, improved operational infrastructure, the dedicated support from the government, and the community-based participatory model employed by the CPP, the fall of the number of deaths from cyclones has been an amazing achievement for Bangladesh. By utilizing the community-based approach through improving the capacity of the volunteers, and by constantly striving for growth, the CPP has been able to take Bangladesh to new heights of disaster resilience. This could not be possible without the consistent involvement and support of not only the community but also all the partners of CPP.



বাংলাদেশ একটি ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলা করে পুনর্বাসন/পুনর্গঠন করতে করতেই আরেকটি ঘূর্ণিঝড়ের সম্মুখীন হয়। বাংলাদেশ ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক থেকে একটি ব-দ্বীপ। এর ফলে ঘূর্ণিঝড় এবং তার সাথে জলোচ্ছ্বাস বিস্তৃত এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত করে।

৭০-এর দশকে যুদ্ধ বিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে পর্যুদস্ত ছিলো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রারম্ভিকভাবে আশ্রয়কেন্দ্র ও মুজিব কিল্লা তৈরি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যুর পর এবং পরবর্তী রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সময় সিপিপির সেবামূলক কার্যক্রম ও অগ্রগতি ভীষণভাবে বাধাগ্রস্ত হয়।

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, দুর্যোগ প্রস্তুতি ও প্রতিরোধের জ্ঞানের অভাবের কারণে বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলে এটি প্রথমদিকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা খুব কঠিন কাজ ছিল। ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতির উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবন ছাড়া বিপদাপন্ন সকলকে এর আওতায় আনা সহজ ছিল না।

আরেকটি বিষয় দুর্যোগ সম্পর্কিত তথ্য এবং প্রাথমিক সতর্কীকরণ প্রচারের ক্ষেত্রে তখন অনেক দুর্বলতা ছিল। যেহেতু, উপকূলীয় অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ পড়তে বা লিখতে জানতো না, তাই সহজেই বোধগম্য প্রতীক ও সংকেতের ব্যবহার প্রয়োজন ছিল।

ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলা ও সাড়া প্রদানে বাংলাদেশের আরেকটি চ্যালেঞ্জ ছিল কোন নির্দিষ্ট নির্দেশিকা বা স্থায়ী আদেশাবলি ছিল না, এমনকি কোন আইনি কাঠামোও ছিল না। এর অর্থ হল যে, প্রস্তুতি ও সাড়াপ্রদান কার্যক্রম কাঠামোবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল ছিল না।

উল্লিখিত চ্যালেঞ্জগুলি ছাড়াও, এমন কোনো জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক নেটওয়ার্ক ছিল না যা নিঃস্বার্থভাবে বাংলাদেশের জনগণকে দুর্যোগকালে বিপর্যয়ের চরম সন্ধিক্ষণে একত্রিত করে সমাজবদ্ধ উপায়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

**প্রধান অর্জনসমূহ**

সময়ের পরিক্রমায় সিপিপি তার মানবসেবা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এটি স্পষ্ট যে, দেশের শাসন ব্যবস্থা ও জনবান্ধব নীতি এ সেবার জন্য একান্ত অপরিহার্য। ১৯৭৫ এর পর থেকে থেকে ৯০ এর দশকের গোড়ার দিকে এ সেবাকার্যক্রমের অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। যার প্রমাণ ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে বিপুল প্রাণহানি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রথমবার দেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশে প্রথম দুর্যোগ সংক্রান্ত স্থায়ী আদেশাবলি প্রণীত হয়। এটি ২০১৯ সালে পুনরায় সংশোধিত এবং পুনঃপ্রকাশ করা হয়। ২০১২ সালে বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন

**Major challenges**

One of the major challenges for Bangladesh is the climatic conditions to which it is faced. Located in a cyclone prone region, Bangladesh experiences regular annual cyclones. The frequency and intensity of cyclones means that the coastal areas of Bangladesh often have not recovered from one cyclone to adequately face the next one. Our geographic location, and the fact that we are a deltaic country, means that cyclones and accompanying storm surges affect an expansive area and a large population of people- which is a massive strain on resources for a country like ours.

In the 1970s, the newly independent Bangladesh faced many shortages. In his election campaign, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman made it a priority to create cyclone shelters and build cyclone resilience in Bangladesh. However, after his tragic death and during the ensuing years of political instability, the growth of the CPP was slow.

The large and growing population of Bangladesh, especially in the coastal regions, initially was very difficult to properly manage. Cyclone preparedness initiatives could not cover all the households without significant innovation.

The relative low rate of education in the marginal areas was another factor that needed

চূড়ান্ত করা হয়। এর ফলে বাংলাদেশ একটি চূড়ান্ত আইনি কাঠামো পেয়েছিল যা ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, অগ্নিকান্ড, ভূমিকম্পের মতো দুর্যোগ মোকাবিলায় সমস্ত পদক্ষেপের রূপরেখা প্রদান করে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সমস্ত কার্যক্রমকে সমন্বিত, লক্ষ্যভিত্তিক এবং শক্তিশালী করার লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, বাংলাদেশ এখন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইনি ও নীতিগত কাঠামো প্রণয়নে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে একটি আদর্শ।

সিপিপি বিপদাপন্ন এলাকায় ব্যাপক জনসচেতনতা নিশ্চিত করার জন্য অবিরত কাজ করেছে, যার ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বেচ্ছাসেবায় উৎসাহিত ক'রে সিপিপি ঘূর্ণিঝড় হুমকির মোকাবিলা এবং যথাযথভাবে কাটিয়ে ওঠার জন্য বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের ক্ষমতায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এটি একটি সামাজিক মূলধন, যা আর্থিক মূল্যে গণনা করা কঠিন। এর মাধ্যমে সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার (সিবিডিআরএম) একটি সফল উদাহরণ বাংলাদেশে সফলভাবে কার্যকর করা হয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারী ক্ষমতায়নে সিপিপি অগ্রপথিক। সিপিপির মাধ্যমে বলপূর্বক বাস্তচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের ক্যাম্পসমূহে জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা পদ্ধতি কার্যকর ক'রে বাংলাদেশ আরেকটি নজির সৃষ্টি করেছে।

## সিপিপির ৫০ বছরের যাত্রা যা শিখিয়েছে

**স্বেচ্ছাসেবার শক্তি:**
ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি প্রমান করেছে যে, স্বেচ্ছাসেবার মধ্যে অগাধ শক্তি নিহিত রয়েছে। এটি একটি দেশের জন্য সহনশীলতার মেরুদণ্ড হয়ে উঠতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার ক'রে স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা সামাজিক অংশগ্রহণমূলক দুর্যোগ মোকাবিলা এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে বাংলাদেশ বিশ্বে রোল মডেল হয়েছে।

**অবকাঠামো এবং সংগঠনের গুরুত্ব:**
দুর্যোগ প্রস্তুতি, প্রশমন ও মোকাবিলায় টেকসই উন্নয়নে অবকাঠামোর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সহনশীলতা তৈরিতে একটি শক্ত সাংগঠনিক কাঠামো একান্ত দরকার। বিভিন্ন দুর্যোগকালে যেসব অবকাঠামো ব্যবহার করা হয়েছিল সেগুলো যথাযথভাবে ব্যবহার করার ফলে স্বেচ্ছাসেবকগণ গত ৫০ বছরে সিপিপিকে যতটা এগিয়ে নিতে পেরেছে, অবকাঠামো না হলে ততোটা এগিয়ে যেতে পারতো না।

to be considered in risk communication and early warning dissemination. As the majority of people in coastal regions did not know how to read or write, the use of easily understandable symbols and signals was necessary.

There was also very low public awareness regarding cyclones and what to do. Even if the government received an early warning of a cyclone approaching, the response from the public after risk dissemination would not be as expected due to their low awareness. This would mean that many people would not evacuate to shelters or take the necessary steps, such as returning from the ocean or seeking higher ground.

In addition to the already mentioned challenges, there was no national volunteer network that would allow the people of Bangladesh to come together as a community and unite against disaster. This meant that the people themselves were powerless in the face of cyclones, without the training, knowledge or equipment necessary to save themselves.

**Major victories**
Over the course of time, as the CPP continued its functions, it slowly became apparent that there was a strong need for adequate governance that would allow for better preparedness to cyclones. This need for improved disaster governance was strongly felt following the 1991 cyclone, which took 138,000 lives. Then in 1997 the Standing Orders on Disaster in Bangladesh was first published. It was revised and republished again with the most recent publication in 2019. In 2012 the Disaster Management Act of Bangladesh was finalized and Bangladesh finally received a legal framework that outlined all the steps in responding to disasters such as cyclones, floods, fires, earthquakes among others. The Disaster Management Act was enacted in order to make all the activities surrounding disaster management coordinated, target-oriented and strengthened in order to provide necessary regulations towards a resilient governance mechanism. As a result, Bangladesh is now a model to the international community in the disaster management governance sector.

The CPP has worked tirelessly to ensure widespread public awareness in its catchment areas, resulting in resilient communities that know what to do when they receive early warning of an impending cyclone. By encouraging communities to lead themselves through volunteerism, the CPP has been instrumental in developing the unique





**যথাযথ প্রশিক্ষণ, জ্ঞান এবং সরঞ্জাম একটি কমিউনিটির স্বনির্ভর হওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে:**
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সরকারের বিনিয়োগ বৃদ্ধির অংশ হিসেবে সিপিপির আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলে জনগণকে প্রস্তুত করার জন্য সঠিক জ্ঞান এবং সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে।

**দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সুশাসন এবং আইনি কাঠামোর গুরুত্ব:**
দৃঢ় দুর্যোগ আইনি কাঠামো এবং সুশাসন থাকলে সমস্ত প্রায়োগিক পরিকল্পনা ভালো কাজ করে। বাংলাদেশের দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন এবং অন্যান্য নীতি কাঠামো কার্যকর করায় বিভিন্ন পদক্ষেপগুলো সফল হচ্ছে।

**স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে ক্ষমতায়নের পথ:**
নিজস্ব কমিউনিটির মধ্যে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদেরকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পথিকৃৎ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যা তাদের সামাজিক স্বীকৃতি এবং অবস্থান উন্নত করতে সাহায্য করে। এর ফলে স্বেচ্ছাসেবার মনোভাব বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি মানুষের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায় এবং বৃহত্তর সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটে।

**নারীর ক্ষমতায়ন দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যায়:**
সমাজের একটি নির্দিষ্ট অংশের ঝুঁকি কমাতে তাদের সামষ্টিক অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঘূর্ণিঝড়সহ অন্যান্য দুর্যোগে নারীরা অধিক বিপদাপন্ন। সাড়াদানেও নারীদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত কম ছিল। সিপিপির নারী ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী স্বেচ্ছাসেবকগণ সংখ্যায়, অংশগ্রহণে ও গুণগত মানে এগিয়ে যাচ্ছে। তারা সমাজের নারীদের মাঝে আগাম সতর্কবার্তা এবং দুর্যোগ তথ্য পৌঁছে দিয়ে পুরো ব্যবস্থাপনাকেই নারীবান্ধব করে তুলেছেন।

**সিপিপির কার্যক্রম অনুসরণযোগ্য:**
সিপিপি অংশগ্রহণমূলক ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় একটি **'আদর্শ মডেল'**। সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকগণ পারিশ্রমিক ছাড়াই তাদের কমিউনিটিতে দুর্যোগকালে নিঃস্বার্থভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে। সিপিপির নিবেদিতপ্রাণ ৭৬,০০০ এরও অধিক প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক মানবসেবার নজীর সৃষ্টি ক'রে সিপিপিকে একটি অনন্য অবস্থানে নিয়ে গেছেন। এই মডেলটি অন্যান্য যে কোন স্থানে বা যে কোন উদ্দেশ্যে অনুসরণ বা অনুকরণ করা যায়।

capacity amongst the people of the coastal areas of Bangladesh to respond to and properly overcome the threats imposed by cyclones. This is a social capital that is difficult to calculate in terms of monetary worth, and a major example of community-based disaster risk management (CBDRM) executed successfully in Bangladesh.

In 2021, the CPP has more than 76,000 volunteers in 3,801 units across the coastal belt. These are upstanding citizens who have volunteered to receive training so that they can support their communities to prepare for and respond to cyclones. They are all dedicated to their communities, and form the beating heart of the CPP. These invaluable volunteers are an asset to the nation, and they inspire the CPP to dream bigger, to dream about a completely disaster resilient Bangladesh through volunteerism and community mobilization managed through institutional structures.

Among the major victories, Women Empowerment and FDMN Camp Response is mentioned under their own headings. In short, the CPP is the gateway of women empowerment in Disaster Risk Management of Bangladesh. Through the Refugee Camp Response, the core activities of the CPP have been shown to be replicable and scalable in almost any community and successful towards creating disaster resilience.

## Lessons Learned

**Strength in volunteerism**
The cyclone preparedness program showed that there is immense strength in volunteerism. It can even become the backbone of resilience for a country which is not significantly technologically or economically advanced. Indeed, through utilizing its own resources, even a country with "a history of mismanagement" can become the role model of resilience and climate change adaptation.

.

**Importance of infrastructure and organization**
Through the journey of the CPP, we can glean the necessity of reliable infrastructure and a solid organizational framework to create resilience that works. Without proper organization of volunteers using the infrastructure that was available, the CPP could not have come as far as it has in the last 50 years. Through the institutional chain of command that allows for swift information dissemination, the CPP is able to mobilize quickly and efficiently in order to save lives.

## সিপিপিতে নারীর ক্ষমতায়ন

### তিনটি মাত্রাবিশিষ্ট

সিপিপি নারীদেরকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কাজে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়েছে। প্রাথমিকভাবে অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য নারীদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছে। এই পরিবর্তন তিন মাত্রাবিশিষ্টঃ-

নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণে উৎসাহিত করার মাধ্যমে সিপিপি নারী স্বেচ্ছাসেবকদের সমতায়ন ও ক্ষমতায়নে গুরুত্ব আরোপ করে। এরপরে অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব বিকাশের দিকে মনোনিবেশ করে।

চিত্র: (WE-CPP) এর তিনটি মাত্রা

### পূর্বে এবং এখন

অতীতে দুর্যোগকালে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী আশ্রয়কেন্দ্রে আসত না, পুরুষরা বাড়ির প্রতিরক্ষা বা সুরক্ষার জন্য তাদের রেখে আসতো। কারণ একটি ব্যাপক ধারণা ছিল যে মহিলাদের জনাকীর্ণ এলাকায় যাওয়া যাবে না, কারণ এতে পরিবারের সম্মান বা ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে। অধিকাংশ মহিলাই ছিল অর্ধ শিক্ষিত ও গৃহিনী, শিশু ও প্রবীণদের দায়িত্বে নিয়োজিত এবং সাংস্কৃতিক ও সামাজিকভাবে ছিল বিচ্ছিন্ন। ১৯৭০ সালে ভয়ংকর প্রলয়ংকরী 'ভোলো সাইক্লোন' এ বাংলাদেশে আনুমানিক ১০ লক্ষের অধিক মানুষ মারা গিয়েছিল, সেই ঝড়ে ১ জন পুরুষের বিপরীতে ১৪ জন নারী ক্ষতির শিকার হয়েছিল।

সেই প্রেক্ষাপটে পরিবর্তনের সূচনায় সিপিপি নিম্নবর্ণিত লক্ষ্য নির্ধারণ করে:

**স্বল্প মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য লক্ষ্য:**

১। সিপিপির স্বেচ্ছাসেবক কাঠামোতে নারী-পুরুষ সমতা আনয়ন;

২। ঘুর্ণিঝড় মোকাবিলার সকল পর্যায়ে নারী স্বেচ্ছাসেবকগণের সমভাবে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা;

**Ability of a community to be self-sufficient, if given the knowledge and tools**

The CPP remains an eternal lesson showing us the indomitable desire and ability of a community to be self-sufficient, provided the right knowledge and tools to support itself. Through the community-based disaster risk management approach that the CPP has applied, communities throughout the coastal areas have benefitted from being able to support themselves, and receiving support from their own neighbours in times of disaster. Not only does this increase communal bonding, it also leads to greater social cohesion and adds to social capital, which, in turn, increases resilience.

**Significance of good governance and legal framework in disaster management**

Infrastructure, organization and volunteerism all help, but the importance of good disaster governance and legally binding frameworks cannot be understated. With the recent strides seen in the SoD, Disaster Management Act (2012) and other legal frameworks, the CPP is able to function even better as there is more awareness among different stakeholders.

**Pathway to empowerment through volunteerism**

CPP volunteers are regarded as empowered within their own communities, which helps them improve their social recognition and standing. The act of volunteering for their community is recognized and sets them apart, which helps them to develop themselves further in other ways, such as representing their communities and being more confident.

**The CPP just works- and it is replicable**

The CPP is a model of cyclone resilience through participatory community action, there is no doubt about it. It works because the invaluable volunteers work tirelessly (with NO PAY) to support their communities. What makes CPP even more powerful, is the fact that it can be passed on and replicated- which is proven by how CPP Camp Volunteers were able to respond to cyclone Amphan in 2020. The lessons learned from CPP and the expertise gained through decades of preparing and responding to cyclones, not to mention the social immense capital of over 76,000 trained volunteers, make the CPP an indomitable system that forms the very heart



৩। দুর্যোগ মোকাবিলার চ্যালেঞ্জিং কাজে অংশগ্রহণের জন্য নারী স্বেচ্ছাসেবকগণের প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা

৪। তাদেরকে যথাযথ উপকরণ সরবরাহ করা;

৫। আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে তাদের কার্যকর ও নেতৃত্বসুলভ ভূমিকা রাখার ব্যবস্থা করা;

৬। দুর্যোগে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ মানুষ, বিশেষ করে প্রতিবন্ধী, প্রবীণ, শিশু, প্রসূতি মহিলাদের চিহ্নিত করণ ও আশ্রয়কেন্দ্রে আনায়নে নারী স্বেচ্ছাসেবকগণের অগ্রণী ভূমিকা পালনের ব্যবস্থাকরণ।

**মধ্য মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য লক্ষ্য:**

১। স্বেচ্ছাসেবক কাঠামোর সকল পর্যায়ে নারী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা;

২। গ্রাম পর্যায়ে নারীদের সাথে উঠান বৈঠকে নারী স্বেচ্ছাসেবকগণকে নিয়োজিত করা;

৩। ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতিমূলক মহড়ায় নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;

৪। সফল নারী স্বেচ্ছাসেবকগণের সাফল্য কথা প্রচারের ব্যবস্থা করা।

**এই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে সিপিপির কাজগুলো ছিল:**

■ **পলিসি পদক্ষেপ:**
স্বেচ্ছাসেবক সংক্রান্ত পলিসিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা হয়েছে।

■ **সংখ্যাগত পদক্ষেপ:**

- স্বেচ্ছাসেবক সংখ্যায় সমতা আনয়ন- ইতোমধ্যে ১৮,৫০৫ জন নারী স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হয়েছে। এর ফলে সিপিপিতে স্বেচ্ছাসেবক সংখ্যায় নারী-পুরুষ সমতা এসেছে।
- নারী নেতৃত্বের উন্নয়ন: সিপিপির স্বেচ্ছাসেবক কাঠামোর সকল পর্যায়ে নারী নেতৃত্বের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

■ **গুণগত পদক্ষেপ:**

- **প্রশিক্ষণঃ** নতুন নিয়োজিত সকল নারী স্বেচ্ছাসেবকের মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- **প্রণোদনাঃ** নারী স্বেচ্ছাসেবকগণকে অধিক প্রণোদনা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- **অংশগ্রহণঃ** দুর্যোগকালে এবং মহড়াসমূহে নারী স্বেচ্ছাসেবকগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।

of disaster resilience in Bangladesh. Such a strong core can lend strength in many ways, and not the least in the ways that CPP is planning on developing in the near future to make Bangladesh even more resilient.

## Women Empowerment in CPP (WE-CPP)

### 3 Dimensions

The CPP has come a long way in incorporating women into its fold, initially pushing to increase participation, then working on promoting volunteerism, and now also encouraging leadership of women at the field level. From a designated 2 women in every 12-person team in 1992, CPP has increased the number to 10 women and 10 men since 2019.

Beginning by involving women through encouraging them to participate, the CPP focused on improving female volunteerism rates and then towards developing female leadership among its volunteers. In this systematic way, the cyclone preparedness program has applied the three dimensions of women empowerment in Bangladesh, as illustrated in Figure 4.

### Then and now

In the past there was a significant number of women who would not come to the cyclone shelters, and would be left behind to defend or protect the home, as there was a widespread perception that women should not go to crowded areas as it might harm the respect or image or the honor of the families if the women went to the shelter. Most women were home-based, responsible for children and elders, and culturally and socially isolated. They died in cyclones as they did not hear warnings, or because they had to fend for others as well as themselves. Many would not evacuate without their husband or another male to accompany them. In 1970, before early warning systems and storm tracking by satellite, the huge Bhola Cyclone claimed an estimated 1,000,000 victims in Bangladesh. One of the most striking things about the storm was that women victims outnumbered men 14 to 1.

To improve these conditions, the CPP and partners portrayed women as preparedness champions and made separate spaces in shelters for women and children. Women more

■ **উপকরণঃ** নতুন নিয়োজিত সকল নারী স্বেচ্ছাসেবককে স্বেচ্ছাসেবক নিরাপত্তা উপকরণ সরবরাহ করা হচ্ছে।

■ **নারী বান্ধব আগাম সতর্কবার্তা প্রচার পদ্ধতি প্রণয়ন করা হয়েছে।**

■ **সামাজিক ব্যবস্থা**

- দুর্যোগ সাড়াদানে নারীদের অংশগ্রহণ, দুর্যোগকালে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা রোধ ও অন্যান্য নারীবান্ধব দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচি বাস্তবায়নে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- চলমান চর্চা ও ধারণাগত বৈষম্য দূরীকরণে সচেতনতা সৃষ্টি করা হচ্ছে।

**প্রাপ্ত ফলঃ**

- দুর্যোগ কালে নারীদের আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে
- দুর্যোগের আগাম সতর্ক বার্তা নারীদের কাছে সহজে পৌঁছাচ্ছে
- দুর্যোগ কালে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা হ্রাস পেয়েছে
- দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্যসমূহে নারীদের অভিগম্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে
- সামগ্রিকভাবে নারীদের দুর্যোগ ঝুঁকি কমছে
- দুর্যোগ আগাম সতর্ক বার্তা ও জীবন রক্ষাকারী সেবাসমূহে নারীদের অভিগম্যতা বৃদ্ধির কারণে ঘূর্ণিঝড়ে নারী মৃত্যুর হার কমেছে। ঘূর্ণিঝড়ে নারী-পুরুষ মৃত্যুর অনুপাত ছিল- ১৯৭০ সালে ১৪:১, ১৯৯১ সালে ৫:১, ২০১৭ সালে ২:১, ২০২০ সালে১:১।

## বাংলাদেশে দুর্যোগ মোকাবিলায় সিপিপির নতুন দিগন্ত

### অন্যান্য আপদে অংশ গ্রহণঃ

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বার বার প্রমাণ করেছে যে, দুর্যোগে স্বেচ্ছাসেবা জীবন এবং সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে একটি শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে পারে। সরকার সিপিপির কার্যক্রমকে একক আপদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে অন্যান্য প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগে সম্প্রসারিত করার উদ্যোগ নিয়েছে। সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের আগ্রহ, সক্রিয়তা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগে অংশগ্রহণের সম্ভাব্যতা যাচাই করেই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় একাধিক বিশেষ সক্ষম দল গঠনের উদ্যোগ নেয়।

readily left their homes after hearing other women calling for people to evacuate. Over the last decades the CPP has worked tirelessly with its partners to ensure that women are not so vulnerable.

The Cyclone Preparedness Programme has empowered women over the last few decades to ensure each unit of volunteers is completely gender balanced with 10 male and 10 female representatives in each of the 3,801 units forming the backbone of the CPP. The future of the CPP is based strongly on gender balance and empowering women. The CPP continues to assert the importance of female participation in the volunteering sphere at the community level and encourages and empowers and prepares all the members of society to come forward and become a part of the CPP.

### Gateway of women empowerment in disaster risk reduction in Bangladesh

When the CPP was first established, female volunteers were much fewer in number, and often faced harassment as they were working side by side with men in situations that were against the norms of the society at the time. However, through the encouragement of CPP, this mindset was slowly replaced over time by a new attitude. Many female CPP volunteers feel proud to work for their community, and they feel empowered to be a part of the CPP. Likewise, their community values the contributions these female volunteers make, and their social acceptance has been growing steadily. Through the mandate of including female volunteers, the Cyclone Preparedness Program has steadily empowered women in the disaster risk reduction field in Bangladesh. Over the years, this steady empowerment of women in the coastal areas of Bangladesh and now in refugee camps as well as outskirts of cities, CPP can be considered to be the gateway of women empowerment in disaster risk reduction in Bangladesh.

## New Horizons in Disaster Resilience in Bangladesh

### Multi-Hazard Switching

The Cyclone Preparedness Programme has demonstrated time and time again that volunteerism can play a powerful part in saving lives and property. As Bangladesh grows and develops and as climate change





**এ উদ্যোগের কয়েকটি উদাহরণ নীচে বর্ণিত হলোঃ-**

### দ্রুত সাড়া দান ইউনিট

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির বহুবিধ আপদ মোকাবিলা সক্ষমতা অর্জনের অংশ হিসেবে ঘূর্ণিঝড় ছাড়া অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় দ্রুত সাড়াদান ইউনিট তৈরি করা হয়।

চিত্রঃ সিপিপি দ্রুত সাড়াদান ইউনিট

**উল্লেখযোগ্য দায়িত্বসমূহঃ**

- অতি বৃষ্টি, ভূমিধস, পাহাড় ধস, অগ্নিকান্ড, মহামারী ইত্যাদি দুর্যোগে সাড়াদান করা;
- স্থানীয়ভাবে বড় ধরণের সড়ক কিংবা অন্য কোন দূর্ঘটনায় মানুষকে উদ্ধার করা;
- ঘূর্ণিঝড়/ টর্নেডো/ ভূমিধসে বন্ধ হয়ে যাওয়া সড়ক যোগাযোগ চালু করা
- দুর্যোগে মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা
- উপকূলীয় এলাকায় নগর দুর্যোগে নিয়মিত সাড়াদান বাহিনীর ব্যাক-আপ ফোর্স হিসেবে কাজ করা

### পানি থেকে উদ্ধার ইউনিট

এই ইউনিট গঠনের লক্ষ্য হ'চ্ছে এমন একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তৈরী করা, যারা ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সুরক্ষা অবলম্বন করে জলোচ্ছ্বাস, বাঁধ ভেঙে কিংবা আকস্মিক বন্যার কারণে অগভীর পানিতে ভেসে যাওয়া মানুষকে উদ্ধার করবে এবং একই সাথে এই ধরণের অঞ্চল থেকে বিপন্ন মানুষদেরকে অপসারণ করবে। সিপিপির এই ইউনিট সদস্যদের প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু বর্তমান বিশ্বে চলমান অনুশীলনসমূহ থেকে নির্ধারণ করা হয়েছে।

makes hazards more frequent and forceful, it is necessary to create a multi-hazard switching system within the volunteer community by training existing volunteers and recruiting new volunteers that will be able to face new threats. This is why the Government of Bangladesh has taken initiatives to expand the activities of CPP to other natural and man-made disasters without confining them to a single hazard. As a part of multi-hazard capacity development, initiatives have been taken to form special teams from existing volunteers. Some of these examples are described below.

### Rapid Response Unit

As a part of the multi hazard switching maneuvers that cyclone preparedness program is developing the rapid response unit is created to respond to natural disasters other than cyclonic hazards and in other disasters. This team is an elite team that is to be used as a backup force for urban disaster response or for specific highly intensive disaster response situations.

In anticipation of a major disaster such as a fire or a massive earthquake, the CPP is helping to create awareness and provide training that will enable its volunteers to respond immediately, conduct search and rescue operations, provide first aid support and necessary functions in the event of urban disasters. By empowering, training and preparing its volunteer base to be able to respond to multiple different types of hazards the Cyclone Preparedness Programme is increasing the ability of Bangladesh to respond to unforeseen events and hazards to a scale that will be able to counteract and prevent the loss of lives and property that will enable Bangladesh to bounce back and build back better from disasters in the urban sphere. Already, thousands of volunteers have been trained in urban disaster response and have received training on search and rescue and other relevant skills.

This process involves training thousands of volunteers in urban outskirt regions to support the response to large scale disasters (such as earthquakes and fires). This is vital because without the support from surrounding areas which are less damaged, it will be difficult for city volunteers and responders to properly function as they might themselves be incapacitated due to the scale of the disaster. The versatility of the CPP Rapid Response Unit

চিত্র: সিপিপি পানি থেকে উদ্ধার ইউনিট

**প্রাথমিক কর্ম এলাকা:**

- সমুদ্র ও নদী তীরবর্তী এলাকা
- জলোচ্ছ্বাস, আকস্মিক বন্যা এবং অতি জোয়ার প্রবণ এলাকা

পানি থেকে উদ্ধার ইউনিটের সদস্যদেরকে পানি হতে উদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও দেওয়া হবে।

**সিপিপি অতি জোয়ার মনিটরিং ও সাড়াদান ইউনিট**

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবিলা ও অতি জোয়ারে নিমজ্জিত হওয়ার ক্ষয়ক্ষতি লাঘবে সামাজিক অংশগ্রহণ।

বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে কয়েক দশক আগের ভবিষ্যদ্বাণীর চেয়ে বেশী মাত্রায় সাগর মহাসাগরের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছে। দুর্বল ঘূর্ণিঝড়েও উপকূলীয় এলাকা ব্যাপক জলোচ্ছ্বাসের সম্মুখীন হচ্ছে। স্বাভাবিক জোয়ারের পানি আগের চেয়ে অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ঘূর্ণিঝড় ও অতি জোয়ারের সময় উপকূল ও নদী তীরবর্তী বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হয়ে আকস্মিক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। উপকূল জুড়ে সিপিপির স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কাজ করার অভিজ্ঞতা, সক্ষমতা ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিভিন্ন দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবিলায় সামাজিক অংশগ্রহণমূলক একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব।

also means that they will be able to respond quickly to various types of emergencies such as clearing roads blocked by disasters and other infrastructural support as well.

**Water Rescue Unit**

Being a deltaic country full of rivers, Bangladesh faces annual flooding every year. Storm surges and cyclones also inundate various regions, making humanitarian response difficult. The CPP has initiated the water rescue first responder team in order to provide training and equipment to volunteers who will be able to access these difficult to reach areas and provide lifesaving response. These volunteers will be asked to deploy into a flooded or submerged area after a cyclonic storm surge, flash flood, torrential rain or dam breach and perform basic 'shallow water' rescue and evacuation with proper Personal Protective Equipment (PPE). The training course content is based on current global best practice.

The CPP volunteers who are selected and trained will be provided special badges to be worn on their uniforms and function in units of 20 members – 10 males and 10 females. They will also be provided with necessary equipment to perform water rescue.

**Climate change adaptation – CPP High Tide Monitoring and Response**

Due to global warming, the water level of the oceans has increased much more than it was predicted a few decades ago. Because of this, the coastal areas are heavily submerged even during weak cyclones. Normal tidal water height has increased significantly. As a result of this sea level rise, embankments are frequently breached during cyclones. It is possible to build a community participatory system by utilizing the experience, capabilities and potential of the CPP volunteers working across the coast in order to monitor the embankments and the approach of high tides so that proper response measures can be taken.

This is a great step towards creating a new dimension among the CPP volunteers, and educating communities about climate change related hazards. By incorporating third party reporting systems and modern technology, the CPP can be utilized to monitor the real-time condition of the tides. Storm surges, sea level rise and any damage to embankments can be



অতি জোয়ার মনিটরিং ও সাড়াদান ইউনিট

**উদ্দেশ্য:**

১। প্রাত্যহিক জোয়ার এবং সময়ভিত্তিক অতি জোয়ার ও জলোচ্ছ্বাসের উপর স্থানীয় নজরদারী সৃষ্টি;

২। মনিটরিং ও রিপোর্টিং ব্যবস্থা সৃষ্টি;

৩। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে ব্যবহার;

৪। সামাজিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিমজ্জিত হওয়ার ক্ষয়-ক্ষতি রোধ।

**প্রস্তুত: খেলায় খেলায় দুর্যোগ প্রস্তুতি**




খেলায় খেলায় দুর্যোগ প্রস্তুতি

চিত্র: দুর্যোগ প্রস্তুত প্রজন্ম

**প্রস্তুত: খেলায় খেলায় দুর্যোগ প্রস্তুতি**

**উদ্দেশ্য:**

- ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে দুর্যোগ সচেতনতা সৃষ্টি করা
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের দুর্যোগ সাড়া প্রদান সক্ষমতা বৃদ্ধি করা
- বিদ্যালয়সমূহে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি/দল গঠন করা
- বিদ্যালয়সমূহে দুর্যোগ নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক তৈরীতে প্রণোদনা দেওয়া

accurately and immediately reported so that the government can take immediate action. This will not only create resilience, but also awareness among the populations regarding climate change and its effects.

**Disaster Ready Generation: Prostoot- Learning by Playing program**

There is considerable research done that has pointed towards the positive effects of psychosocial preparedness for disasters for children. Therefore, the steps being taken by Bangladesh through the Cyclone Preparedness Programme to create a DisasterReady Generation are forecasted to be crucial in building the next generation of the country to be resilient and ready for any disasters. This is being headlined "Prostoot", as the CPP school disaster learning program.

We are witnessing a world in which the climate is rapidly changing. We are bombarded by disasters that are more severe, more frequent and much more damaging than ever before. We have to prepare ourselves from the ground up to face these hazards that are putting our lives and livelihoods at risk. What better place to begin than with our children? The CPP is bringing about a paradigm shift by preparing to incorporate the youth of tomorrow into the disaster preparedness cycle through the Disaster Ready Generation project.

The future of this country relies on building a resilient generation that will carry forward the learnings of resilience into the 21st century. Forming the backbone of any country the young generation of Bangladesh is aware enough to begin learning about disasters and resilience. It is important to instill in them the same sense of responsibility, belonging and participatory mindset that has made the CPP such a great success. This is why the program of Disaster Ready Generation from the Ministry of Disaster Management and Relief is poised as a model program to create the disaster resilient generation that will help raise Bangladesh's standing as a resilient nation in the years to come.

**Conclusion**

The journey of the CPP is a reflection of the journey of Bangladesh itself. Turning vulnerability into resilience through the strength of community participation- that is the true essence of this

- দুর্যোগ সচেতন এবং মোকাবিলায় সক্ষম একটি প্রজন্ম তৈরি করা
- ভবিষ্যত প্রজন্মকে অন্তর্ভুক্ত করে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের নতুন একটি উত্তম চর্চা সৃষ্টি।

**উপসংহার**

সিপিপির সফল অগ্রযাত্রা বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথা সামগ্রিক অগ্রগতিরই একটি প্রতিচ্ছবি। রাষ্ট্র ও সরকারের অঙ্গীকার, উপযুক্ত নেতৃত্ব, সমাজের সকলের অংশগ্রহণ ও সহনশীলতার মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে দুর্যোগ মোকাবিলা করাই এ জাতির সাফল্যের অন্তর্নিহিত গল্প। অব্যাহত উন্নতি, নিঃস্বার্থভাবে কাজ করা, এবং কাজের প্রতি নিষ্ঠা- এই প্রোগ্রামের মূল ভিত্তি। প্রতিষ্ঠানটি যুগ যুগ ধরে সঠিক সময়ে দুর্যোগ প্রস্তুতি গ্রহণ এবং যথাযথভাবে মোকাবিলা করে কোটি মানুষকে নিরাপদে রেখেছে।

সিপিপির নতুন এবং উদ্ভাবনী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীর আসন্ন দুর্যোগসমূহকেও মোকাবিলা করা সম্ভব হবে। পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে সিপিপির অঙ্গীকার হলো: ইতোমধ্যে পাওয়া সাফল্য ধারণ করে দুর্যোগ মোকাবিলায় নতুনত্ব এনে সিপিপি বাংলাদেশের সমাজভিত্তিক দুর্যোগ সহনশীলতায় আগামী দিনেও সফল নেতৃত্ব দিয়ে যাবে।

nation. Continuous improvement, selflessness, and dedication to the cause has been embedded into fundamental principles of the Programme, allowing millions of lives to be saved over the years. Through CPP's new and innovative ideas, building resilience to emergent hazards of the 21st century will also be possible. As it turns 50, we celebrate its numerous successes and look forward to the CPP leading the journey to a new age of disaster resilience in Bangladesh.

## Women empowerment





# ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)তে নারীর ক্ষমতায়ন-দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে নারীর অগ্রযাত্রা

**প্রেক্ষাপট:** বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে নারীরা দুর্যোগে অধিক ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। নারী ও পুরুষের উপর দুর্যোগের ভিন্নতর প্রভাব মূলতঃ বিদ্যমান নারী-পুরুষ অসম ক্ষমতায়নের কারণে ঘটে থাকে। তবে এসব কিছুই পরিবর্তন ঘটছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় অঙ্গীকার বাস্তবায়নের ফলে নারীরা এখন লিঙ্গ বৈষম্যহীন দুর্যোগ সহনীয় সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম শক্তি হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। তারা দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় 'পরিবর্তনের দূত' হিসেবে গৃহে, কর্মক্ষেত্রে ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে।

**চিহ্নিত বৈষম্যঃ**

**নারী স্বেচ্ছাসেবক প্রেক্ষিত-**

- সংখ্যায় অসমতা- সিপিপিতে নারী স্বেচ্ছাসেবক ছিল পুরুষের এক-তৃতীয়াংশ
- সক্ষমতায় পশ্চাদপদতা
- অংশগ্রহণে পিছিয়ে থাকা
- নেতৃত্বে প্রায় শূন্যতা

**দুর্যোগ তথ্য, আগাম সতর্কবার্তায় অভিগম্যতা ও লিংগভিত্তিক সহিংসতাঃ**

- দুর্যোগ তথ্য ও আগাম সতর্কবার্তা বোধগম্যতা ও অভিগম্যতায় পিছিয়ে থাকা
- লিঙ্গভিত্তিক ডিজিটাল বৈষম্য
- দুর্যোগকালে নারীর প্রতি সহিংসতা

**চলমান চর্চা ও ধারণাগত বৈষম্যঃ**

- পরিবারে নারীদের ভূমিকার কারণে সবার শেষে আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার অভ্যাস
- আশ্রয়কেন্দ্রে নারীদের সুযোগ-সুবিধা ও নিরাপত্তার অভাব সম্পর্কিত সাধারণ ধারণা
- দুর্যোগকালে নারীর ভূমিকার অবমূল্যায়ন

**বৈষম্য দূরীকরণে লক্ষ্য নির্ধারণঃ**

**স্বল্পমেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য লক্ষ্য-**

১। সিপিপির স্বেচ্ছাসেবক কাঠামোতে নারী-পুরুষ সমতা আনয়ন

২। ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলার সকল পর্যায়ে নারী স্বেচ্ছাসেবকগণের সমভাবে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা

## in Cyclone Preparedness Programme (CPP)

**Context:** Bangladesh is one of the most disaster prone countries in the world mainly due to her geographic location. In the social, economic and cultural contexts of Bangladesh, the women are very vulnerable to natural disasters.

However, gender relations in Bangladesh have been undergoing a process of transformation over the time as part of political commitment, broader process of economic transition and social change under the strong will of honorable Prime Minister H.E Sheikh Hasina. Women are now considered as a force of building gender equitable disaster resilience. They are well positioned to be 'agents of change' for disaster management and climate change adaptation in household, workplace, community and institutions.

**Background of the Women Empowerment Initiative:**

**Identified gap:**

**Women Volunteer perspective:**

- Disparity in number- One third women in CPP volunteer structure
- Backwardness in capabilities
- Lack of participation
- Poor number of women volunteers in leadership role

**Women's access to information, early warning message and gender based violence concerns:**

- Early Warning message limitations
  - Understandability
  - Accessibility
- Gender Digital Divide
- Gender based violence (GBV) risks in disasters

**Practice and Perceptions:**

- Due to the custodian role of the women in the family, they are the last persons to evacuate to shelter.
- Women volunteers cannot become fully active at the height of the cyclone as they have their responsibility in their own families.
- Many women and girls are reluctant to

৩। দুর্যোগ মোকাবিলার চ্যালেঞ্জিং কাজে অংশগ্রহণের জন্য নারী স্বেচ্ছাসেবকগণের প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা প্রদান

৪। তাদেরকে যথাযথ উপকরণ সরবরাহ করা

৫। আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে তাদের কার্যকর ও নেতৃত্বসূলভ ভূমিকা রাখার ব্যবস্থা করা

৬। দুর্যোগে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ মানুষ, বিশেষ করে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি, প্রবীণ, প্রসূতি মহিলাদের চিহ্নিতকরণ ও আশ্রয়কেন্দ্রে আনয়নে নারী স্বেচ্ছাসেবকগণের অগ্রণী ভূমিকা পালনের ব্যবস্থাকরণ।

**মধ্য মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য লক্ষ্য-**

১। স্বেচ্ছাসেবক কাঠামোর সকল পর্যায়ে নারী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা

২। গ্রাম পর্যায়ে নারীদের সাথে উঠান বৈঠকে নারী স্বেচ্ছাসেবকগণকে নিয়োজিত করা

৩। ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতিমূলক মহড়ায় নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা

৪। সফল নারী স্বেচ্ছাসেবকগণের সাফল্য কথা প্রচারের ব্যবস্থা করা।

**গৃহীত পদক্ষেপ:**

- **প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ:** সিপিপির নারী স্বেচ্ছাসেবক সমতায়ন প্রস্তাব ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় তথা সিপিপি বাস্তবায়ন বোর্ডে অনুমোদিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় নারী স্বেচ্ছাসেবক সমতায়ন ও ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে স্বেচ্ছাসেবক কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন শুরু হয়।
- **প্রচারণা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি:** মাঠ পর্যায়ে সিপিপি সাংস্কৃতিক ইউনিট ও স্বেচ্ছাসেবকগণের দ্বারা উদ্দীপনামূলক পালাগানের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির প্রচারণা চালানো হয়।

**মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন:**

১৩ অক্টোবর ২০২০ তারিখে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবসের অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বর্ণালী হাতে সিপিপির ১৮,৫০৫ জন নতুন নারী স্বেচ্ছাসেবক অন্তর্ভুক্তি উদ্বোধন হয় এবং একই সাথে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে নারী ক্ষমতায়নের যাত্রা শুরু হয়।

move on common perception of their personal safety in shelters.

- Women are considered primarily as the ' recipient' of disaster warning and response service, but not the 'provider'.
- Although the women manage their family in normal time, their potential is not considered for management in disaster situations.

**Minimizing the gap:**

**Recommendation for Immediate Implementation:**

1. The number of women volunteers in CPP should be increased from five to ten at the unit level which will make the structure gender balanced.
2. Women volunteers of CPP, alongside their male counterparts, should engage equally in every stage of approaching cyclones.
3. They should be trained and motivated through creating the proper environment and opportunity to take up this challenging task equally.
4. CPP should equip them with the necessary equipment and gears e.g. siren, microphone etc. for dissemination of early warnings for the vulnerable women in a timely manner.
5. Female CPP volunteers must have a functional and leadership role in the management of cyclone shelters, particularly the areas in the shelter earmarked for women and girls.
6. The women volunteers should lead the identification and protection of most vulnerable people like elderly, pregnant, lactating mothers, persons with disabilities, etc.

**Guidelines for Mid-term Implementation:**

1. Leadership of women volunteers should be established at all the hierarchies of the volunteers of CPP i.e. Upazila, Union and Unit levels by effecting necessary changes in the volunteer by-law.
2. During normal time the women volunteers should conduct courtyard sessions with women and girls in their respective working areas on preparedness and response of health, social, cultural, economic issues, protection issues; GBV issues during disaster in the shelter and proper interpretation of early warnings messages, and actions which need to be taken at family and community level at different stages of disaster.
3. Women volunteers and the community women should play active roles in the mock drills, not remain as passive observers.
4. The leadership of volunteers of CPP in the management of cyclone shelter should be established through policy documents and operational instruments.
5. Case studies of successful women leadership on disaster management should be documented and shared among the women volunteers through training and orientation courses, and it could also be disseminated among women and girls of the community at courtyard sessions.

**Implementation process:**

- **Policy interventions:** The CPP Volunteer Guidelines and other policy frameworks have been made women-friendly.
- **Institutional arrangement:** The CPP's Women Volunteer Equality Proposal was approved by the CPP Implementation Board of the Ministry of Disaster management and relief on 24 February 2020. Following this, the implementation activities started by giving priority to empowerment of women volunteers.
- **Promotional and motivational campaign:** A campaign was arranged at the field level by CPP cultural unit and volunteers to increase the participation of women in volunteerism through folk songs.
- **Launching by Honorable Prime Minister:** Honorable Prime Minister of Bangladesh **H.E Sheikh Hasina** inaugurated the inclusion of 18505 new volunteers in the 'International Day for Disaster Risk Reduction', on 13 October 2020.
- **Quantitative measure:**
  - Bringing parity in number: CPP has increased the number of female volunteers which is double to make it gender balanced. New 18,505 women volunteers are enrolled (5 persons in each 3701 units). Now CPP volunteers stand at 76,020.
- **Qualitative approach:**
  - Training: All the new recruited women volunteers has already been trained
  - Motivation: They are getting more opportunities in recognition.
  - Role: guideline has been developed to enhance their active role in drills, demonstrations and in real time response.

**অগ্রগতি:**

■ **পলিসি পদক্ষেপ:** সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক নির্দেশিকা এবং অন্যান্য নীতি কাঠামোকে নারী-বান্ধব করা হয়েছে।

■ **সংখ্যাগত পদক্ষেপ:**

- স্বেচ্ছাসেবক সংখ্যায় সমতা আনয়ন: ইতোমধ্যে ১৮,৫০৫ জন নারী স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে সিপিপিতে ৭৬,০২০ জন স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে, এর ফলে নারী-পুরুষ সমতা এসেছে।

■ **গুণগত উন্নয়ন:**

- **প্রশিক্ষণ:** নতুন নিয়োজিত সকল নারী স্বেচ্ছাসেবকের মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- **প্রণোদনা:** নারী স্বেচ্ছাসেবকগণকে অধিক প্রণোদনা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- **অংশগ্রহণ:** দুর্যোগকালে এবং মহড়াসমূহে নারী স্বেচ্ছাসেবকগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

■ **নারী নেতৃত্বের উন্নয়ন:** সিপিপির স্বেচ্ছাসেবক কাঠামোর সকল পর্যায়ে নারী নেতৃত্বের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

■ **উপকরণ:** নতুন নিয়োজিত সকল নারী স্বেচ্ছাসেবককে নিরাপত্তা উপকরণ সরবরাহ করা হচ্ছে।

■ **নারীবান্ধব আগাম সতর্কবার্তা প্রচার পদ্ধতি প্রণয়ন করা হয়েছে।**

■ **সামাজিক ব্যবস্থা**

- দুর্যোগ সাড়াদানে নারীদের অংশগ্রহণ, দুর্যোগকালে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা রোধ ও অন্যান্য নারীবান্ধব দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচি বাস্তবায়নে সামাজিকসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- চলমান চর্চা ও ধারণাগত বৈষম্য দূরীকরণে সচেতনতা সৃষ্টি করা হচ্ছে।

**প্রাপ্ত ফল:**

- দুর্যোগকালে নারীদের আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে
- দুর্যোগের আগাম সতর্কবার্তা নারীদের কাছে সহজে পৌঁছাচ্ছে
- দুর্যোগকালে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা হ্রাস পেয়েছে

- দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্যসমূহে নারীদের অভিগম্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে
- সামগ্রিকভাবে নারীদের দুর্যোগ ঝুঁকি কমছে
- দুর্যোগ আগাম সতর্কবার্তা ও জীবন রক্ষাকারী সেবাসমূহে নারীদের অভিগম্যতা বৃদ্ধির কারণে ঘূর্ণিঝড়ে নারী মৃত্যুর হার কমেছে। ঘূর্ণিঝড়ে নারী-পুরুষ মৃত্যুর অনুপাত ছিল- ১৯৭০ সালে ১৪:১, ১৯৯১ সালে ৫:১, ২০১৭ সালে ২:১, ২০২০ সালে ১:১।

**দীর্ঘমেয়াদে প্রত্যাশিত ফল:**

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারী ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাবে ও নেতৃত্বের বিকাশ ঘটবে
- অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অংশগ্রহণমূলক দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হবে
- দুর্যোগ সাড়াদানে নারীর অধিক অংশগ্রহণ ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি দুর্যোগ সহনীয় সমাজ সৃষ্টির সহায়ক হবে।

- **Enhancement of Leadership:** To promote women volunteer leadership in CPP's every tier, required changes are in place in the CPP volunteer guideline.

- **Equipping with regular and customized gears**: All the new women volunteers are being equipped with personal protective gear. Dignity kit is included in CPP volunteer equipment schedule for protection of their health.

- **Development of gender-responsive Early Warning Dissemination system.**

- **Social measures (advocacy and engagement)**
  - Creating community engagement and responsiveness
  - Changing negative perception towards early warning

**Achieved benefits:**

- By increasing the number of women volunteers, disaster risk of women is being addressed more
- More women are taking shelters in disaster situation
- Women friendly early warning system has been developed
- Gender-based violence in disaster period is being reduced
- Increased access to information on disaster and early warning by women and girls of the community through CPP women volunteers with other social awareness programs
- The women death toll from the cyclone declined due to increased access to early warning and life-saving services for women. The female-male death ratio from cyclones was 14: 1 in 1970, 5: 1 in 1991, 2: 1 in 2016 and now reduced to 1: 1 in 2020.

**Long-term outcome:**

- Women empowerment and leadership in disaster risk reduction as a whole will be enhanced.
- Participatory and inclusive disaster risk management will be developed.
- More women participation in disaster risk reduction will help create Disaster-resilient communities in coastal regions, especially in marginal areas.





# বাংলাদেশে দুর্যোগ মোকাবিলায় সিপিপির নতুন দিগন্ত

**ঘূর্ণিঝড় ব্যতীত অন্যান্য আপদে অংশগ্রহণ**

জনগণকে দুর্যোগ তথ্য, জ্ঞান ও আগাম প্রস্তুতি কৌশল জ্ঞাত করার মাধ্যমে দুর্যোগ সহনীয় দেশ ও সমাজ গঠনে সিপিপি আজ ৫০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সমগ্র বিশ্বে আজ বাংলাদেশ এক আদর্শ হিসেবে পরিগণিত, সেই সাফল্যের এক অন্যতম অংশীদার এই 'সিপিপি'।

প্রতিষ্ঠানটি বারবার প্রমাণ করেছে যে, দুর্যোগে জীবন এবং সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে স্বেচ্ছাসেবা একটি শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে পারে। সরকার সিপিপির কার্যক্রমকে একক আপদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে অন্যান্য প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগে সম্প্রসারিত করার উদ্যোগ নিয়েছে। বিদ্যমান স্বেচ্ছাসেবকদের আগ্রহ, সক্রিয়তা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগে অংশগ্রহণের সম্ভাব্যতা যাচাই করেই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় একাধিক বিশেষ সক্ষম দল গঠনের উদ্যোগ নেয়। পাশাপাশি ভবিষ্যত প্রজন্মকে দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুত করারও পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

**১। সিপিপি দ্রুত সাড়াদান ইউনিট**

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির বহুবিধ আপদ মোকাবিলা সক্ষমতা অর্জনের অংশ হিসেবে ঘূর্ণিঝড় ছাড়া অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় দ্রুত সাড়াদান ইউনিট তৈরি করা হয়।

**উল্লেখযোগ্য দায়িত্বসমূহ:**

- অতি বৃষ্টি, ভূমিধস, পাহাড়ধস, অগ্নিকান্ড, মহামারী ইত্যাদি দুর্যোগে সাড়া প্রদান করা;
- স্থানীয়ভাবে বড় ধরণের সড়ক কিংবা অন্য কোন দূর্ঘটনায় মানুষকে উদ্ধার করা;
- ঘূর্ণিঝড়/ টর্নেডো/ ভূমিধসে বন্ধ হয়ে যাওয়া সড়ক যোগাযোগ চালু করা
- দুর্যোগে মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা
- উপকূলীয় এলাকায় নগর দুর্যোগে নিয়মিত সাড়াদান বাহিনীর ব্যাক-আপ ফোর্স হিসেবে কাজ করা

**২। সিপিপি পানি থেকে রক্ষা ইউনিট**

এই ইউনিট গঠনের লক্ষ্য হচ্ছে এমন একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তৈরী করা, যারা ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সুরক্ষা অবলম্বন

# New Horizons in Disaster Resilience in Bangladesh

**Multi-Hazard Switching**

CPP is a government organization with 50 years of experience in building a disaster-tolerant country and society by imparting disaster information, knowledge and advance preparation strategies to the people. Today, Bangladesh is considered as a model in disaster management in the whole world, one of the partners of that success is 'CPP'.

As Bangladesh grows and develops and as climate change makes hazards more frequent and forceful, it is necessary to create a multi-hazard switching system within the volunteer community by training existing volunteers to face new threats. This is why the Ministry of Disaster Management and Relief of Bangladesh has taken initiatives to expand the activities of CPP to other natural and man-made disasters without confining them to a single hazard. As a part of multi-hazard capacity development, initiatives have been taken to form special teams from existing volunteers. Some of these examples are described below.

**1. CPP Rapid Response Unit**

Rapid response units were created to deal with natural disasters other than cyclones as part of the cyclone preparedness program to acquire multiple disaster response capabilities.

Notable Responsibilities:

- Responding to disasters such as torrential rains, landslides, fire, pandemic etc.;
- Rescuing people in major road or in any other type of accidents;
- Support in restoring road transportation which was blocked due to cyclone/ tornado/landslide;
- Disaster aftermath dead body management;
- Acting as a back-up force of regular responders in urban disasters in the coastal area.

**2. CPP Water Rescue Unit**

Formation of this unit is aimed at selected volunteers who will be asked to deploy into a flood or submerging situation after a Cyclonic Storm surge, flash flood, torrential rain or dam breach

করে জলোচ্ছ্বাস, বাঁধ ভেঙে কিংবা আকস্মিক বন্যার কারণে অগভীর পানিতে ভেসে যাওয়া মানুষকে উদ্ধার করবে এবং একই সাথে এই ধরণের অঞ্চল থেকে বিপন্ন মানুষদেরকে অপসারণ করবে। সিপিপির এই ইউনিট সদস্যদের প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু বর্তমান বিশ্বে চলমান অনুশীলনসমূহ থেকে নির্ধারণ করা হয়েছে।

**প্রাথমিক কর্ম এলাকা:**

- সমুদ্র ও নদী তীরবর্তী এলাকা
- জলোচ্ছ্বাস, আকস্মিক বন্যা ও অতি জোয়ার প্রবণ এলাকা

**৩। সিপিপি অতি জোয়ার মনিটরিং ও সাড়াদান ইউনিট:** বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে দুর্বল ঘূর্ণিঝড়েও বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা ব্যাপক জলোচ্ছ্বাসের সম্মুখীন হচ্ছে। স্বাভাবিক জোয়ারের পানি আগের চেয়ে অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ঘূর্ণিঝড় ও অতি জোয়ারের সময় উপকূল ও নদী তীরবর্তী বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হয়ে আকস্মিক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। উপকূল জুড়ে সিপিপির স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কাজ করার অভিজ্ঞতা, সক্ষমতা ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিভিন্ন দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবিলায় সামাজিক অংশগ্রহণমূলক একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব।

**এর উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে:**

- প্রাত্যহিক জোয়ার এবং সময়ভিত্তিক অতি জোয়ার ও জলোচ্ছ্বাসের উপর স্থানীয় নজরদারী সৃষ্টি;
- মনিটরিং ও রিপোর্টিং ব্যবস্থা চালু;
- সামাজিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিমজ্জিত হওয়ার ক্ষয়-ক্ষতি রোধ।

**৪। প্রস্তুত: খেলায় খেলায় দুর্যোগ প্রস্তুতি**
পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানের বাইরে খেলাধুলা ও হাতে-কলমে অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দুর্যোগে প্রস্তুত প্রজন্ম হিসেবে তৈরি করাই এর লক্ষ্য। এর উল্লেখযোগ্য উপাদানগুলো হলো:

- শিক্ষার্থীদের মধ্যে দুর্যোগ সচেতনতা সৃষ্টি করা;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের দুর্যোগ সাড়াদান সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- বিদ্যালয়সমূহে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দল গঠন করা;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অতি দ্রুত আশ্রয়কেন্দ্রে রূপান্তর অনুশীলন;
- ভবিষ্যত প্রজন্মকে অন্তর্ভুক্ত করে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের নতুন একটি উত্তম চর্চা সৃষ্টি।

and perform basic 'Shallow water' rescue and evacuations with proper PPE. The training course content is based on current global best practice.

**Primary Working Area:**

- Sea, river banks and coastal areas.
- Areas that are prone to tidal surges, flash floods and high tides.

**3. High Tide Monitoring & Response Unit (CPP's capacity building to respond Climate Change Induced Hazards)**

Due to global warming, the water level of the oceans has increased much more than it was predicted a few decades ago. Because of which, the coastal areas are heavily submerged even during weak cyclones. Normal tidal water is being increased significantly. As a result, various areas along the coast and rivers are overflowing during cyclones and high tides, causing sudden damage. It is possible to build an indigenous 'climate change induced disaster' combat system by utilizing the experience, capabilities and potential of the CPP volunteers working across the coast.

**Objectives:**

- Establishing local monitoring of daily lunar tides and periodical high tides and tidal surges.
- Creating a monitoring and reporting system.
- Engaging CPP volunteers in climate change induced hazards.
- Preventing losses due to immersion through social participation

**4. Disaster Ready Generation: Prostoot-Learning by playing program**

Its goal is to make students a disaster-ready generation through playing and hands-on practice beyond the knowledge of the textbook. Notable components are:

- Creating disaster awareness among students;
- Increasing the disaster response capacity of educational institutions;
- Formation of disaster management teams in schools;
- The practice of transforming educational institutions into shelters very quickly;
- Creating a new good practice of disaster risk reduction.





# বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বিভিন্ন ঘূর্ণিঝড়ের সময় দায়িত্ব পালনকালে জীবন বিসর্জনকারী সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত

সিপিপির নিবেদিত প্রাণ স্বেচ্ছাসেবকগণ বিভিন্ন ঘূর্ণিঝড়ের সময় জনসাধারণকে নিরাপদ আশ্রয় দিতে গিয়ে ও উদ্ধার করতে গিয়ে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। বিশেষ করে ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল বাংলাদেশের পূর্ব উপকূলে যে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে, যাতে প্রায় দেড় লাখ লোক মারা যায়, তার সাথে ২২ জন স্বেচ্ছাসেবকও মারা যান। এছাড়াও পরবর্তীতে অন্যান্য ঘূর্ণিঝড়ের সময় আরও ৫ জন স্বেচ্ছাসেবক নিজের জীবন বাজী রেখে দুর্গত মানুষের সেবা করতে গিয়ে নিজেদের জীবন বিসর্জন দেন। নিম্নে সিপিপির ২৭ জন আত্মোৎসর্গকারী মহান স্বেচ্ছাসেবকদের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত বর্ণিত হলো:

**১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড়ে জীবন দানকারী স্বেচ্ছাসেবকগণ:**

১. **ফজল আহমদ, উপজেলা: মহেশখালী, কক্সবাজার। মৃত্যু: ২৯ এপ্রিল ১৯৯১**
ফজল আহমেদ মহেশখালী উপজেলার সাগরপাড়ের মাতারবাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম সদর আলী। ছোটবেলা থেকেই সমাজ কল্যাণমূলক কাজে তার উৎসাহ ছিল। সিপিপির মানবিক সেবামূলক কর্মকান্ডের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তিনি ১৯৭২ সালে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে সিপিপির সাথে যুক্ত হন। তিনি মাতারবাড়ী ইউনিয়নের ৮ নং ইউনিটের উদ্ধার বিভাগের স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। ১৯৯১ সালের ২৯শে এপ্রিল প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের সময় মানুষকে উদ্ধারকালে জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যান। পরে তার মৃতদেহ সাগর পাড়ে পাওয়া যায়।

২. **বদিউল আলম, উপজেলা: উখিয়া, কক্সবাজার। মৃত্যু: ২৯ এপ্রিল ১৯৯১**
বদিউল আলম উখিয়া উপজেলার জালিয়াপালং ইউনিয়নে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম খলিল আহমেদ। মানব সেবায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি ১৯৭২ সালে সিপিপির একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যোগ দেন। তিনি জালিয়াপালং ইউনিয়নের ৩ নং ইউনিটের উদ্ধার বিভাগের একজন স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। ১৯৯১ সালের ২৯শে এপ্রিল প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের সময় যখন সবাই নিজের জীবন বাঁচাতে ব্যস্ত, তখন তিনি দুর্গত মানুষকে আশ্রয় কেন্দ্রে আনার সময় জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গিয়ে প্রাণ হারান।

# CPP Volunteers who sacrificed their lives on duty in the coastal area of Bangladesh

Dedicated CPP volunteers have laid down their lives to provide safe shelter and rescue to the people during various cyclones. Especially on April 29, 1991, the catastrophic cyclone that struck the east coast of Bangladesh caused the death of around 150,000 people. In that very cyclone 22 CPP volunteers sacrificed their lives while on sacred duties. Later, during other cyclones, 5 more volunteers risked their lives to serve the affected people and also were killed. A brief of 27 dedicated volunteers are following:

**Volunteers who gave their lives in the cyclone 1991:**

1. **Fazal Ahmad, Upazila: Maheshkhali, Cox's Bazar, 29 April'1991**
Fazal Ahmed was born at coastal village Matarbari in Maheshkhali upazila. His father's name was Sadar Ali. He was interested in social welfare work from his childhood. Attracted by the CPP's humanitarian work, he joined the CPP in 1972 as a volunteer. He was a volunteer of the rescue department of the 8th unit of Matarbari Union. During the catastrophic cyclone of 1991, he was swept away by the tidal surge while rescuing people. His body was found later on the sea beach.

2. **Bodiul Alam, Upazila: Ukhia, Cox's Bazar, Death: 29 April 1991**
Badiul Alam was born in Jaliapalang union of Ukhia upazila. His father's name was Khalil Ahmed. Encouraged by humanitarian service, he joined the CPP in 1972 as a volunteer. He was a volunteer in the rescue department of Unit No- 3 of Jaliapalang Union. During the fatal cyclone 1991, when everyone was trying to save their lives, he was bringing people to the cyclone shelter. He drowned and died due to the strong surge while on duty.

**৩.জালাল আহমেদ, উপজেলাঃ কুতুবদিয়া, কক্সবাজার। মৃত্যুঃ ২৯ এপ্রিল ১৯৯১**
জালাল আহমেদ কুতুবদিয়া উপজেলার বড়ঘোপ ইউনিয়নে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আব্দুল হামিদ। সিপিপির কর্মকান্ডের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ১৯৭৩ সালে সিপিপিতে একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যোগ দেন। তিনি বড়ঘোপ ইউনিয়নের ৪ নং ইউনিটের সহকারী সংকেত বিভাগের একজন স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। ১৯৯১ সালের ২৯শে এপ্রিল ঘূর্ণিঝড়ের সময় আবহাওয়ার সংকেত প্রচার করার সময় জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যান ও মৃত্যু বরণ করেন।

**৪. মৌলভী মোঃ হোসেন, উপজেলাঃ কুতুবদিয়া, কক্সবাজার। মৃত্যুঃ ২৯ এপ্রিল ১৯৯১**
মৌলভী মোঃ হোসেন কুতুবদিয়া উপজেলার আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আবদুল মোতালেব। তিনি তার ইউনিয়নের ৭ নং ইউনিটের আশ্রয় বিভাগের একজন স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। সমাজকল্যাণ বিষয়ে তার ছোট বেলা থেকেই আগ্রহ ছিল। ১৯৯১ সালে ২৯ শে এপ্রিল প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের সময় মানুষকে আশ্রয় কেন্দ্রে আনার মহান দায়িত্ব পালনকালে তিনি জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যান এবং প্রাণত্যাগ করেন।

**৫. নুরুল হুদা, উপজেলাঃ কুতুবদিয়া, কক্সবাজার। মৃত্যুঃ ২৯ এপ্রিল ১৯৯১**
নুরুল হুদা কুতুবদিয়া উপেজলার একজন নিবেদিত প্রাণ স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। তার পিতার নাম মোজাহার আলী। তিনি আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নের ৭ নং ইউনিটের আশ্রয় বিভাগের একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে ১৯৯১ সালের ২৯ শে এপ্রিল প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের সময় মানুষকে আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে আসার সময় পানিতে ভেসে গিয়ে নিহত হন।

**৬. আব্দুল মাবুদ, উপজেলাঃ কুতুবদিয়া, কক্সবাজার। মৃত্যুঃ ২৯ এপ্রিল ১৯৯১**
আব্দুল মাবুদ সিপিপির একজন নিবেদিত প্রাণ স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কুতুবদিয়া উপজেলার সাউথ ধুরং ইউনিয়নে কর্মরত ছিলেন। তিনি উক্ত ইউনিয়নের ৭ নং ইউনিটের ত্রাণ বিভাগের একজন স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। তার পিতার নাম মৃত সরাফত আলী। ১৯৯১ সালের ২৯শে এপ্রিল ঘূর্ণিঝড়ের সময় মানুষকে আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে আসার সময় পানিতে ভেসে যান এবং করুণ মৃত্যুবরণ করেন।

**৭. সামছুল আলম, উপজেলাঃ চকোরিয়া, কক্সবাজার। মৃত্যুঃ ২৯ এপ্রিল ১৯৯১**
সামছুল আলম সিপিপির একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে ১৯৯১ সালের ২৯শে এপ্রিল প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের সময় ঘূর্ণিঝড়ের সংকেত প্রচার করার সময় জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গিয়ে প্রাণ হারান। তার

**3. Jalal Ahmed, Upazila: Kutubdia, Cox's Bazar, Death: 29 April 1991**
Jalal Ahmed was born in Baraghop union of Kutubdia Upazila. His father's name was Abdul Hamid. Attracted by the activities of the CPP, he joined in 1973 as a volunteer. He was a volunteer in the Signal Department of Unit No- 4 of Baraghop Union. During the catastrophic cyclone of April 29, 1991, he was swept away by the tidal surge and died.

**4. Moulovi Md. Hossain, Upazila: Kutubdia, Cox's Bazar, Death: 29 April 1991**
Maulovi Md. Hossain was born in Ali Akbar Dale Union of Kutubdia Upazila. His father's name was Abdul Motaleb. He was a shelter volunteer of Unit No- 7 of his union. He was interested in social welfare from his childhood. During the cyclone of April 29, 1991, he drowned and died while carrying out the great task of bringing people to the shelter.

**5. Nurul Huda, Upazila: Kutubdia, Cox's Bazar, Death: 29 April 1991**
Nurul Huda was a dedicated volunteer of Kutubdia Upazila. His father's name was Mojahar Ali. He was a volunteer in the department of shelter of Unit No-7 of Ali Akbar Dale Union. He was swept away by the tidal surge of the cyclone and died while he was bringing community people to the cyclone shelters.

**6. Abdu Mabud, Upazila: Kutubdia, Cox's Bazar, Death: 29 April 1991**
Abdul Mabud was a dedicated CPP Volunteer in South Dhurong Union of Kutubdia Upazila. He was a volunteer in the relief department of Unit No-7 of the union. His father's name was Sarafat Ali. During the 1991 cyclone, he was swept away by tidal surge of water and died tragically, while he was evacuating people to the cyclone shelters.

**7. Samsul Alam, Upazila: Chokoria, Cox's Bazar, Death: 29 April 1991**
Shamsul Alam, as a CPP volunteer, died in the catastrophic cyclone of April 29,



পিতার নাম মৃত নুরুজ্জামান। তিনি তার ইউনিয়নের ৫ নং ইউনিটের সংকেত বিভাগের স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। তার লাশ যখন পাওয়া যায় তখনও তার হাতে মেগাফোন ধরা ছিল। এ থেকে বোঝা যায়, যে তিনি একজন বিরল দায়িত্বশীল স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন।

**৮. ইউসুফ আলী, উপজেলাঃ পেকুয়া, কক্সবাজার। মৃত্যুঃ ২৯ এপ্রিল ১৯৯১**
ইউসুফ আলী পেকুয়া উপজেলার মগনামা ইউনিয়নের একজন নিবেদিত প্রাণ স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। তার পিতার নাম মৃত মোবারক আলী। ১৯৭২ সালে তিনি মগনামা ইউনিয়নের ১০ নং ইউনিটে প্রাথমিক চিকিৎসা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল ঘূর্ণিঝড়ের সময় তিনি সংকেত প্রচার করার সময় জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যান এবং এভাবেই মৃত্যু বরণ করেন।

**৯. মোঃ নুরুল হক সওদাগর, উপজেলাঃ পেকুয়া, কক্সবাজার। মৃত্যুঃ ২৯ এপ্রিল ১৯৯১**
মোঃ নুরুল হক সওদাগর পেকুয়া উপজেলার একজন নিবেদিত প্রাণ স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। তার পিতার নাম মৃত হাজী আসদ আলী। তিনি তার ইউনিয়নের ত্রাণ বিভাগ ২নং ইউনিটের স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে ১৯৭৩ সালে যোগদান করেন। দুর্গত মানুষের সেবা দান করার জন্যে তার ছিল বিরাট আগ্রহ ও উৎসাহ। ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল যে ঘূর্ণিঝড় হয় তাতে তিনি জনসাধারণকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে ব্যস্ত ছিলেন । তখন তিনি জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যান এবং তাকে আর পাওয়া যায় নি।

**১০. মোঃ নবীর উদ্দিন, উপজেলাঃ হাতিয়া, নোয়াখালী। মৃত্যুঃ ২৯ এপ্রিল ১৯৯১**
মোঃ নবীর উদ্দিন হাতিয়া উপজেলার জাহাজমারা ইউনিয়নে জন্মগ্রহণ করেন। কিশোর বয়স থেকেই তার মধ্যে সমাজসেবামূলক কাজের প্রতি আগ্রহ ছিল। তার পিতার নাম মৃত আবদুস ছাত্তার। সমাজ সেবার প্রতি আগ্রহ হেতু তিনি স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে ১৯৭২ সালে সিপিপিতে যোগদান করেন। তিনি তার ইউনিয়নের উদ্ধার বিভাগের ১০ নং ইউনিটের স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল ঘূর্ণিঝড়ে মানুষকে উদ্ধারকালে বেড়ী বাঁধে জলোচ্ছ্বাসে আটকা পড়ে প্রাণ হারান।

**১১. বেলাল উদ্দিন, উপজেলাঃ হাতিয়া, নোয়াখালী, মৃত্যুঃ ২৯ এপ্রিল ১৯৯১**
বেলাল উদ্দিন হাতিয়া উপজেলার জাহাজমারা ইউনিয়নের ১০নং ইউনিটে সহকারি উদ্ধার পদের স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। তার পিতার নাম মৃত বদিউল আলম। ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে মানুষকে উদ্ধারকালে বেড়ী বাঁধে জলোচ্ছ্বাসে আটকা পড়ে তিনি প্রাণ হারান।

1991. He was swept away by a tidal wave and never came back. His father's name was Nuruzzaman. He was a volunteer in the signal department of Unit No-5 of his union. He was holding the megaphone when his body was found. This suggests that he was a rare responsible volunteer.

**8. Yusuf Ali, Upazila: Pekua, Cox's Bazar, Death: 29 April 1991.**
Yusuf Ali was a dedicated volunteer of Moghnama union in Pekua Upazila. His father's name was Mubarak Ali. In 1972, he joined Magnama Union's Unit 10 as a volunteer in the post of Assistant First Aid. During the cyclone on April 29, 1991, he was swept away by a tidal wave while anouncing the signal and died.

**9. Md. Nurul Huq, Upazila: Pekua, Cox's Bazar, Death: 29 April 1991**
Md. Nurul Haque Saudagar was a dedicated volunteer of Pekua Upazila. His father's name was Haji Asad Ali. He joined in 1973 as a CPP relief volunteer in Unit No- 2 of his union. He had great interest and enthusiasm to serve the vulnerable people. During the cyclone that struck on April 29, 1991, he was busy evacuating people but was swept away by the tide and was never found.

**10. Md. Nabir Uddin, Upazila: Hatiya, Noakhali, Death: 29 April 1991**
Md. Nabir Uddin was born in Jahamara Union of Hatiya Upazila. From an early age, he showed interest in social work. His father's name was Abdus Sattar. He joined the CPP in 1972 as a volunteer due to his interest in social service. He was a rescue volunteer in Unit No- 10 of his union. While rescuing people from the cyclone on April 29, 1991, he was trapped by a tidal wave in beribadh (dyke) and died.

**11. Belal Uddin, Upazila: Hatiya, Noakhali, Death: 29 April 1991**
Belal Uddin was an assistant rescue CPP volunteer in Unit No- 10 of Jahazmara Union in Hatiya Upazila. His father's name was Badiul Alam. He lost his life in the tidal surge while rescuing people during the 29 April 1991 cyclone.

**১২. ওমর ফারুক, উপজেলাঃ সুধারাম (সুবর্ণচর), নোয়াখালী, মৃত্যুঃ মৃত্যু ২৯ এপ্রিল ১৯৯১**
ওমর ফারুক ১৯৭২ সালেই একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে সিপিপির সাথে সংযুক্ত হন। তার পিতার নাম মৃত মোঃ সায়েদুল হক। তিনি হাজীপুর ইউনিয়নের ৯ নং ইউনিটের উদ্ধার গ্রুপের একজন স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল ঘূর্ণিঝড়ের সময় তিনি ঘূর্ণিঝড়ের সতর্ক সংকেত প্রচারের জন্যে বের হন, কিন্তু এরপর তিনি আর ফিরে আসেন নি। পরে চরাঞ্চলে তার মৃতদেহ পাওয়া যায়।

**১৩. নূর উদ্দিন, উপজেলাঃ সুধারাম (সুবর্ণচর), জেলাঃ নোয়াখালী, মৃত্যুঃ ২৯ এপ্রিল ১৯৯১**
নূর উদ্দীন ছিলেন সুধারাম বর্তমান সুবর্ণচর উপজেলার একজন স্বেচ্ছাসেবক। ১৯৭২ সালে সিপিপি প্রতিষ্ঠাকালেই তিনি একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে সিপিপিতে যোগদান করেন। তার পিতার নাম মৃত আলী আহমেদ। চর ক্লার্ক ইউনিয়নের ৪ নং ইউনিটের উদ্ধার বিভাগের স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন তিনি। ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল ঘূর্ণিঝড়ের সময় তিনি ঘূর্ণিঝড় সংকেত প্রচারের জন্যে বের হয়ে আর ফিরে আসেন নি। পরে তাকে মেগাফোন হাতে মৃত অবস্থায় বাঁধের ওপর পাওয়া যায়।

**১৪. নূর উদ্দিন, উপজেলাঃ সুধারাম (সুবর্ণচর), জেলা নোয়াখালী, মৃত্যুঃ ২৯ এপ্রিল ১৯৯১**
নূর উদ্দিন ১৯৭২ সালে একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে সিপিপির সাথে যুক্ত হন। তার পিতার নাম মৃত আবদুর রব মাঝি। তিনি চর ক্লার্ক ইউনিয়নের ৫ নং ইউনিটের উদ্ধার বিভাগের একজন স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল ঘূর্ণিঝড়ের সময় যখন সবাই নিজের জীবন বাঁচাতে ব্যস্ত, তখন তিনি অন্যের জীবন বাঁচানোর জন্যে তাদেরকে আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার সময় জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যান। পরে তার মৃতদেহ পাওয়া যায়।

**১৫. খুকী রানী গুহ, উপজেলাঃ সন্দ্বীপ, জেলাঃ চট্টগ্রাম, মৃত্যুঃ ২৯ এপ্রিল ১৯৯১**
খুকী রানী গুহ ১৯৯১ সালের সময়কালীন একজন ব্যাতিক্রমী স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। সিপিপির অন্য কোন উপজেলায় সেই সময় কোন মহিলা স্বেচ্ছাসেবক না থাকলেও সন্দ্বীপে তখন তিনটি মহিলা স্বেচ্ছাসেবক দল ছিল, খুকী রাণী গুহ তার একটি দলের একজন স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। তিনি হরিশপুর ইউনিয়নের বিশেষ নারী ইউনিট নং ১২ এর প্রাথমিক চিকিৎসা বিভাগের একজন স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। উল্লেখ্য, সিপিপিতে মহিলা স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগের বিধান চালু হয় ২৯ এপ্রিল ১৯৯১ তারিখের ঘূর্ণিঝড়ের পরে ১৯৯২ সালে।

খুকী রাণী গুহ যখন ২৯ এপ্রিল ১৯৯১ ঘূর্ণিঝড়ের সময় নারী ও শিশুদেরকে আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার কাজে ব্যস্ত ছিলেন তখন জলোচ্ছ্বাস তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। পরে তার লাশ একটা বেত ঝাড়ের মধ্যে আটকে থাকা অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। সেই সময় একজন মহিলার স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে এহেন আত্মত্যাগ ছিল সত্যিই বিস্ময়কর ও অনুপ্রেরণাদায়ক।

**১৬. আবুল কাশেম, উপজেলাঃ সন্দ্বীপ, জেলাঃ চট্টগ্রাম। মৃত্যুঃ ২৯ এপ্রিল ১৯৯১**
আবুল কাশেম ১৯৭২ সালে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে সিপিপিতে যোগদান করেন। তার পিতার নাম অজিউল্লাহ সিদ্দিক। তিনি মগধরা ইউনিয়নের ১০নং ইউনিটে প্রাথমিক চিকিৎসা বিভাগের স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল ঘূর্ণিঝড়ের সময় তিনি ঘূর্ণিঝড় সতর্ক সংকেত প্রচার করার সময় জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গিয়ে প্রাণ হারান। পরে তার মৃতদেহ চরাঞ্চল থেকে উদ্ধার করা হয়।

**১৭. আবু বকর ছিদ্দিক, উপজেলাঃ সন্দ্বীপ, জেলাঃ চট্টগ্রাম। মৃত্যুঃ ২৯ এপ্রিল ১৯৯১**
আবু বকর ছিদ্দিক সীপের সিপিপির একজন নিবেদিত প্রাণ স্বেচ্ছাসেবক। তিনি মগধরা ইউনিয়নের ৫ নং ইউনিটের উদ্ধার বিভাগের স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। ২৯ এপ্রিল ১৯৯১ এর ঘূর্ণিঝড়ের সময় যখন সবাই নিজের জান বাঁচানোর জন্যে ব্যস্ত, তিনি তখন দুর্গত মানুষকে আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু জলোচ্ছ্বাস তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এছাড়াও তার পরিবারের একমাত্র কন্যা ছাড়া সেই ঘূর্ণিঝড়ে সবাই প্রাণ হারান।

**১৮. আবুল কাশেম, উপজেলাঃ সন্দ্বীপ, জেলাঃ চট্টগ্রাম। মৃত্যুঃ ২৯ এপ্রিল ১৯৯১**
আবুল কাশেম একজন নিবেদিত প্রাণ স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। তিনি ১৯৭৩ সালে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে সিপিপিতে যোগদান করেন। তার পিতার নাম বাদশা মিয়া। তিনি আজিমপুর ইউনিয়নের ৩ নং ইউনিটে আশ্রয় বিভাগের স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। ২৯ এপ্রিল ১৯৯১ এর ঘূর্ণিঝড়ের সময় তিনি দুর্গত মানুষকে আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার কাজে ব্যস্ত থাকার সময় জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যান। পরে তার মৃতদেহ মাঠ থেকে উদ্ধার করা হয়।

**১৯. আজিম উদ্দিন, উপজেলাঃ সন্দ্বীপ, জেলাঃ চট্টগ্রাম। মৃত্যুঃ ২৯ এপ্রিল ১৯৯১**
আজিম উদ্দিন ১৯৭২ সালে একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে সিপিপিতে যোগদান করেন। তার পিতার নাম মৃত নাজির আহমেদ। তিনি কালাপানিয়া ইউনিয়নের ১১নং ইউনিটের আশ্রয় বিভাগের স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। নিবেদিত প্রাণ এই স্বেচ্ছাসেবক ২৯ এপ্রিল ১৯৯১ ঘূর্ণিঝড়ের সময়

**12. Omor Faruk, Upazila: Sudharam (Subornochar), Noakhali, Death: 29 April 1991**
Omar Farooq joined the CPP in 1972 as a volunteer. His father's name was Md. Sayedul Haque. He was a volunteer of the rescue group of Unit No- 9 of Hajipur Union. He went out to disseminate the warning signal during the cyclone of 29 April 1991 but never returned. His body was later found in the char area.

**13. Nur Uddin-1, Upazila: Sudharam (Subornochar), Noakhali, Death: 29 April 1991**
Nur Uddin was a volunteer in the present Subarnachar upazila. He joined the CPP as a volunteer when the CPP was founded in 1972. His father's name was Ali Ahmed. He was a volunteer in the rescue department of Unit No- 4 of Char Clark Union. During the cyclone of April 29, 1991, he went out to disseminate the cyclone signal and never returned. He was found dead on the embankment with a megaphone in his hand.

**14. Nur Uddin-2, Upazila: Sudharam (Subornochar), Noakhali, Death: 29 April 1991**
Nur Uddin joined the CPP in 1972 as a volunteer. His father's name was Abdur Rabmajhi. He was a volunteer in the rescue department of Unit No- 5 of the Char Clark Union. During the cyclone of April 29, 1991, when everyone was trying to save their own lives, he was swept away by the tidal wave while taking others to the shelter to save their lives. His dead body was found later.

**15. Khuki Rani Guho, Upazila: Sandwip, Chattogram, Death: 29 April 1991**
Khuki Rani Guha was an exceptional volunteer during 1991. At that time, there was no female volunteer in any other upazila of CPP. But there were three female volunteer units in Sandwip at that time, Khuki Rani Guha was a member of one of those female units. She was a volunteer in the First Aid Department of Special Female Unit No. 12 of Harishpur Union.

It may be mentioned that the provision for recruitment of women volunteers in CPP was introduced in 1992 after the cyclone of 29 April 1991.

When Khuki Rani Guha was busy taking women and children to the shelter during the cyclone of April 29, 1991, the tidal wave swept her away. Her body was later found trapped in a cane bush. Such sacrifice as a female volunteer at the time was truly unprecedented and inspiring.

**16. Abul Kashem, Upazila: Sandwip, Chattogram, Death: 29 April 1991**
Abul Kashem joined the CPP in 1972 as a volunteer. His father's name is Ajiullah Siddique. He was a volunteer for the First Aid post in Unit No- 10 of Magadhara Union. During the cyclone of 1991, he was swept away by a tidal wave while disseminating cyclone warning signals in the community. His body was later recovered from the char area.

**17. Abu Bakar Siddique, Upazila: Sandwip, Chattogram, Death: 29 April 1991**
Abu Bakr Siddique was a dedicated volunteer of CPP, Sandwip. He was a volunteer in the rescue department of Unit No- 5 of Magadhara Union. During the cyclone of 1991, when everyone was busy saving their lives, he was busy taking the vulnerable people to the shelter. But the tidal surge swept him away. Everyone in his family died in the cyclone except his only daughter.

**18. Abul Kashem, Upazila: Sandwip, Chattogram, Death: 29 April 1991**
Abul Kashem was a dedicated volunteer of the CPP from Sandwip Upazila. He joined the CPP in 1973 as a volunteer. His father's name was Badshah Mia. He was a volunteer of the shelter department in Unit NO- 3 of Azimpur Union. During the cyclone on April 29, 1991, he was swept away by the tidal wave while he was bringing the cyclone affected people to the shelter. His body was later recovered from the field.

দুর্গত মানুষের জীবন রক্ষার জন্যে যখন তাদেরকে আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান। পরে তার মৃতদেহ পাওয়া যায়।

**২০. মোজাহার হোসেন, উপজেলা: গলাচিপা, জেলা: পটুয়াখালী। মৃত্যু: ২৯ এপ্রিল ১৯৯১**
মোজাহার হোসেন গলাচিপা উপজেলায় সিপিপির একজন স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। তিনি ১৯৭২ সালে সিপিপি যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যোগদান করেন। তার পিতার নাম মোফাজ্জল হোসেন। তিনি রতনদি তালতলী ইউনিয়নের ২ নং ইউনিটের প্রাথমিক চিকিৎসা বিভাগের স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। নিবেদিত প্রাণ এই স্বেচ্ছাসেবক ২৯ এপ্রিল ১৯৯১ প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের সময় ঘূর্ণিঝড়ের সংকেত প্রচার করছিলেন। কমরত অবস্থায়ই জলোচ্ছ্বাস তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। পরে ভেস্ট পরা ও হাতে মেগাফোন ধরা অবস্থায় তার মৃতদেহ মাঠ থেকে উদ্ধার করা হয়।

**২১. রফিজুল ইসলাম, উপজেলা: মনপুরা, জেলা: ভোলা। মৃত্যু: ২৯ এপ্রিল ১৯৯১**
রফিজুল ইসলাম মনপুরা উপজেলাধীন বঙ্গোপসাগরের মধ্যে বিচ্ছিন্ন ও প্রত্যন্ত দ্বীপ চর নিজামের একজন নিবেদিত প্রাণ স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। তার পিতার নাম আবদুল লতিফ। সাকুচিয়া ইউনিয়নের ১১ নং ইউনিটের আশ্রয় বিভাগের একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে তিনি সর্বদাই মানব সেবায় তৎপর ছিলেন। ২৯ এপ্রিল ১৯৯১ ঘূর্ণিঝড়ের সময় তিনি চরের বাসিন্দাদের জীবন বাঁচানোর জন্যে তাদেরকে আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় প্রবল জলোচ্ছ্বাস তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। পরে চর থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

**২২. আব্দুর রহিম, উপজেলা: মনপুরা, জেলা: ভোলা। মৃত্যু: ২৯ এপ্রিল ১৯৯১**
আবদুর রহিম মনপুরা উপজেলার চর নিজামের সিপিপির একজন স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। তার পিতার নাম মৃত আবদুল লতিফ সরদার। তিনি সাকুচিয়া ইউনিয়নের ১১ নং ইউনিটের ত্রাণ বিভাগের একজন স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। ২৯ এপ্রিল ১৯৯১ ঘূর্ণিঝড়ের সময় জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গিয়ে তিনি নিখোঁজ হন।

**১৯৯৭ সালের ঘূর্ণিঝড়ে কমরত অবস্থায় নিহত সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের নাম ও ঠিকানাঃ**

**২৩. সূর্য্য লাল দাস, উপজেলা: সীতাকুন্ড, জেলা: চট্টগ্রাম।মৃত্যু: ১৯ মে ১৯৯৭**
সূর্য্য লাল দাস সীতাকুন্ড উপজেলার একজন স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। তার পিতার নাম তরণী কুমার দাস। তিনি কুমিরা ইউনিয়নের ৫নং ইউনিটের উদ্ধার বিভাগের একজন স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। ১৯ মে ১৯৯৭ তারিখে একটা ঘূর্ণিঝড় সীতাকুন্ড ও তার আশপাশে আঘাত হানে। সেই ঘূর্ণিঝড়ের সময় তিনি নৌকায় করে উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনার সময় সন্দ্বীপ চ্যানেলে নৌকাডুবিতে নিখোঁজ হন। তার মৃতদেহ আর পাওয়া যায় নি।

**২০০৭ সালের ঘূর্ণিঝড় ঘূর্ণিঝড় সিডর-এর সময় কর্মরত অবস্থায় নিহত সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক:**

**২৪. তাছলিমা বেগম, উপজেলা: বরগুনা সদর উপজেলা, জেলা: বরগুনা। মৃত্যু: ১৫ নভেম্বর ২০০৭**
তাছলিমা বেগম ছিলেন বরগুনা সদর উপজেলার একজন মহিলা স্বেচ্ছাসেবক। তার স্বামীর নাম আঃ রহিম মাষ্টার। তিনি বদরখালী ইউনিয়নের ১৪ নং ইউনিটের সংকেত বিভাগের একজন স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। ১৫ নভেম্বর ২০০৭ তারিখের ঘূর্ণিঝড় সিডরের সময় তিনি ঘূর্ণিঝড়ের সংকেত প্রচারকালে জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যান। পরে তার মৃতদেহের কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি।

**২৫. আশরাফুল হোসেন খান, উপজেলা: শরণখোলা, জেলা: বাগেরহাট। মৃত্যু: ১৫ নভেম্বর ২০০৭**
আশরাফুল হোসেন খান শরণখোলা উপজেলার একজন নিবেদিত প্রাণ স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন । তার পিতার নাম মৃত আবদুল লতিফ খান। তিনি সাউথ খালী ইউনিয়নের ৭ নং ইউনিটের প্রাথমিক চিকিৎসা বিভাগের স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিলের ঘূর্ণিঝড়ের পর যখন শরণখোলা উপজেলায় সিপিপি প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই তিনি স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যোগদান করেন। ১৫ নভেম্বর ২০০৭ তারিখের ঘূর্ণিঝড় সিডরের সময় জনগণকে আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার সময় জলোচ্ছ্বাসে নিজ কন্যাসহ নিখোঁজ হন। পরের দিন মেয়ে কোলে অবস্থায় উভয়ের মৃতদেহ পাওয়া যায়।

**২৬. মোজাম্মেল হোসেন, উপজেলা: মঠবাড়িয়া, জেলা: পিরোজপুর। মৃত্যু: ১৫ নভেম্বর ২০০৭**
মোজাম্মেল হোসেন ১৯৯২ সালে একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে সিপিপির সাথে যুক্ত হন। তিনি একজন নিবেদিত প্রাণ স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। তার পিতার নাম মৃত আবদুল কাদের। তিনি তুষখালী ইউনিয়নের ১১নং ইউনিটের আশ্রয় বিভাগের একজন স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। ২০০৭ সালের নভেম্বর মাসে তিনি দুবলার চরে মাছ ধরার কাজে যাওয়ার পরই ঘূর্ণিঝড় সিডর শুরু হয়। ২০ নভেম্বর ২০০৭ তারিখে ঘূর্ণিঝড় সিডরের মধ্যে জেলেদের নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে আসার সময় জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যান। পরদিন তার মৃতদেহ সুন্দরবনের একটি ডালে ঝুলন্ত অবস্থা থেকে উদ্ধার করা হয়। তখনও ঘূর্ণিঝড় সংকেত প্রচারের যন্ত্র হ্যান্ড সাইরেনটি তার হাতে ধরা ছিল।

**19. Azim Uddin, Upazila: Sandwip, Chattogram, Death: 29 April 1991**
Azim Uddin joined the CPP in 1972 as a volunteer. His father's name was Nazir Ahmed. He was a volunteer of the Shelter Department of Unit No- 11 of Kalapania Union. This dedicated volunteer was swept away by the tidal wave on April 29, 1991, while he was taking vulnerable people to shelter to save their lives but lost his own life. His body was later found.

**20. Mojahar Hossain, Upazila: Golachipa, Patuakhali, Death: 29 April 1991**
Mozahar Hossain was a CPP volunteer in Galachipa upazila. He joined CPP as a volunteer when the CPP was founded in 1972. His father's name was Mofazzal Hossain. He was a volunteer of the First Aid Department of Unit No-2 of Ratandi Taltoli Union. While he was disseminating cyclone signals among the community people on 29 April 1991, he was floated away by the high tidal surge and died.

**21. Rafizul Islam, Upazila: Monpura, Bhola, Death: 29 April 1991**
Rafizul Islam was a dedicated volunteer of Char Nizam, an isolated and remote island in the Bay of Bengal under Monpura Upazila. His father's name was Abdul Latif. As a volunteer in the Shelter Division of Unit No- 11 in Sakuchia Union, he has always been involved in humanitarian work. During the cyclone on April 29, 1991, he was taking the people of Char to a shelter to save their lives. At that time a strong tidal wave swept him away. His body was later recovered from the char.

**22. Abdur Rahim, Upazila: Monpura, Bhola, Death: 29 April 1991**
Abdur Rahim was a volunteer of CPP of Char Nizam of Monpura Upazila. His father's name was Abdul Latif Sardar. He was a volunteer in the relief department of Unit No- 11 in Sakuchia Union. He went missing while on rescue operation of 1991 cyclone.

**Volunteers who died during 1997 cyclone:**

**23. Surya Lal Das, Upazila: Sandwip, Chattogram, Death: 19 May 1997**
Surya Lal Das was a volunteer in Sitakunda upazila. His father's name was Tarani Kumar Das. He was a volunteer in the rescue department of Unit No- 5 of Kumira Union. On 19 May 1997, a cyclone hit Sitakunda and the adjacent area. During the cyclone, he went missing in a boat sinking in the Sandwip Channel while conducting rescue operations by boat. His body was no longer found.

**Volunteers died during 2007 Sidr cyclone:**

**24. Taslima Begum, Upazila: Barguna Sadar, Barguna, Death: 25 November 2007.**
Taslima Begum was a female volunteer of Barguna Sadar Upazila. Her husband's name is A H Rahim Master. She was a volunteer in the signal department of Unit No- 14 of Badarkhali Union. During Cyclone Sidr on 15 November 2007, she was swept away by a tidal wave while disseminating cyclone signals. Her dead body was never found.

**25. Ashraful Hossain Khan, Upazila: Shoronkhola, Bagerhat, Death: 15 November 2007**
Ashraful Hossain Khan was a dedicated CPP volunteer of Sharankhola Upazila. His father's name was Abdul Latif Khan. He was a volunteer of the First Aid Department of Unit No- 7 of Southkhali Union. He joined as a volunteer when the CPP was established in Sharankhola Upazila after the cyclone on April 29, 1991. While he was busy in bringing people to the cyclone shelters, a tidal surge swept him away and died. Next day he was found with his daughter.

**26. Mozammel Hossain, Upazila: Mathbaria, Pirojpur, Death: 20 May 2020**
Mozammel Hossain joined the CPP in 1992 as a volunteer. He was a dedicated volunteer. His father's name was Abdul Quader. He was a volunteer in the shelter

**২০২০ সালে ঘূর্ণিঝড় 'আম্পান' এর সময় কর্মরত অবস্থায় নিহত সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক**

**২৭. সৈয়দ শাহ আলম, উপজেলা: কলাপাড়া, জেলা: পটুয়াখালী। মৃত্যু: ২০ মে ২০২০**

সৈয়দ শাহ আলম একজন নিবেদিত প্রাণ স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন।তিনি ১৯৯৫ সালে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে সিপিপিতে যোগদান করেন। তার পিতার নাম মৃত, সৈয়দ কদম আলী। তিনি ধানখালী ইউনিয়নের ৬ নং ইউনিটের সংকেত বিভাগের একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে ঘূর্ণিঝড় আম্পানের সময় ২০ মে ২০২০ তারিখে ঘূর্ণিঝড় সংকেত প্রচার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। অত:পর জনসাধারণকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করার সময় এক মর্মান্তিক নৌকা ডুবিতে তিনি নিখোঁজ হয়ে যান। পরে মৃতদেহ নদীর ঘাটে পাওয়া যায়। তখনও তার গায়ে সিপিপির ভেস্ট পরিহিত ছিল। তার এই মৃত্যুর খবর দেশ বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়।

---

**মানুষের জীবন রক্ষায় এভাবে নিজেদের জীবন বিসর্জন দেয়ার ঘটনা দুনিয়াতেই বিরল। বাংলাদেশের মানুষ সিপিপিকে নিয়ে এখন বিশ্ব দরবারে গর্ব করতে পারে। এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব এই মহান স্বেচ্ছাসেবকগণের আত্মত্যাগ।**

department of Unit No- 11 of Tuskhali Union. Cyclone Sidr floated him away on November 20, 2007, while he was bringing fishermen to safety. The next day, his body was found hanging from a branch in the Sundarbans. The cyclone signal siren was in his hand.

**Volunteers died during Amphan of 2020**

**27. Syed Shah Alam, Upazila: Kolapara, Patuakhai, Death: 20 May 2020**

Syed Shah Alam was a dedicated volunteer. He joined the CPP in 1995 as a volunteer. His father's name was Syed Kadam Ali. He was engaged in the cyclone signal dissemination on 20 May 2020 during the cyclone Ampan as a volunteer of the Signal Department of Unit No- 6 of Dhankhali Union. He went missing after a tragic boat capsized while he was trying to evacuate people. His body was later found at the river bank. He was wearing a CPP vest while his dead body was found. The news of his death was widely circulated home and abroad through national and international media.

---

**It is quite unprecedented and rare in the world to sacrifice one's life in this way to save people. The people of Bangladesh can now be proud of the CPP in the world forum. This great achievement goes to the credits of these dedicated and sacrificed volunteers.**

**Short Biography of Lifetime**





# 'সিপিপির ৫০ বছর' উপলক্ষ্যে আজীবন সম্মাননাপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক সংগঠকগণের সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত

## জনাব মুহাম্মদ সাইদুর রহমান

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির (সিপিপি)-এর পরিচালক হিসেবে জনাব মুহাম্মদ সাইদুর রহমানের সৌভাগ্য হয়েছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংস্পর্শ পাওয়ার। তিনি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে United Nations- Sasakawa Award এর সম্মাননা সনদ পেয়েছেন।

১৯৭২ সালে প্রথম পরিচালক হিসাবে তিনি সিপিপিতে যোগ দেন এবং স্বেচ্ছাসেবীদের এই সংগঠনকে শক্তিশালীকরণ, প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং এর দীর্ঘ স্থায়ীত্বের ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখেন।

জনাব মুহাম্মদ সাইদুর রহমান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় পড়াশোনা করেছেন এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত ছিলেন, যেমন বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির উপ-মহাসচিব, সোমালিয়ায় অক্সফাম-ইউকে-এর ডেপুটি কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ এবং বাংলাদেশের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ।

৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তার দীর্ঘ কর্মজীবনের সময় তিনি অনেক বড় পরিসরে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করেন, যেমন ১৯৭৮ সালের রোহিঙ্গা ত্রাণ, ১৯৭৪ এবং ১৯৮৮ সালের বন্যা, ১৯৯১ এর ধ্বংসাত্মক ঘূর্ণিঝড়, সোমালিয়ায় ব্যাপক দুর্ভিক্ষ ত্রাণ (১৯৮৭), ইত্যাদি। এশিয়া এবং আফ্রিকার অনেক দেশের পেশাদার এবং সরকারি কর্মচারীদের তিনি দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।

জনাব সাইদুর রহমান বাংলাদেশ ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস সেন্টার (বিডিপিসি)-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক এবং দেশে

**Achievement Awardees on the occasion of 'CPP 50'**

**Mr. Muhammad Saidur Rahman**

Mr. Muhammad Saidur Rahman had the great opportunity and privilege to come in close contact with the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman as the Director of the Cyclone Preparedness Programme (CPP). He received the Certificate of Distinction of UN-Sasakawa Award for Disaster Reduction for his contribution in the field of disaster management.

In the year 1972, he joined CPP as the first Director in the inception period of CPP and contributed greatly in consolidation, institutionalization and sustainability of this organization of volunteers.

Mr. Muhammad Saidur Rahman studied disaster management in Australia and held important positions i.e. Deputy Secretary General of BDRCS, Deputy Country Representative of Oxfam-UK in Somalia and Country Representative in Bangladesh.

During his long career in the field of disaster management of over 50 years, he led major relief and rehabilitation operations home and abroad such as Rohingya Relief 1978, Floods of 1974 and 1988, devastating cyclones of 1991, massive Famine Relief in Somalia (1987), etc. He trained a large number of professionals and civil servants from many countries of Asia and Africa in the field of disaster risk reduction.

Mr. Rahman is the Founding Director of Bangladesh Disaster Preparedness Centre (BDPC) and contributed greatly in initiating the promotion of disaster risk reduction, earthquake and flood preparedness in the country. He was the In-Country Consultant of PEER in Bangladesh funded by USAID, for the last 16 years. He played significant

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, ভূমিকম্প এবং বন্যার প্রস্তুতি ব্যাপারে ব্যাপক অবদান রেখেছেন। তিনি গত ১৬ বছর ধরে USAID -এর অর্থায়নে বাংলাদেশ Programme for Enhancement of Emergence Response (PEER)-এর ইন-কান্ট্রি কনসালট্যান্ট ছিলেন। তিনি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত অনেক আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন যেমন World Conference on Disaster Risk Reduction (WCDRR), Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR), Asian Ministerial Conference for Disaster Risk Reduction (AMCDRR) - ইত্যাদি।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পেশাগত এবং ব্যক্তিগত আগ্রহের পাশাপাশি জনাব মুহাম্মদ সাইদুর রহমান বাংলাদেশের বর্তমানে প্রখ্যাত সেবামূলক সংগঠন Centre for the Rehabilitation of the Paralzsed (CRP) এর ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

roles in many international and regional events related to disaster management such as World Conference for Disaster Risk Reduction (WCDRR), Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR), Asian Ministerial Conference for Disaster Risk Reduction (AMCDRR) etc.

In addition to his professional and personal interest in the field of disaster management, Mr. Muhammad Saidur Rahman is heavily engaged with the reputed Centre for the Rehabilitation of the Paralyzed (CRP) as the Chairman of its Board of Trustees.

## এ কে এম হারুন আল রশিদ

১৯৪৭ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি মানিকগঞ্জের দৌলতপুর উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের অধীনে স্নাতক ডিগ্রি লাভের পর মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রেড ক্রসের কাজে যোগদান করেন এবং আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্টের সাথে একাত্ম হয়ে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে যুদ্ধাহত মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ১৯৭২-৭৩ সময়কালে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) প্রতিষ্ঠার কাজে মিঃ ক্ল্যাস হেগস্ট্রমের একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

১৯৭৩ সালে তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে কাজ করার দুর্লভ সুযোগ লাভ করেন। সিপিপিতে চাকুরীকালে তিনি আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্টের ডেলিগেট হিসাবে ১৯৯৯ থেকে ২০০০ সালে প্রায় এক বছরব্যাপী চীনের হুবেই, হুনান, আনহুয়ী, লাইয়োনিং এবং ইউনান প্রদেশসমূহে বন্যা ত্রাণ ও ভূমিকম্প উত্তর দুর্গত মানুষের সহায়তার কাজ অত্যন্ত সফলতার সাথে সম্পাদন করেন। তিনি একাদিক্রমে ২৬ বছর সিপিপিতে কর্মসম্পাদন করেন এবং মাঠ পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা থেকে সিপিপির পরিচালক (প্রশাসন) পদে উন্নীত হন। এ সময়ে তিনি সুইজারল্যান্ড, ইংল্যান্ড, ভারত, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে ভ্রমন করেন এবং একজন রিসোর্স পারসন হিসাবে বিভিন্ন সভা সেমিনারে সিপিপি ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে তাঁর কর্ম অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।

এরপর তিনি বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিতে যোগদান করেন এবং সোসাইটির সাংগঠনিক উন্নয়ন বিভাগ এবং সমাজভিত্তিক দুর্যোগ প্রস্তুতি বিভাগে পারিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি কর্তৃক মনোনীত হয়ে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্টের ডেলিগেট হিসাবে ভারত, শ্রীলংকা ও ইন্দোনেশিয়ায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রায় তিন বছরব্যাপী নানাবিধ কর্মকান্ড সম্পাদন করেন।

অবসর গ্রহণের পরও তিনি সমাজ সেবামূলক কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। বর্তমানে জনাব হারুন আল রশিদ আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট, আমেরিকান রেড ক্রস ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি পরিচালিত মায়ানমার থেকে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা উন্নয়ন বিষয়ে পরামর্শক হিসাবে কাজ করছেন।

## AKM Harun Al Rashid

AKM Harun Al Rashid was born in a respectful family on 13 February 1947 in Bhawanipur village under Daulatpur upazila of Manikganj district. Completing the graduation under Dhaka University, he joined the Red Cross during the liberation movement of Bangladesh and devoted himself to the services of injured people resulting out of the liberation fight. He intimately assisted Mr. Clase Hagstroem throughout from 1971 to 1973 and played an important role in establishing the Cyclone Preparedness Programme (CPP).

In 1973, Mr. Harun got the rare opportunity to work with the Father of the Nation Bognubondhu Shiek Mujibur Rahman. During his services in CPP, he was selected as a delegate of LORCS for flood relief and earthquake relief operation in Hubei, Hunan, Anhui, Lioning and Yunan provinces in China. He served under CPP for a period of 26 years and promoted to the position of Director (Adm.) starting as a field level officer. During the period of his services, he visited Switzerland, England, India, Sri Lanka, Nepal, Indonesia as a resource person and facilitated different workshops, seminars and training on disaster management presenting the CPP as a model.

Afterwards, Mr. Harun joined Bangladesh Red Crescent Society as a Director of Organizational Development department and Community Based Disaster Preparedness department.

Later, as selected by the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) and nominated by BDRCS, he worked in India, Sri Lanka and Indonesia as a Disaster Management Delegate for a period of three years consecutively.

After the retirement, he is actively involved in humanitarian services. Currently Mr. Harun is working as a consultant for the forcibly displaced Myanmar nationals as per planned activities under BDRCS, IFRC and American Red Cross.

## জনাব এ. জে. এম গোলাম রব্বানী

জনাব এ.জে. এম গোলাম রব্বানী ১৯৫০ সনের ১ জানুয়ারি পিরোজপুর জেলার কাউখালী উপজেলার কেউন্দিয়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা কলেজ হতে গ্রাজুয়েশন এবং ঢাকা সেন্ট্রাল ল কলেজ হতে এল এল বি ডিগ্রী সম্পন্ন করেন। স্কুল জীবন থেকেই জাতীয় শিশু কিশোর

## Mr. A. J. M. Golam Rabbani

A. J. M. Golam Rabbani was born on 1st January 1950 in a noble muslim family at Keundia village of Kaukhali upazila of Pirojpur district. He graduated from Dhaka College and later completed LLB degree from Central Law College. From school life, he engaged himself in social work taking part in Shishu Kishore Songothon Mukul Fouze, Scout and BNCC. He also participated some campaigns of Scout and BNCC and achieved different awards.

During the cyclone on 12 November 1970, he collected various relief materials with the help of the students of Dhaka Central Law College and distributed relief materials in the affected Bhola district with a team of 12 people led by the Vice Principal of the college. He started his career in CPP as a Development Office in 1972.

সংগঠন মুকুল ফৌজ, স্কাউট এবং বিএনসিসি এর সাথে সংযুক্ত থেকে সমাজসেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন ক্যাম্পে যোগদান করে বিশেষ পুরস্কার অর্জন করেন।

১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর ঘূর্ণিঝড়ের সময়ে তিনি ঢাকা সেন্ট্রাল কলেজ এর ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়তায় বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহ করে কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল সাহেবের নেতৃত্বে ১২ জনের একটি দল নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ভোলা জেলায় ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন ।

১৯৭২ সালের জুন মাসে সিপিপির Development Officer হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং সেই থেকেই সিপিপির কার্যক্রমে তার সাথে যাত্রা শুরু।

১৯৭৩ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির উপকূলীয় এলাকার সিপিপির স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে ওয়্যারলেস সেটের মাধ্যমে কথা বলেছিলেন। জনাব রব্বানী উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছেন। সে সময়ে সিপিপিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান ও অনুমোদন প্রদান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর অবিস্মরণীয় অবদান।

দীর্ঘ প্রায় ৩৫ বছর চাকুরীকালে তিনি চট্টগ্রাম রেড ক্রিসেন্ট জেমিসন হাসপাতাল ও ব্লাড ব্যাংক, চট্টগ্রাম রেড ক্রিসেন্ট বেইজ ডিপোর প্রধানসহ অন্যান্য দায়িত্ব পালন করেছেন ।

২০০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) হতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি বর্তমানে দু'টি উন্নয়ন সংস্থার সাথে জড়িত রয়েছেন।

Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman spoke with CPP volunteers through Wireless set in 1973. While he was speaking with volunteers, Mr Rabbani was present there. It was the most memorable day and event in his life.

During Mr Rabbani's 35 years of service in CPP, he worked at different stations and also, he was in charge of Jamison Hospital in Chittagong for some years. He retired from CPP in 2006 and still now he is engaged with two NGOs to keep himself busy with humanitarian activities.



# CPP Archive & Photo Gallery

১২ নভেম্বর ১৯৭০ ঘুর্ণিঝড়ের পর বঙ্গবন্ধুর ভোলায় ক্ষতিগ্রস্থদের অবস্থা পরিদর্শন

After the cyclone of 1970, Bangabandhu inspected the condition of the victims

১২ নভেম্বর ১৯৭০ ঘূর্ণিঝড়ের পর বঙ্গবন্ধুর ভোলা দ্বীপে জনসভা

Public meeting by Bangabandhu in Bhola after 1970 Cyclone



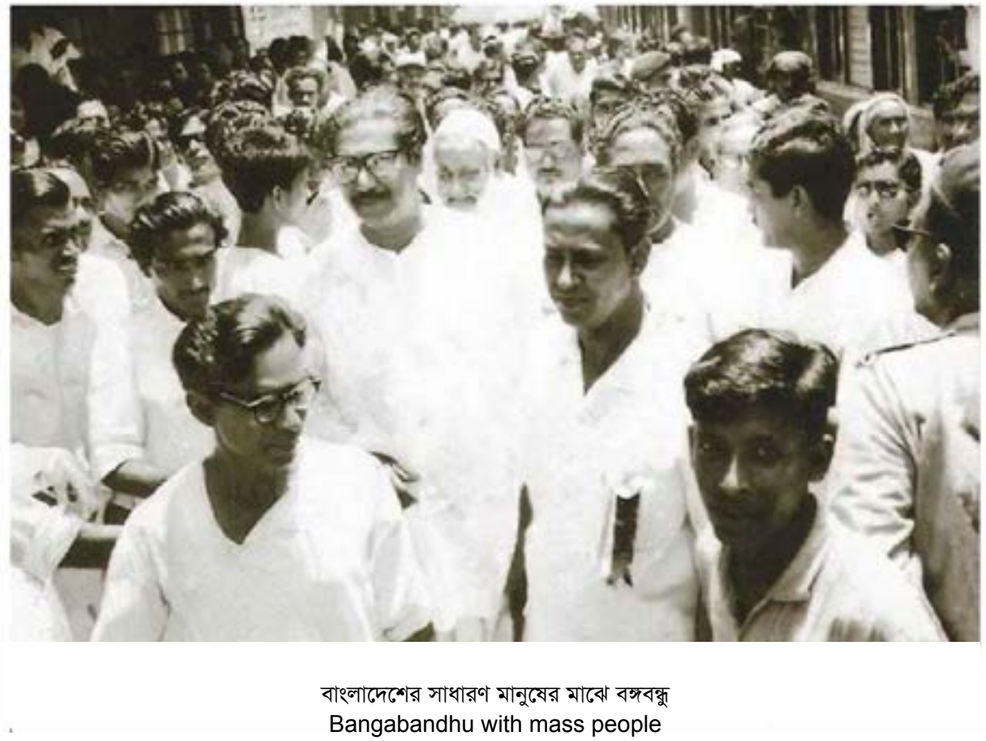

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মাঝে বঙ্গবন্ধু

Bangabandhu with mass people

সাধারণ মানুষের মাঝে বঙ্গবন্ধু

Bangabandhu among common people

১২ নভেম্বর ১৯৭০ এর প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়ের পর ক্ষতিগ্রস্থদের পাশে দাড়ালেন বঙ্গবন্ধু

Bangabandhu stood beside affected people of the devastating cyclone of 12 Novemer 1970

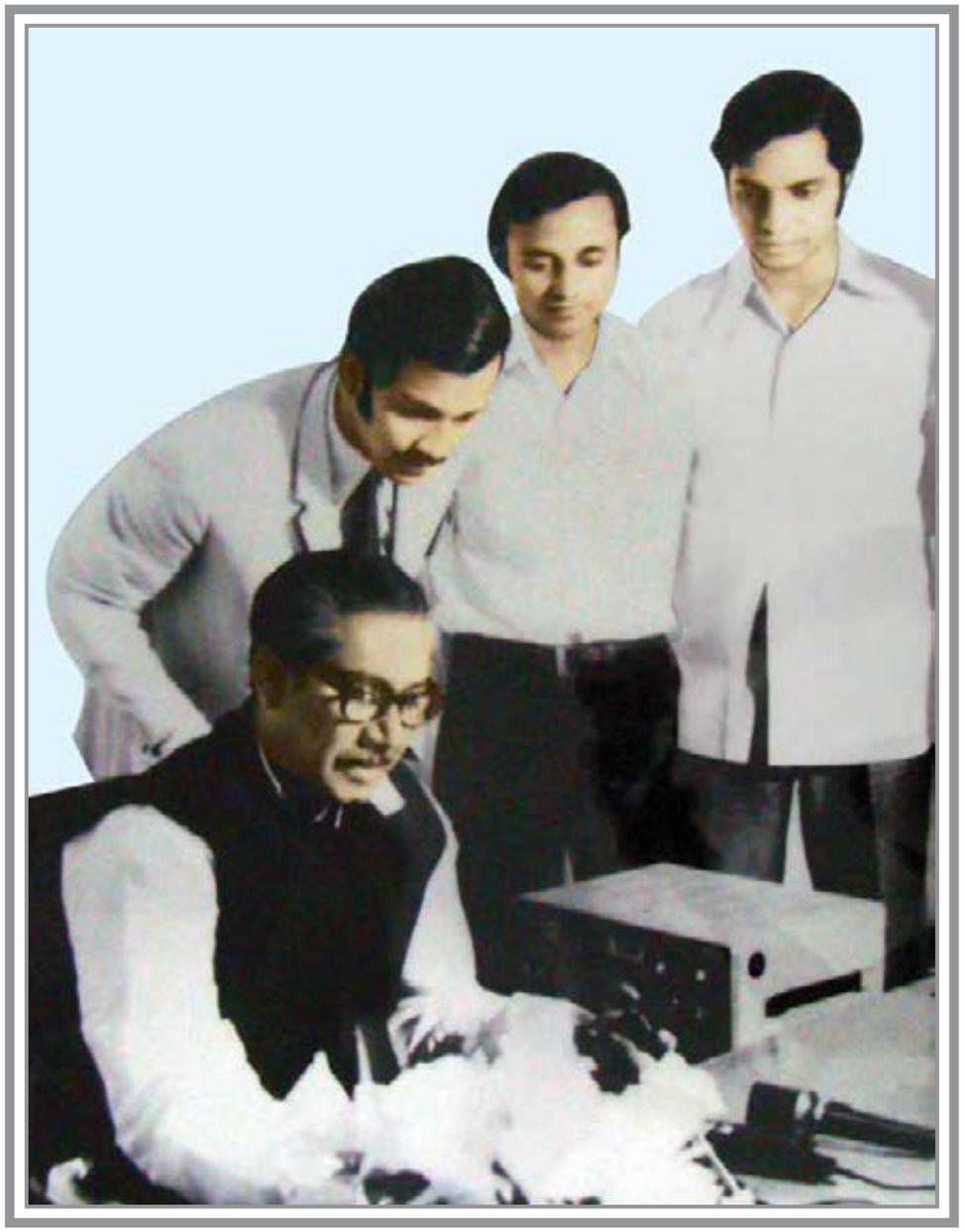

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে
সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে ওয়্যারলেসের মাধ্যমে কথা বলছেন।

The Father of the Nation Bangabandhu addressing CPP volunteers through wireless in 1973

আদি মুজিব কিল্লা Old Mujib Killa

বন্যা দুর্গত এলাকা পরিদর্শন কালে চিন্তামগ্ন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
Bangabandhu deeply anxious during visit of flood affected area

জাতিসংঘে বাংলায় বক্তৃতা দানরত বঙ্গবন্ধু
Bangabandhu delivering speech in UN General Assembly

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সিপিপি'র কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ "স্মিথ টুমসারক ফান্ড পুরস্কার" ১৯৯৮ সিপিপি'র পরিচালকের নিকট তুলে দিচ্ছেন
Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina handing over the "Smith Tumsarok Fund Award 1998" to the then CPP Director

২০১৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সিপিপি নারী স্বেচ্ছাসেবককে পুরস্কার প্রদান
Award giving to CPP women volunteers by Hon'ble Prime Minister in 2019

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০০ সালে কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক সম্মেলনে বক্তব্য দিচ্ছেন

Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina delivering her speech in CPP Volunteers' Conference held at Cox's Bazar in 2000

২০০০ সালে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের সম্মেলন

CPP volunteers' Conference in 2000

বন্যা দুর্গতদের মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করছেন।

Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina is distributing relief goods among flood affected people

বিপদাপন্ন মানুষের খোঁজ খবর নিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina listening to disaster victim

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক স্মারক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina unveiling the memeorial book of 'Bangabandhu in Disaster Risk Reduction'

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি-২০১৯' এর মোড়ক উন্মোচন করছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina unveiling 'Standing orders on Disaster 2019''

জাতিসংঘের ৭৪ তম সাধারণ অধিবেশনে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina delivering speech in 74th General Assembly of United Nation

বক্তব্য রাখছেন মানবতার জননী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
Mother of Humanity Sheikh Hasina giving a speech

১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর ঘটে যাওয়া প্রলয়ঙ্করী 'ঘূর্ণিঝড় গোর্কি' এর স্মরণে আলোচনা সভায় শ্রেষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবকদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

A K M Mozammel Haque, MP, Hon'ble Minister, Ministry of Liberation Affairs giving award to CPP best volunteers

১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর ঘটে যাওয়া প্রলয়ঙ্করী 'ঘূর্ণিঝড় গোর্কি' এর স্মরণে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন ডা. মোঃ এনামুর রহমান, এমপি-দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

Dr. Md. Enamur Rahman, MP, State Minister, Ministry of Disaster Management and Relief delivering his speech in the Award Giving Ceremony to CPP volunteers

ডা. মোঃ এনামুর রহমান, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সিপিপি'র স্বেচ্ছাসেবকদের পক্ষে 'ঘূর্ণিঝড় গোর্কি' স্মরণে আলোচনা সভায় শুভেচ্ছা স্মারক গ্রহণ করছেন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মোহসীন।

Mr. Md. Mohsin, Secretary, Ministry of Disaster Management & Relief on behalf of CPP volunteers receiving crest from Dr. Md. Enamur Rahman, MP, Hon'ble State Minister, Ministry of Disaster Management & Relief in the program in remembrance of "Cyclone Gorki"

সংঘটিত 'ঘূর্ণিঝড় গোর্কি' এর স্মরণে বিয়াম মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ।

Guests in the program in remembrance of "Cyclone Gorki" that took place on 12 November 2020.

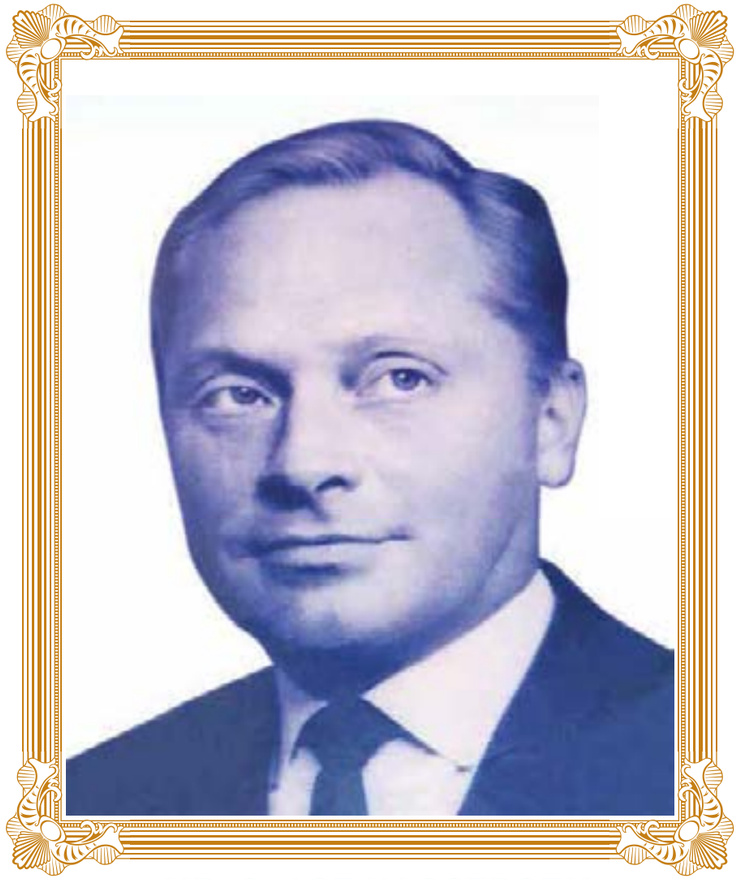

## MR. CLASE HAGSTROEM

১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বরের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ের পর বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য লীগ অফ রেড ক্রস এন্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিজ এর প্রতিনিধি হিসাবে ১৯৭১ সালের জুন মাসে জনাব ক্ল্যাস হেগষ্ট্রম বাংলাদেশে আগমন করেন। দীর্ঘ ছয়মাস অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সম্পূর্ণ উপকূল ভাগ সরেজমিনে তদন্ত ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তিনি ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন এবং লীগ অফ রেড ক্রসের অনুমোদন লাভ করেন।

১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সিপিপি'র স্বপ্নদ্রষ্টা মানবতাবাদী জনাব ক্ল্যাস হেগষ্ট্রমের দূরদর্শিতা ও প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে এই কর্মসূচি পুনর্গঠিত হয় এবং কর্ম তৎপরতা শুরু হয়। কর্মসূচির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের পর ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে তিনি বাংলাদেশ ত্যাগ করেন। মানবতার সেবায় জনাব ক্ল্যাস হেগষ্ট্রম পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কর্মরত ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন সদালাপী, হাস্যোজ্জ্বল এবং নিষ্ঠাবান। মানুষের প্রতি ভালবাসাই ছিল তার জীবনের মূলমন্ত্র।

১৯৮০ সালের জানুয়ারি মাসে সুইডেনের ষ্টকহোমে তাঁর নিজস্ব বাসভবনে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসাধারণের প্রতি তার ভালোবাসা স্মরণপূর্বক তাঁকে সমাহিত করা হয়। তিনি তাঁর বিধবা স্ত্রী এবং দু'টি পুত্র সন্তান রেখে গেছেন। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার চির শান্তি কামনা করি।

চর হেয়ারে স্বেচ্ছাসেবকদের সম্মেলনের প্রস্তুতির একাংশ *ছবি সূত্রঃ এ কে এম হারুন আল রশিদ*

Preparedness at Char Hare in 1972

মিঃ ক্ল্যাস হেগষ্ট্রম চর হেয়ারে অনুষ্ঠিত সম্মেলন স্থলে তাঁবুর মধ্যে জনাব সাইদুর রহমান, জনাব এমদাদ হোসেনসহ সিপিপি'র কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সভা করছেন। *ছবি সূত্রঃ এ কে এম হারুন আল রশিদ*

Mr. Clase Haegstroem and CPP officials at Char Hare Conference in 1972

মিঃ হেগষ্ট্রম, জনাব সাইদুর রহমান, জনাব এমদাদ হোসেন ও ১৯৭২ সালে প্রথম নিয়োগপ্রাপ্ত সিপিপি'র কর্মকর্তাবৃন্দ. *ছবি সূত্রঃ এ কে এম হারুন আল রশিদ*

Mr. Clase Haegstroem and CPP officials in 1972

১৯৭২ সালের ১৮ ডিসেম্বর চর হেয়ার সম্মেলনে উপস্থিত স্বেচ্ছাসেবকদের একাংশ. *ছবি সূত্রঃ এ কে এম হারুন আল রশিদ*

CPP volunteers at Char Hare Conference in 1972

সিপিপি নারী স্বেচ্ছাসেবকগণ CPP Women Volunteers

সিপিপি নারী স্বেচ্ছাসেবকগণ CPP Women Volunteers

সিপিপি নবগঠিত স্বেচ্ছাসেবক ইউনিট সদস্যবৃন্দ
CPP new capacity unit volunteers

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক সিপিপির অনুমোদন (প্রতিলিপি)
Approal of CPP by Bangabandhu Shikh Mujibur Rahman (True Copy)

Cyclone Preparedness Programme of the Bangladesh Red Cross Society in collaboration with the Government of Bangladesh.

1. INTRODUCTION

The Cyclone Preparedness Programme was initiated in 1966 by the League of Red Cross Societies in co-operation with the local Red Cross Society. The Financial requirement,both in local and foreign exchange,Capital,and recurring costs have so far been borne mostly by the League of Red Cross Societies and partly by the local Red Cross. Most of the Capital Assets required for the programme are in the field. Further requirement of Capital and Assets will be met by the League of Red Cross till end of June,1973,and the Recurring Expenditure will also be borne by them till that date.

The Cyclone Preparedness Programme covers 2,000 wards in 190 Unions in the coastal area of Bangladesh. It provides for 20,000 trained volunteers with warning equipment Ward-wise and with Radio-communication Thana-wise and other facilities and also with Administrative support at Thana Level for carrying out the Programme. There is a provision for construction of a large number of killas(earthen mound shelters) within the stipulated area. The killas are being constructed with funds provided by the Ministry of Local Government,Rural Development and co-operatives.

2. THE BACKGROUND OF JOINT VENTURE BY THE BANGLADESH RED CROSS SOCIETY & THE BANGLADESH GOVERNMENT REGARDING THE PROGRAMME

The Programme has been continuing mostly with the assistance of the League of Red Cross Societies. The League of Red Cross will withdraw from the field with effect from 1.7.73.Now,if the Programme has to continue,Government has to come forward with resources for running the Programme with effect from July,1973. It is estimated that Taka 2.4 Million will be required annually on account of Recurring Establishment Cost & cost of depreciation of Capital assets. Bangladesh Red Cross Society, depending purely on charity,obviously cannot fund this Programme.

In the coastal region the Cyclone Disaster Preparedness is basic to human survival and Rural Development. Thus it is necessary to continue the Programme even after League of Red Cross withdraw from the field.

It is in this contex that a number of meetings were held at different levels to finalise different aspects of the Cyclone Preparedness Programme. The last meeting in the series was held on May 4,1973,with the Minister for Relief & Rehabilitation in the chair. The Minister for Local Government,Rural Development & Co-operatives and Chairman,Bangladesh Red Cross Society,among others,attended the meeting. The following decision were taken in the meeting:-

Contd...(2)

3. FINAL DECISION REGARDING THE PROGRAMME:

(a) The Programme will basically remain Red Cross in nature and will be known as the Cyclone Preparedness Programme of the Bangladesh Red Cross Society. The Programme will be implemented and administered jointly by the Bangladesh Government and Bangladesh Red Cross Society from July 1,1973.

(b) The Governing Body of the Programme,titled "POLICY COMMITTEE" would be as follows :-

(1) Minister for Relief & Rehabilitation- Chairman
(2) Minister for LG RD and Co-operatives- Vice-Chairman.
(3) Chairman,Bangladesh Red Cross Society- " "
(4) Member-1,Planning Commission - Member
(5) Two Representatives nominated by the Chairman,Bangladesh Red Cross Society. - "
(6) Secretary,Ministry of Relief and Rehabilitation - Member - Secretary

(c) There will be an "IMPLEMENTATION BOARD" for effective implementation and administration of the Programme. The "IMPLEMENTATION BOARD" will be as follows:-

(1) Secretary,Ministry of Relief & Rehabilitation: - Chairman
(2) Secretary,Ministry of LG RD & Co-operatives - Member.
(3) Secretary General,Bangladesh Red Cross Society - "
(4) Director,Integrated Rural Dev.Programme- "
(5) A representative of the Director General of Rural Housing - "
(6) A representative of the Ministry of Finance - "
(7) Project Co-ordinator,Cyclone Reconstruction of Planning Commission - "
(8) Two Representatives nominated by the Chairman Bangladesh Red Cross Society- "
(9) A representatives of the League of Red Cross Societies,if available - "
(10) Director,Cyclone Preparedness Programme of Bangladesh Red Cross Society - Member-Secretary.

(d) The Meeting decided that Director,appointed by the Bangladesh Red Cross Society in consultation with the Implementation Board would remain in charge of the

Contd.(3).....





Programme and he would be responsible to the "IMPLEMENTATION BOARD" so far as his duties as Director is concerned. It is further decided that all other staff of the Programme would be under the administrative control of the "IMPLEMENTATION BOARD". The Director of the Programme will be the Member-Secretary of the "IMPLEMENTATION BOARD" & will be responsible for day to day administration of the Programme and the supervision of the supervisory staff and the volunteers.

4. THE RESOURCES AND BUDGET FOR THE PROGRAMME:

As has been stated,Bangladesh Red Cross already has the Capital assets for continuing the Programme in co-operation with the Government. For meeting the Recurring Expenditure of the Programme & Depreciation Costs of the Capital Assets specifically ear-marked for Programme,necessary Budget provision will have to be made in the Budget of the Ministry of Relief and Rehabilitation. The Ministry of Local Government Rural Development & Co-operatives will also have to make Budget Provisions for construction of killa,sinking of Tube-wells etc. for effective Preparedness envisaged in the Programme.

As per decisions of the last highest level meeting held on February, 1,1973,under the Chairmanship of the Minister for Relief and Rehabilitation, the case is now being placed before the Prime Minister along with all necessary papers for favour of his kind perusal and approval.

Sd/-
Minister-in-Charge for RELIEF & REHABILITATION

Sd/-
(M.MATIUR RAHMAN)
Minister for LG,RD & CO-OPERATIVES.

Sd/-
(GAZI GOLAM MUSTAFA,M.P.)
Chairman,
Bangladesh Red Cross Society.

## সিপিপি কমিটি গঠন
## Formation of CPP Policy Committe

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF RELIEF AND REHABILITATION.

No.VIIF.A./115/72/326-Relief. Dated.Dhaka,the 26th June,'73.

RESOLUTION

WHEREAS the League of Red Cross Societies who initiated the Cyclone Preparedness Programme in 1966 and have been continuing it still have decided to withdraw from the field with effect from 1.7.73.

WHEREAS it is considered by Govt. that the programme is basic to human survival and development of the coastal region; and whereas it has been decided that the programme will continue to operate as Cyclone Preparedness Programme of the Bangladesh Red Cross Society in collaboration with the Govt. of Bangladesh;

NOW,THEREFORE, for proper administration and implementation of the programme,Govt. is pleased to constitute a high powered committee titled"Policy Committee" with the following to work as Governing Body of the Programme :-

| | | |
|---|---|---|
| 1) | Minister for Relief & Rehabilitation | Chairman |
| 2) | Minister for Local Govt.Rural Development & Co-operatives | Vice-Chairman |
| 3) | Chairman,Bangladesh Red Cross Society | Vice-Chairman |
| 4) | Member-I Planning Commission | Member |
| 5) | Two representatives to be nominated by the Chairman,Bangladesh Red Cross Society. | Member |
| 6) | Secretary,Ministry of Relief and Rehabilitation. | Member-Secretary |

Govt. is also pleased to constitute a Board to be known as "Implementation Board" with the following for effective implementation of the programme.

| | | |
|---|---|---|
| 1) | Secretary,Ministry of Relief and Rehabilitation. | Chairman |
| 2) | Secretary,Ministry of Local Govt. Rural Development & Co-operatives. | Member |
| 3) | Secretary-General,Bangladesh Red Cross Society. | Member |
| 4) | Director,Integrated Rural Development Project. | Member |
| 5) | A representative of the Director-General, Rural Housing. | Member |
| 6) | A representative of the Ministry of Finance. | Member |
| 7) | Project Co-ordinator,Cyclone Reconstruction of the Planning Commission. | Member |
| 8) | Two representatives as nominated by the Chairman,Bangladesh Red Cross Society. | Member |
| 9) | A representative of the League of Red Cross Societies (If available). | Member |
| 10) | Director,Cyclone Preparedness Programme of Bangladesh Red Cross Society. | Member-Secretary |

The "Policy Committee" will give policy directives and guidelines to the "Implementation Board" for effective implementation of the programme. The Policy Committee will also allot funds and other resources for the programme placing them at the disposal of the "Implementation Board".

The functions of the Implementation Board are :-

(a) To determine and recommend frame and content of the Programme.
(b) To supervise the implementation of the Programme.
(c) To administer all resources of the programme placed at the disposal of the Board by the "Policy Committee".
(d) To approve all expenditure incurred on behalf of the Programme.
(e) To determine priority and consistency with other related programme of coastal region.
(f) To fulfill all other functions necessary for the effective implementation of the Cyclone Preparedness Programme.

It has been decided that the resolution be published in the Official Gazette.

By order of the Government,

Sd/- A.Khaleque
Secretary,
Ministry of Relief & Rehabilitation,
Govt. of Bangladesh.

No.VII-FA/115/72/326-Relief. Dated the 22-6-73

Copy forwarded to :-

(1) Bangladesh Red Cross Society,Amin Court,Motijheel,Dhaka.
(2) League of Red Cross Society,12,New Eskatan,Dhaka.
(3) Secretary,Ministry of_____for favor of information & necessary action.
(4) Director,Cyclone Preparedness Programme of Bangladesh Red Cross Society,Amin Court,Motijheel,Dhaka.

Sd/- K.A.Azim.
13.7.73
Section Officer
Relief & Rehabilitation.

01

02

সিপিপি কমিটিসমূহের প্রথম গেজেট

First Gagette Notification CPP Committe

*[Published in the Bangladesh Gazette, Part I, dated the 12th July 1973.]*

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF RELIEF AND REHABILITATION

RESOLUTION

No. VII. F.A/115/72/326-Relief—26th June 1973—Whereas the League of Red Cross Societies who initiated the Cyclone Preparedness Programme in 1966 and have been continuing it still have decided to withdraw from the field with effect from 1st July 1973;

Whereas it is considered by Government that the programme is basic to human survival and development of the coastal region; and whereas it has been decided that the programme will continue to operate as Cyclone Preparedness Programme of the Bangladesh Red Cross Society in collaboration with the Government of Bangladesh;

Now, therefore, for proper administration and implementation of the programme, Government is pleased to constitute a high powered committee titled "Policy Committee" with the following to work as Governing Body of the Programme:—

(1) Minister for Relief and Rehabilitation—*Chairman.*

*Vice-Chairmen.*

(2) Minister for Local Government, Rural Development and Co-operatives.

(3) Chairman, Bangladesh Red Cross Society.

*Members.*

(4) Member I, Planning Commission.

(5) Two representatives to be nominated by the Chairman, Bangladesh Red Cross Society.

(6) Secretary, Ministry of Relief and Rehabilitation—*Member-Secretary.*

Government is also pleased to constitute a Board to be known as "Implementation Board" with the following for effective implementation of the Programme:

(1) Secretary, Ministry of Relief and Rehabilitation—*Chairman.*

*Members.*

(2) Secretary, Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives.

(3) Secretary-General, Bangladesh Red Cross Society.

(4) Director, Integrated Rural Development Project.

(5) A representative of the Director-General, Rural Housing.

(6) A representative of the Ministry of Finance.

(7) Projects Co-ordinator, Cyclone Reconstruction of the Planning Commission.

(8) Two representatives as nominated by the Chairman, Bangladesh Red Cross Society.

(9) A representative of the League of Red Cross Societies (if available).

1

2

(10) Director, Cyclone Preparedness Programme of Bangladesh Red C[illegible] Society—*Member-Secretary.*

The "Policy Committee" will give policy directives and guide-lines to the "Implementation Board" for effective implementation of the programme. The "Policy Committee" will also allot funds and other resources for the programme placing them at the disposal of the "Implementation Board".

The function of the Implementation Board will be as follows:—

(a) To determine and recommend frame and content of the programme.

(b) To supervise the implementation of the programme.

(c) To administer all resources of the programme placed at the disposal of the Board by the "Policy Committee".

(d) To approve all expenditure incurred on behalf of the programme.

(e) To determine priority and consistency with other related programme of coastal region.

(f) To fulfil all other functions necessary for the effective implementation of the Cyclone Preparedness Programme.

It has been decided that the resolution be published in the Official Gazette.

By order of the Government

A. KHALEQUE

Secretary.

*No. VII-FA/115/72/326-Relief, 26th June 1973.*

Copy forwarded to :—

(1) Bangladesh Red Cross Society, for information.

(2) League of Red Cross Society, for information.

(3) Secretary, Ministry of——————for favour of information and necessary action.

(K. A. AZIM)

Section Officer.

BGP-72/73-1152G-100.

2

❖ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে আবহাওয়ার বার্তা পাওয়ার সাথে সাথে সিপিপি প্রধান কার্যালয় ঢাকা হতে ওয়্যারলেস সেটের মাধ্যমে সিপিপির জোনাল ও উপজেলা কার্যালয়সহ উপকূলীয় এলাকায় আবহাওয়া বার্তা প্রেরণ করা হয়ে থাকে। এইভাবে স্বেচ্ছাসেবকগণ আবহাওয়ার বার্তা গ্রহণ করেন এবং ঘূর্ণিঝড়ের সতর্ক সংকেত স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার করে থাকেন। তাছাড়া স্বেচ্ছাসেবকগণ সতর্ক সংকেত পাওয়ার পর উপকূলীয় জনগণকে কখন কি করতে হবে সে বিষয়ে সম্যক ধারণা দিয়ে থাকেন।

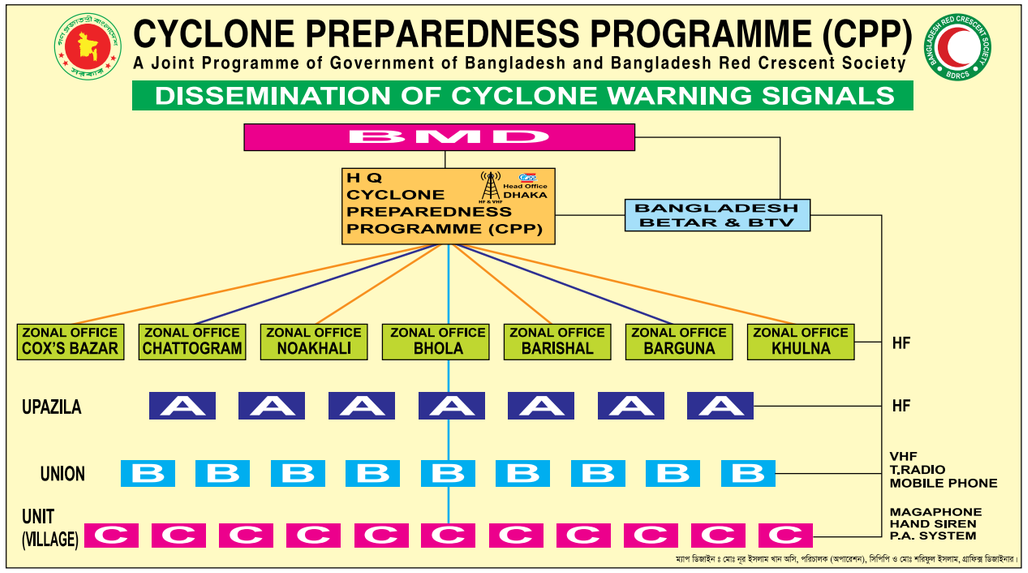


## ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)'র কর্ম এলাকা ও টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক

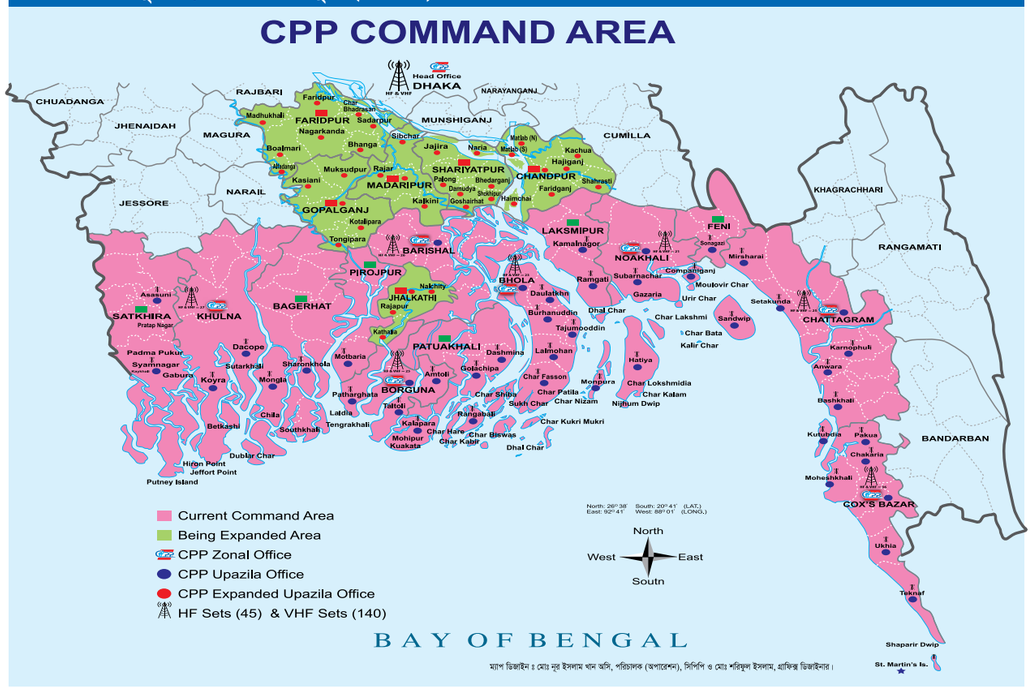

# 50 years of CPP in Disaster Management

www.cpp50.info

Cyclone Preparedness Programm (CPP)
Ministry of Disaster Management and Relief
Government of the People's Republic of Bangladesh

IFRC